Vol. 1 | No. 2 | 1957

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

আলাউল বিরচিত 'তোহফা'

Volume	1
Issue	2
Year	1957
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	আহমদ শরীফ
Published online	December 16, 1957
DOI	10.62328/sp.v1i2.4
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v1i2.4
Pages	56-196
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

আলাউল বিরচিত 'তোহ্‌ফা'

আহ্‌মদ শরীফ

॥ ভূমিকা ॥

কবি-পরিচিতি

আলাউলের' নাম আজকাল শিক্ষিত বাঙালীর ঘরে ঘরে উচ্চারিত হয়। বলা চলে, প্রায় ঘরোয়া শব্দে পরিণত হয়েছে। এ কীর্তি প্রধানতঃ মরহুম আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদের। তিনি পঞ্চাশ বছর ধরে নানাভাবে আলাউলের নাম প্রচার করেছেন, তাঁর অর্ধশতাব্দীর সাধনা ব্যর্থ হয়নি। আলাউল কার্যতঃ না হোন, অন্ততঃ নামতঃ যথাযোগ্য মর্যাদার আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছেন।

কিন্তু এ-পর্যন্তই। কবিত্বের বিচারে আলাউল সর্বশ্রেষ্ঠ না হলেও মধ্যযুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি। আর পাণ্ডিত্যের হিসেবে আলাউল হয়তো বা সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন। কিন্তু তবু এ অর্ধশতাব্দীর মধ্যে কেউ না করেছেন তাঁর কাব্যের রসগ্রাহিতামূলক সর্বাঙ্গীন আলোচনা, না হয়েছে তাঁর কোন কাব্য-সম্পাদিত।[১]

কবির 'সুতিকাগার' ও 'কবর' সন্ধানেই কেটে গেল অর্ধশতাব্দী! সে সন্ধানও চলেছে কার্যতঃ নয়—কল্পনায়। ফলে কোন সুরাহা তো হয়ইনি বরং সমস্যা আরো জটিল হয়ে উঠেছে।[২]

আর এ সমস্যার বীজ বুনে গেছেন কবি স্বয়ং। কেননা, তিনি সবিস্তারে সবার

১। শ্রদ্ধাস্পদ ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ 'পদ্মাবতী'র অর্ধাংশ সম্পাদন করেছেন মাত্র। সম্পাদনায় তাঁর সম্বল ছিল বটতলার ছাপা পুথি ও হিন্দি 'পদুমাবৎ'। সাহিত্য-বিশারদ সম্পাদিত 'পদ্মাবতী' আজো প্রকাশিত হয়নি।

২। সাহিত্য-বিশারদ, আবদুল গফুর সিদ্দিকী, বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য, দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য, ডক্টর শহীদুল্লাহ্ এবং আরো অনেকের আলোচনা ও বিতর্ক এ সমস্যার সৃষ্টি ও পুষ্টি সাধন করেছে।

পরিচয়ই দিয়েছেন, দেননি শুধু তাঁর পিতার নাম আর পিতৃভূমির ঠিকানা। কাজেই এ হেঁয়ালির জের হয়তো চিরকালই চলবে।

জানি, এসব সমস্যার সমাধান দিতে আমরা একান্তই অক্ষম। এসব সমস্যা-গ্রন্থি মোচন করতে পারব,—এমন ধৃষ্টভাবও আমাদের নয়, তবে এ ভূমিকায় আমরা সমস্যাগুলো তুলে ধরতে আর সমাধানের সূত্র বা সামগ্রীগুলোর একত্র সমাবেশ করতে প্রয়াস পাচ্ছি মাত্র।

আমরা এখানে আলাউলের 'আত্মকথা' উদ্ধৃত করে দিচ্ছি। এর থেকে যা পাওয়া যাবে তাতেই আপাততঃ তুষ্ট থাকতে হবে।

পদ্মাবতী—

মুলুক ফতেয়াবাদ গৌড়েতে প্রধান।
তাহাতে জালালপুর অতি পুণ্য স্থান॥
বহু গুণবন্ত বৈসে খলিফা ওলেমা।
কথেক কহিব সেই দেশের মহিমা॥
মজলিস কুতুব তথাত অধিপতি।
মুই দীন হীন তান অমাত্য সন্ততি॥
কার্য হেতু যাইতে পন্থে বিধির ঘটন।
হার্মাদের নৌকা সঙ্গে হৈল দরশন॥
বহু যুদ্ধ আছিল শহীদ হৈল তাত।
রণক্ষতে ভোগযোগে আইলুঁ এথাত॥
কহিতে বহুল কথা দুঃখ আপনার।
রোসাঙ্গে আসিয়া হৈলুঁ রাজ-আসোয়ার॥
বহু বহু মুসলমান রোসাঙ্গে বৈসন্ত।
সদাচারী, কুলীন, পণ্ডিত, গুণবন্ত॥
সবে কৃপা করন্ত সম্ভাষি বহুতর।
তালিম-আলিম বলি' করন্ত আদর॥
মুখ্য পাটেশ্বরীর অমাত্য মহাজন।
সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় ঠাকুর মাগন।

ভাগ্যোদয় হৈল মোর বিধি পরসন।
দুঃখ-নাশ-হেতু তান সঙ্গে দরশন ॥
বহুল আদর করি বহুল সম্মানে।
সতত পোষন্ত আমা অন্নবস্ত্রদানে ॥

মধুর আলাপে বশ হৈল মোর মন।
তান গুণ-সূত্র হৈল গ্রীবাএ বন্ধন ॥
গুণিগণ থাকন্ত তাহান সভা ভরি।
গীত-নাট-যন্ত্রবাদ্যে রঙ্গ-ঢঙ্গ করি ॥
নানা সুপ্রসঙ্গ কথা কহিয়া রসদ।
তান সভা মধ্যে থাকোঁ হৈয়া সভাসদ।

একদিন সভা করি বসিছে মাগন।
নানারঙ্গ প্রসঙ্গ কহন্ত গুণিগণ ॥
কেহ গাহে কেহ বাহে কেহ খেলে খেলা।
সুধাকর বেড়ি যেন তারাকুল মেলা ॥
হেনকালে শুনি পদ্মাবতীর কথন।
পরম হরিষ হৈল সভাজন মন ॥
কর্তাএ আদেশ কৈল পরম হরিষে।
পূর্ণ দ্বিজরাজ যেন অমিয়া বরিষে ॥
"এই পদ্মাবতীর সে-সব রস-কথা।
হিন্দুস্তানী ভাষে শেখে রচিয়াছে পোথা।
রোসাঙ্গেত অনেকে না বুঝে এই ভাষা।
পয়ারে রচিলে পূরে সভানের আশা ॥
যেহেন দৌলত কাজী চন্দ্রানী রচিল।
লস্কর উজীর আশরফ আজ্ঞা দিল ॥
তেন পদ্মাবতী রচ মোর আজ্ঞা ধরি।"

এ কথা শুনিতে মনে বহু শ্রদ্ধা করি ॥
তাহান আদেশ-মাল্য করিয়া মস্তক।
অঙ্গীকার কৈলুঁ মুই রচিতে পুস্তক ॥
বিমর্ষি চাহিলুঁ পাছে মুই অল্প-বুদ্ধি।
কেমতে জানিমু মুই রচনের শুদ্ধি ॥
অনেক ভাবিয়া মনে চিন্তিলুঁ উপায়।
তান ভাগ্য-যশঃ-কীর্তি আছএ সহায় ॥
সেই বলে রচিমু পুস্তক পদ্মাবতী।
নিজ বুদ্ধি বলে নহে এথেক শকতি ॥ ···
প্রেম-কবি আলাউল প্রভুর ভাবক।
অন্তরে প্রবল পূর্ণ প্রেমের পাবক ॥
বাঞ্ছিত পুরণ হেতু গুরু পরসন।
অন্ধ চক্ষে জ্যোতিঃ হৈল জ্ঞানের অঞ্জন।
কাটিল মনের ঘোর শক্তির কৃপাণে।
রসনা সরস হৈল প্রেমের বচনে ॥
প্রেম-পুথি পদ্মাবতী রচিতে আশা এ।
অসাধ্য সাধন মোর গুরুর কৃপাএ ॥
ভকতি প্রণতি করি মার্গো এই বর।
শুনি গুণিগণ মনে হউক আদর ॥

সয়ফুলমুলুক বদিউজ্জামাল—

[মাগন ঠাকুরের আদেশে রচিত প্রথমাংশের ভূমিকা]

হেন মহা মহিম মাগন গুণনিধি।
গুণরাশি দিয়া তানে সৃজিলেক বিধি ॥
রূপে কাম জিনিয়া গুণের নাহি অন্ত।
সর্বদেশে ব্যাপিত তান অতুল মহত্ত্ব।
সিদ্দিক বংশেত জন্ম শেখজাদা জাত।
কুলশীল সৎকর্মে ভুবন বিখ্যাত ॥

আপনে আলিমাধিক বিদ্যাএ নিপুণ।
গুণবন্ত হইলে বুঝএ গুণাগুণ।
তান দেশী যথেক আলিম গুণবন্ত।
মান্য করি আনি নিত্য আদরে পুজন্ত।।১
মুঞি পরদেশী এক আলাউল হীন।
রোসাঙ্গে পড়িলুঁ আসি আপনা কুদিন।।
গৌড় মধ্যে প্রধান ফতেয়াবাদ দেশ।
অতি পুণ্যবন্ত স্থান নাহি পাপলেশ।।
বহুল দানিশমন্দ খলিফা ওলামা।
আলিমজনের কথা দিতে নাহি সীমা।।
হিন্দুকুলে ব্রাহ্মণসজ্জন সত্যমতি।
মধ্যভাগে বহে তার গঙ্গা ভাগীরথী।।
মজলিস কুতুব এই রাজ্যের ঈশ্বর।
তাহান অমাত্য সুত মুঞি সে পামর।।
দৈবগতি কার্যহেতু যাইতে নৌকাপন্থে।
দরশন হইলেক হার্মাদ সহিতে।।
শহীদ্ হইল বাপ যুঝি বহুতর।
রণক্ষতে রোসাঙ্গে আইলুঁ একসর।।
নিজ দুঃখ কথেক কহিমু বিরচিয়া।
রাজ-আসোয়ার হৈলুঁ এথাত আসিয়া।।
রোসাঙ্গেত মোসলেম প্রধান আছে যত।
ধর্মকর্ম বিশারদ অতুল মহত্ত্ব।।
তালেব-আলিম বুলি' মুঞি ফকিরেরে।

১। পাঠান্তর : অতিস্নেহ করি বহু মান্যতা করন্ত।

অন্নবস্ত্র দিয়া সবে পোষন্ত আদরে ॥
তাতে বিধি দুঃখনাশ করিতে কারণ।
ঠাকুর মাগন সঙ্গে হৈল দরশন ॥
মধুর পীরিতি-রসে বশ মোর মন।
তান সভাসদ হইয়া থাকোঁ অনুক্ষণ ॥
আজ্ঞা পাই রচিলুঁ পুস্তক পদ্মাবতী।
যথেক আছিল মোর বুদ্ধির শকতি ॥
বৃদ্ধকাল হৈল এবে শক্তি টুটি আসে
যৌবন কালের সম মন না উল্লাসে। (পদ্মাবতীর রচনাকাল)
দ্বিতীয় আদেশ মোকে হৈল যেন মতে।
সয়ফুল মুলুক-কথা পুস্তক রচিতে ॥
তার বিবরণ কহি শুন গুণিগণ।
রস-কথা শুনিতে রসিক পুষ্ট মন ॥
রোসাঙ্গ দেশেত এক মহাগুণবান।
রাজার অমাত্য শ্রীযুত সোলেমান ॥
হেমরত্ন নৃপতির যথেক ভাণ্ডার।
সকলের উপরে তাহান অধিকার ॥ (দৌলত উজীর)

এই সোলেমান ও মাগন ঠাকুর পীর-ভাই ছিলেন, তাঁদের পীর শাহ্‌ মাহ্‌সুম। একদিন সোলেমান পীরকে নিমন্ত্রণ করে তাঁর বাড়ি আনলেন, পীরজাদা সৈয়দ মুস্তফা, মাগনঠাকুর, আলাউল প্রভৃতিও এই উপলক্ষে নিমন্ত্রিত হন, ভোজনশেষে পীরজাদা মুস্তফার মুখে সয়ফুলমুলুক বদিউজ্জামালের উপাখ্যান শুনে সবাই মুগ্ধ হন। ফলে—

শ্রীযুত মাগন মনে হৈল অতি সুখ।
আহ্মারে বুলিলা গুরু কর অবধান।

ফারসী ভাষেতে এই প্রসঙ্গ পুরাণ।
সকলে না বুঝে এই ফারসী কিতাব।
পয়ার প্রবন্ধে রচ এই পরস্তাব ॥
যার আজ্ঞা অলঙ্ঘ্য লঙ্ঘিলে হএ পাপ।
অন্নদাতা ভয়ত্রাতা দুই মতে বাপ ॥
তাহান আদেশ-মাল্য ধরি শির পাগে।
অঙ্গীকার করিলুঁ রচিতে সভা আগে ॥
শক্তিহীন যদি হয় আমার প্রবল।
তান ভাগ্যদীপ্তি হন্তে হইব উজ্জ্বল ॥
এথেকে সাহস কৈলুঁ রচিতে পয়ার।
গুণিগণ চরণে মাগিএ পরিহার ॥
যেই পুঁজি আছে মোর হৃদয় ভাণ্ডারে।
লাজ ছাড়ি আলাউলে ব্যক্ত করে তারে ॥
নত মুণ্ড শক্তিহীন জ্ঞানের কৃপাণ।
শীঘ্রে ছেদি বাক্য-পন্থে হও আগুয়ান ॥ ......
প্রেম-কথা শুনি আজ্ঞা কৈলা মহাজনে।
মোর মন তোষ এই প্রেমের কথনে।
প্রেমের পুস্তক এই সয়ফুল মুলুক।
নানাঅপরূপ কথা শুনিতে কৌতুক।
গুরুপাদ ভজিয়া কহে হীন আলাউল।
নাশিয়া মনের ঘোর করহ নির্মল ॥

সয়ফুল মুলকের দ্বিতীয়াংশ—

[সৈয়দ মুছার আদেশে রচিত]

এবে অবধান কর সাধু গুণবন্ত।
যেনমত রহস্য পুস্তক আদি অন্ত ॥

আদেশএ মুখ্য পাত্র শ্রীযুত মাগন।
সয়ফুলমুলুক পুথি করিতে রচন ॥
সাঙ্গ না হৈতে পুথি পাইল পরলোক।
কথকাল মনে মোর আছিলেক শোক ॥
তার পাছে শাহ সুজা নৃপকুলেশ্বর।
দৈব পরিপাকে আইল রোসাঙ্গ শহর ॥
রোসাঙ্গ নৃপতি সঙ্গে করি বিসম্বাদ।
আপনার দোষ হোন্তে পাইল অবসাদ ॥
যথেক মুসলমান তার সঙ্গী হৈল।
নৃপতির শাস্তি পাইয়া বহুলোক মৈল ॥
মির্জা নামে এক পাপী সত্য ধর্ম ভ্রষ্ট।
নিগ্রহ করিয়া বহু লোক করে নষ্ট।
যার সঙ্গে ছিল তার তিল মন্দ ভাব।
অপরাধী করি তারে পাইলেক লাভ ॥
নিকটে মরণ জানি ইচ্ছাগত পাপ।
যে জনে মাগএ আগি নর্ক মাগে আপ ॥
এজিদ-প্রকৃতি সেই দাসীর নন্দন।
মিথ্যা কহি কথ লোক করাইছে বন্ধন ॥
আয়ুমুক্ত সব নষ্ট পড়িল অস্থান।
পাপরাশি ধর্মনাশি মৈল শালবাণ ॥
আহ্মারেহ অপরাধ দিল পাপীছারে।
না পাইয়া বিচার পড়িলুম কারাগারে ॥
বহুল যন্ত্রণা দুঃখ পাইলুম ক্লেশ।
গর্ভবাস আছিলাম পঞ্চাশ দিবস ॥

আয়ুলেশ আহ্মাছিল রাখে বিধাতাএ।
সব ভিক্ষা জীবরক্ষা ক্লেশে দিন যাএ ॥
এই মতে চলি গেল নবম বৎসর।
খণ্ডবাক্য আছিল পুস্তক মনোহর ॥
ছৈদ মুসা নামে এক পুরুষ মহন্ত।
অভিন্ন বদন রূপ মহাগুণবন্ত ॥

অতঃপর সৈয়দ মুসার গুণ বর্ণিত হয়েছে।

…আহ্মি বৃদ্ধ ফকিরেরে অতিবহুতর।
তালিম-আলীম বলি করএ আদর ॥
দানে পরিপুরন্ত পোষন্ত অনুক্ষণ।
প্রেম বশে মান্যরসে বাঁধা মোর মন ॥
একদিন ডাকিয়া যে আপন আলএ।
বহুল করিয়া কহিলা যে মহাশএ ॥
পুস্তকর আজ্ঞাকারী শ্রীযুত মাগন।
আছিল তোহ্মার শিষ্য মোর বন্ধুজন ॥
খণ্ডবাক্য আছিল পুস্তক মনোহর।
সমাপ্ত হইলে রস হএ বহুতর ॥
আহ্মারি গৌরব মনে তাহার বচন।১
আজ্ঞা করি তোষ যথ পাঠকের মন।
ভাবিয়া উত্তর দিলুঁ শুন দয়ামএ।
বৃদ্ধকালে গ্রন্থ কর্ম উচিত নাহএ ॥
রচিলুঁ বহুল গ্রন্থ নানা আলাঝালা।
রহিতে ঈশ্বর ভাবে যুক্ত এই কালা ॥

১। আমার প্রতি স্নেহবশতঃ এবং মাগনের কথার মর্যাদারক্ষার্থ রচনা সমাপ্ত কর।

বিশেষ অভাবে পরিচিন্তাযুক্ত মন।

মুসার উক্তি— "অন্যজন নহ তুমি আলাউল শুন ॥

যাহার বচনে লোকে পাএ উপদেশ।

তাহার এহেন যুক্তি না হএ বিশেষ ॥

বিশেষ সঙ্কটে যেই করিছে রক্ষণ।

যোগ্য দরে রাখিছে জুড়িয়া পুথিধন ॥

তাহান অস্তুত মাত্র সতত সম্ভবে।

দরিদ্রের নাশে ভয় অধিক বৈভবে ॥

তুহ্মি না করিলে খণ্ড-বাক্য নহে পোথা।

এরূপে করিতে আর কেবা আছে এথা ॥

তিন মতে বাক্য সাঙ্গ করিতে উচিত।

প্রথমে মাগন নিষ্ঠা গুণিগণ বিদিত ॥

দ্বিতীয় কুমার যে রহিল বন্ধনে।

না রচিলে পুস্তক দুঃখ উপজএ মনে ॥

তৃতীয়ে আহ্মার মন রাখিতে জুয়াএ।

এড়াইতে না পারিবা রচিবা সর্বথাএ ॥"

আলাউল— মোহন্ত জনের আজ্ঞা লঙ্ঘিতে না পারি।

প্রবেশিলুঁ কাব্য-ঘরে করতার স্মরি ॥

পুস্তক গ্রথন-কর্ম সমুদ্র সঞ্চার।

গুরু লক্ষ্য ঈশ্বর কৃপাএ হএ পার ॥

কাব্যরস গুপ্ত ভাণ্ডারে দিব্যরত্ন।

বিচারিলে পাই তারে কৈলে বহু যত্ন ॥

বিশেষ যত্তনে ভাবে যাএ নিশিদিন।

বৃদ্ধ হইলুঁ অখনে (এক্ষণে) হইলুঁ বলহীন ॥

তথাপিহ সত্যবাক্য এড়াইতে না পারি।
সঙ্কটে প্রবেশ করি মহন্ত বাক্য ধরি॥

সতী ময়না লোর-চন্দ্রানী—

অখনে পণ্ডিত সবে শুন দিয়া মন।
মোর নিজ বৃত্তান্ত পুস্তক বিবরণ॥
গৌড় মধ্যে মুলুক ফতেয়াবাদ শ্রেষ্ঠ।
বৈসে সামাজিক লোক উক্তি ভক্তি শিষ্ট॥
বিস্তর দানিশমন্দ্ খলিফা সুজন।
আউলিয়া সবের বহুল গোরস্তান॥
হিন্দু কুল শ্রোত্রিয় যে ব্রাহ্মণ সজ্জন।
মধ্যে ভাগীরথী ধারা বহে অনুক্ষণ॥
মজলিস কুতুব্ এথাতে অধিপতি।
তাহান অমাত্যসুত মুই হীনমতি॥
কার্যহেতু যাইতে পন্থে নৌকার গমনে।
দৈবগতি দেখা হৈল হার্মাদের সনে॥
বহুযুদ্ধ করি শহীদ হইল পিতা।
রণক্ষতে ভাগ্যবশে আহ্মি আইলুঁ এথা॥
কথেক আপনা দুঃখ কহিমু প্রকাশি।
রাজ আসোয়ার হৈনু রোসাঙ্গেত আসি॥
শ্রীমন্ত সোলেমান মহাগুণবন্ত।
পরদেশী গুণী পাইলে আদরে পোষন্ত॥
মহা হরষিত হৈল পাইয়া আহ্মারে।
অন্ন-বস্ত্র-দানে নিত্য পোষন্ত সাদরে॥

তাহান সভাত গুণিগণ অবিরত।
জ্ঞান-উক্তি রস-কথা শুনন্ত সতত ॥
একদিন হরিষে বসিয়া গুণনিধি।
জিজ্ঞাসন্ত কাব্য-কথা রসের অবধি ॥
প্রসঙ্গ হইল লোর-চন্দ্রানীর কথা।
অসাঙ্গ রহিল এই রস-কাব্য-গাথা ॥
সাঙ্গ হইলে পুস্তক সম্পূর্ণ রস হএ।
শ্রোতা পাঠকের মন-আরতি পুরাএ ॥...
এথেক ভাবিয়া সোলেমান মহামতি।
হরষেতে আদেশ করিল আজ্ঞা প্রতি ॥
এই খণ্ড পুস্তক পূরাও মোর নামে।
দুগ্ধ মধু দোহ আনি মিলাও একঠামে ॥...
মহন্ত আরতি যে শুনিয়া আলাউল।
অঙ্গীকার কৈল ভাবি ঈশ্বরের বল ॥
তাহান দয়ায় করি বহুত সহায়।
বিরচিতে কৈলুঁ আশা গুরুর কৃপায় ॥...
সংসারেত যথ বস্তু সৃজিয়াছে বিধি।
মনুষ্য করিছে শ্রেষ্ঠ দিয়া কাব্য নিধি ॥...
নরমধ্যে আলাউল অতি হীন মতি।
লঘুবুদ্ধি গুরুতর করিল আরতি ॥...
মহাজনের আদেশ সহজে পূজ্যমান।
অন্নদাতা ভয়ত্রাতা জনক সমান ॥...
শ্রীমন্ত সোলেমান সত্যে-রত্নাকর।
শুনিতে সতীর কথা হরিষ অন্তর ॥
আদেশ-কুসুম তান শিরেত ধরিয়া।
হীন আলাউলে কহে পঞ্চালি রচিয়া ॥

সেকান্দর নামা— এবে অবধান কর গুণী মহামতি।
আপনা বৃত্তান্ত কহি পুস্তক উৎপত্তি॥
গৌড়মধ্যে মুলুক ফতোয়াবাদ ভূম।
বৈসে সাধু সৎলোক দেশ মনোরম॥
অনেক দানেশমন্দ্ খলিফা সুজন।
বহুল আলিম গুরু আছে সেই স্থান॥
হিন্দুকুলে মহাসভা আছে ভট্টাচার্য।
ভাগীরথী গঙ্গাধারা বহে মধ্য রাজ্য॥
রাজ্যেশ্বর মজলিস কুতুব মহাশয়।
মুই ক্ষুদ্রমতি তান অমাত্য তনয়॥
কার্যহেতু পন্থ ক্রমে আছে কর্ম লেখা।
দুষ্ট হার্মাদ সঙ্গে হই গেল দেখা॥
বহু যুদ্ধ করিয়া শহীদ হৈল বাপ।
রণক্ষতে রোসাঙ্গে আইলুঁ মহাপাপ॥
না পাইলুঁ শহীদ (সইদ, সৈদ) পদ ছিল আয়ুলেশ। (আয়ুশেষ)
রাজ-আসোয়ার হৈলুঁ আসি এই দেশ॥
রোসাঙ্গেত মুসলমান যথেক আছন্ত।
তালিম আলিম বলি আদর করন্ত॥
বহু (রস) গ্রন্থ রচিলুঁ মোহন্ত সব নামে।
মোর বাক্য এথা প্রকাশিলুঁ সর্ব ঠামে॥
এই মতে সুখে গোঞাইলুঁ কথকাল।
বিধি বশে অবশেষে পড়িল জঞ্জাল॥
শাহ্‌শুজা রোসাঙ্গে আইল দৈবগতি।

হতবুদ্ধি পাত্রসব দিল হতমতি ॥
আপনার দোষ হোন্তে পাএ অবসাদ।
এক পাপী আমারেহ দিল মিথ্যাবাদ ॥
কারাগারে পৈলুঁ আমি না পাই বিচার।
যথ ইতি বসতি হইল ছারখার ॥
শালাসনে মৈল যেই দিল অপবাদ।
অস্থানে পড়িয়া পাইলুঁ বহু অবসাদ ॥
মন্দকৃতি ভিক্ষাবৃত্তি জীবন কর্কশ।
পুত্রদারা সঙ্গে মুঞি হৈলুঁ (অঙ্গ হৈল) পরবশ ॥
গুণহেতু মহাজনে করন্ত আদর।
ভিক্ষা করি দেয় পুত্র দারা রাজকর ॥
সৈয়দ শহীদ (সৈয়দ) শাহ রোসাঙ্গের কাজী।
জ্ঞান অল্প আছে বলি মোরে হৈল রাজী ॥
দয়াল চরিত্র পীর অতুল্য মহৎ।
কৃপা করি দিল মোরে কাদেরী খিলাফৎ ॥···
আপনা দুঃখের কথা কহিতে অনেক।
সম্মুখে পুস্তক কথা আছে অতিরেক ॥
এইমতে একাদশ (এদশ) অব্দ গঞি গেল।
পুনরপি ভাগ্য-অংশু প্রকাশিত ভেল।
শ্রীমন্ত মজলিস অতুল মহত্ত্ব।
নবরাজ পাইয়া যদি হৈল মহামাত্য।১

পাঠান্তর—১। শ্রীমন্ত নবরাজ অতুল মহত্ত্ব।
মজলিস পাইয়া যদি হৈল মহামাত্য ॥

মধুর বচন মোর শুনিয়া রসদ।
সাদরে আনিয়া আমা কৈল সভাসদ ;
অন্নে বস্ত্রে তুষিয়া পোষন্ত নিরন্তর।
তান দানে সুসময়ে শুধি রাজকর ॥
বহু গুণবন্ত আছে তাহান সভাএ।
তথাপিহ মোর বাক্য মনে অনুভাএ ॥
একদিন মজলিস করি মেহমানি।
মহা মহা মুসলমান ভুঞ্জাইল আনি ॥
ষটরসে ভুঞ্জাইল নানা পাকোয়ান।
চর্ব্য, চুষ্য, লেহ্য, পেয় বিবিধ রন্ধন ॥
চন্দন কস্তুরী আদি গোলাপ সুগন্ধ।
কর্পূর তাম্বুলে সভা হইল আনন্দ ॥
বাদ্য কপিনাস আদি যন্ত্র সুললিত।
কেহ কেহ মধুর সুস্বরে গায় গীত ॥
মজলিসে সকলে করন্ত আশীর্বাদ।
"বিধি পুরাউক তোমা মনে যেই সাধ ॥
আনন্দের স্থল মাত্র তোমার সমীপ।
মুসলমানী দীনে তুমি উজ্জ্বল প্রদীপ।
মসজিদ পুষ্করণী আদি কৈলা পুণ্য কাম।
স্বদেশে বিদেশে পূর্ণ তোমা কীর্তি নাম।
সুজনে করএ বৃত্তি-অনুরূপ পুণ্য।
অন্তে যার নাম রহে সেই ধন্য ধন্য ॥"

মজলিস— শুনি মজলিস বাক্য বলিলা সকল।
মসজিদ পুষ্করণী রহিব কথকাল ॥
পূর্বকালে মহন্তে করিছে নানা কাম।
সবেমাত্র কিতাব গ্রথনে তান নাম।

মসজিদ পুষ্কর্ণী নাম নিজ দেশে রহে।
গ্রন্থকথা যথাতথা আর্তিভাবে কহে ॥
গ্রন্থ পড়ি সকলের তুষ্ট হএ মন।
নাম স্মরি মহিমা কহএ সর্বজন ॥
মূর্খ হএ পণ্ডিত খলে পাএ জ্ঞান।
গ্রন্থ সম মহিমা কোথাতে আছে আন ॥
প্রলয় অবধি রহে শুভ-কীর্তি-যশ।
নামের মহিমা-বাক্য সর্বহএ বশ ॥
হীন জাতি নানা দুঃখে উপার্জিয়া মাল।
পুষ্কর্ণী মসজিদ দেয় কথেক বাঙ্গাল ॥
মহন্তে বিনু গ্রন্থ-জ্ঞান না উপার্জএ।
স্বদেশে বিদেশে লোকে কীর্তিগুণ গাএ ॥
এথ ভাবি আমা প্রতি করিল আদেশ।
মোর নামে গ্রন্থ রচ যত্নে সবিশেষ ॥
তবে আমি মনেতে ভাবিয়া কৈলুঁ সার।
সিকান্দর নামা সম গ্রন্থ নাহি আর ॥
সভা শোভাযুক্ত কথা নাহিক অধিক।
আলিম সভান মনে অমূল্য মাণিক ॥
মুছাপেত ইঙ্গিতে কহিছে নিরঞ্জন।
বহুল বাড়িছে কথা অর্থ বিচারণ ॥
নিজামীর ঘোর বাক্য বুঝন কর্কশ।
ভাঙ্গিয়া কহিলে তারে আছে বহুরস ॥
আমার বচনে মজলিস মহাশয়।
রচিবারে আজ্ঞা দিল সরস হৃদয় ॥
তবে আমি নিবেদিলুঁ হৈল বৃদ্ধকাল।
বিশেষত রাজদায় অধিক জঞ্জাল ॥

নীরস হৈল অঙ্গ না প্রকাশে মতি।
তাহা শুনি মজলিশে দয়া হৈল অতি ॥
দানিয়া ভক্ষ্য-বস্ত্র রাজদায় নিয়ম করিয়া।
আর নানাবিধ দানে মন সন্তোষিয়া।
স্থির করি আমারে করিল অঙ্গীকার।
ভাঙ্গিয়া বয়েত ছন্দ রচিতে পয়ার ॥
সমুদ্রে সাঁতার সম গ্রন্থের গ্রথন ॥
বিশেষ পারস্য ভাষা বয়েত ভাঙ্গন ॥
মহন্ত নিজামী বাক্য ইঙ্গিত আকার।
বিশেষত পঞ্চ-ভাষ কিতাব মাঝার ॥
আরবী ফারসী আত্ম নমরানী এহুদী।
পাহ্‌লবী সঙ্গে পঞ্চ ভাষের অবধি ॥
আমি ক্ষুদ্র বুদ্ধি তারে রচিতে অশক্য।
কেবল শ্রীমন্ত মজলিস-ভাগ্য লক্ষ্য ॥
ভাগ্যধর উপরে ঈশ্বর কৃপা অতি।
লঙ্ঘিতে আদেশ তান কাহার শকতি ॥
শাস্ত্র কহে অন্নদাতা ভয়ত্রাতা বাপ।
না ধরিলে তান আজ্ঞা ঘোরতর পাপ ॥
তেকারণে সভা আগে কৈলুঁ অঙ্গীকার।
গুরুকে স্মরিয়া দিলুঁ সাগরে সাঁতার ॥

সপ্তপয়কর—

শ্রীমন্ত রোসাঙ্গ স্থল নাহি তাহে ছল বল।
হেমরত্ন জড়িত বেষ্টিত।
বৈসে সাধু সৎলোকে সতত আনন্দ ভোগে
শস্য মৎস্য সদাএ পূর্ণিত ॥
তাহে নৃপ অনুপাম শ্রীচন্দ্রসুধর্ম নাম
খলনাশা দুঃখিতের গতি।…

দিল্লীশ্বর-বংশ আসি যাহার শরণে পশি
তার সম কাহার মহিমা ।...
হেন মহারাজেশ্বর অখণ্ড সম্পদ ।
তান মুখ্য সৈন্য মন্ত্রী সৈদ মহাম্মদ ॥
অঙ্গ দুর্বাদল শ্যাম মুখ পূর্ণশশী ।
অমিয়া মিশ্রিত বাক্য মৃদুমন্দ হাসি ॥ ..
নানা শাস্ত্র পারগ বিদ্বান বিদগধ ।
আরবী ফারসী আর হিন্দুয়ানি মগধ ॥
মোহন্ত সঙ্গীত-জ্ঞাতা ভাব-রসে লীন ।
রাগ-রঙ্গে বিনোদ থাকন্ত নিশিদিন ॥
সতত পণ্ডিত গুণী তাহান সভাএ ।
তত্ত্ব রস-কথা কহি থাকন্ত সদাএ ॥
নানা পরস্তাব নানাগ্রন্থ সুকথন ।
আনন্দে শুনন্ত বসি হৈয়া একমন ॥
আমিহ সভাএ তান থাকি অবিরত ।
অন্ন-বস্ত্র-দানে আমা পোষন্ত সতত ॥
মোর মন বান্ধএ লবণ-যবাগূয়াএ ।[১]
বিশেষ করন্ত বশ আদর কৃপাএ ॥
সভা মধ্যে থাকি সভাসদ হৈয়া ।
শাস্ত্রনীতি রস-কথা প্রসঙ্গ কহিয়া ॥
সপ্তুপয়কর কথা অতি মনোহর ।
মনোগত প্রকাশিলুঁ তাহান গোচর ॥
একনিশি পণ্ডিত সমাজে মহাশএ ।
কথা-রসে বসিছন্ত আপনা আলএ ॥

১। লবণ-যবাগূ—লবন ও মণ্ড [> মাড়] এখানে তাচ্ছিল্য বা বিনয়সূচক 'নুন-ফেন' অর্থে ব্যবহৃত।

১০—

আমাপ্রতি আজ্ঞা দিল হরষিত মন।
উত্তম প্রসঙ্গ এক কহিতে তখন ॥
সপ্ত পয়কর-কথা অতি মনোহর।
মনোগত প্রকাশিলুঁ তাহান গোচর ॥
যেন মতে নৃপ এক পরি বস্ত্র শ্যাম।
নিশিদিশি কান্দিয়া গোমায় অবিশ্রাম ॥
পশ্চাতে কহিমু আমি না কহিলুঁ এথা।
মহা উল্লসিত হইল শুনি সেইকথা ॥
তবে মোরে আজ্ঞা দিলা হাসিতে হাসিতে।
যত্ন করি এই কথা পয়ার রচিতে ॥
ফারসী আরবী ভাষা বয়েতের ছন্দ।
বিশেষ নিজামী বাক্য সরস প্রবন্ধ ॥
এই গ্রন্থ মাঝে যথ আছে ইতিহাস।
পয়ার প্রবন্ধে তার করহ প্রকাশ ॥
একে মহাপুরুষ বিশেষ পালয়িতা।
পিতার সমান শাস্ত্রে বোলে অন্নদাতা ॥
তান আজ্ঞা লঙ্ঘিতে না পারি কদাচিত।
যদ্যপি পিঁজরা জীর্ণ চিন্তাএ পীড়িত ॥
যদি বা অযোগ্য আমি গ্রন্থ রচিবার।
তান ভাগ্যালোকে হৈব সমুদ্রে সাঁতার ॥

কবি নিযামী পরিচিতি—

মোহন্ত পুরুষ পূর্বে নিজামী গঞ্জানি।
ফারসী ভাষেত সেই ছিল শিরোমণি ॥
কাজি-ধন আছিল শাহ আলাউদ্দিন নাম।
কহি দিলুঁ নৃপ বোলি মহিমা উপাম ॥

নিজবুদ্ধি রচিছন্ত কিতাব বহুল।
তার মাঝে চার দিতে নাহি তুল।
'খম্‌ছা' পাঁচেরে বোলে আরবের লোকে।
সে পঞ্চ কিতাব নাম শুন একে একে।
মুখজনআছরার তত্ত্বজ্ঞান কথা।
লএলি মজনু জান ভাবকের গাথা।।
আর তিন কিতাবেত তিন নৃপতির।
কহিছন্ত মহিমা রহস্য সুরুচির।।
নবী যেন কর্ণ এ যে শাহ সিকান্দর।
জলস্থল সংসার ভ্রমিলা নিরন্তর।।
বহুযুদ্ধ করিয়া শাসিলা সব ক্ষিতি।
স্থলে জলে ছন্দে-বন্ধে লিখাইলা নীতি।।
লোকের শুসম হোতে কৈলা যথ কাম।
সিকান্দরনামা বলি সে কিতাব নাম।।
আর যে নৃপতি 'খুসরু' তার নাম।
নওসেঁরোয়ান নাতি মহাগুণধাম।।
যেন মতে শিঁরি চিত্র দেখি ভাল হৈল।
যথ পরিশ্রমে শিঁরির লাগ পাইল।।
বহুল এশ্‌কির কথা কিতাব মাঝার।
খুসরুশিঁরি বুলি থুইল নাম তার।
পঞ্চম কিতাব এই সপ্তপয়কর।
বাহরাম গোর নামে ছিল নৃপবর।। *

* কৌতূহলী পাঠক মাসিক মোহাম্মদীর আষাঢ় ও কার্তিক ১৩৫৭ এবং বৈশাখ ও শ্রাবণ সংখ্যা ১৩৫৮-এ পাঠান্তরসহ 'আলাউলের আত্মবৃত্তান্ত' দেখতে পাবেন। আমাদের উদ্ধৃত 'আত্মকথা 'কলমী পুথি থেকে গৃহীত।

আলাউলের নাম প্রসঙ্গ

ডক্টর সুকুমার সেন 'আলাওল' নামটি আল্‌অব্‌ব্‌ল (অর্থাৎ প্রথম) রূপে কবির 'তখল্লুস' বলে মনে করেছেন।১ আবার কেউ কেউ আল্‌+আউয়াল রূপে আলোয়াল লেখেন।

আলাউলের পুথিগুলোর মধ্যে সর্বত্র 'আলাওল' লিখিত আছে, ক্বচিৎ 'আলা-য়ল' আছে। এবিষয়ে মরহুম আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদের মতই সমীচীন—তথা গ্রহণযোগ্য বলে মনে করি। তিনি বলেছেন—"কবির 'আলাওল' নাম এখন সর্বজন পরিচিত ও লোক-মুখে বদ্ধমূল হইয়া গেলেও, উহা তাঁহার প্রকৃত নাম বলিয়া বোধ হয় না। তাঁহার প্রকৃত নাম খুব সম্ভব 'আলাউল (হক)' ছিল। লোকমুখে [লেখনী মুখেও বটে] বিকৃত হইয়া তাহা 'আলাওল' রূপ ধারণ করিয়াছে। সম্প্রতি ঈশান নামক এক প্রাচীন কবির রচনায় 'আলাউল' নাম পাওয়া গিয়াছে।২ [গৌড়ের দরবেশ নূর কুতবুল আলমের পিতার নামও আলাউল হক ছিল। ভুঁইয়া ইসা খানের এক ভ্রাতু-ষ্পুত্রের নাম ছিল আলাউল খান]৩। উহার সমজাতীয় আতাউল হক, রেজাউল করিম, ইমাউল হক, বদিউল আলম, বদিউর রহমান প্রভৃতি নামগুলি যেমন লোক-মুখে বিকৃত হইয়া যথাক্রমে আতাওল, রেজাওল, ইমাওল, বদিঅল বা বদিওল, বদিয়র হইয়াছে, তেমনই 'আলাউল' শব্দও যে 'আলাওল' হইয়াছে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। অতঃপর আমি সর্বত্র 'আলাউল' শব্দই ব্যবহার করিব।"৪ স্বরসঙ্গতির নিয়মানুসারে আদ্যক্ষরের (আলা) 'আ' কারের প্রভাবে 'উ' 'ও' হয়েছে।

লিপি প্রসঙ্গ

ডক্টর সুকুমার সেন বলেছেন—"আলাওলের পদ্মাবতীর পুথি খুবই দুর্লভ এবং তাহা সবই খণ্ডিত বলিয়া মনে হয়। পুথি চাটিগাঁ অঞ্চলের এবং সব না হউক অধি-কাংশই ফারসী অক্ষরে লেখা।"৫ শ্রীবিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য আরো একধাপ এগিয়ে গেছেন। তিনি বলেছেন "আলাওলের পুস্তক প্রথমতঃ ফারসী অক্ষরে লিখিত ছিল।... মগদের দেশে বসিয়া বিদেশী অক্ষরে কেমন বাঙ্গালা কাব্য লিখিয়া গিয়াছেন!"৬

১, ৫। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (২য় সংস্করণ) ডক্টর সুকুমার সেন পৃঃ ১৭১, ১৭৫।

২। ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ সম্পাদিত পদ্মাবতীর মুখবন্ধ পৃঃ ১৯।

৩। Hist of Bengal Vol II. D. U. pp 119, 239, 257,

৪। মাসিক মোহাম্মদী, আষাঢ়, ১৩৫৭ সাল, ২১শ বর্ষ ৯ম সংখ্যা পৃঃ ৫১১।

৬। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা ১৩৩৩ সাল পৃঃ ৮৭-৮৮।

—এসব উক্তির একটিও সত্য-ভিত্তিক নয়। আলাউল বাংলা হরফেই লিখেছিলেন। তাঁর সময়ে ফারসী হরফে বাংলা লেখার প্রচলন হয়নি। সাহিত্যবিশারদের ৫৮৫ খানা মুসলিম-রচিত পুথির মধ্যে মাত্র ১৯ খানা আরবী হরফে লেখা। তাদের কোনটিরই বয়েস ১২৫ বৎসরের বেশী নয়। ইংরেজ আমলে মুসলমানেরা ইংরেজী শিক্ষা গ্রহণে অনিচ্ছুক ছিল, দরবারী ভাষার মর্যাদা হারা হওয়াতে ফারসীরও কদর এবং গরজ রইল না, তাই তারা আরবীই শিখত। মৌলভী-মোল্লা ও কোরান-পড়ুয়া সাধারণ পাঠকের সুবিধার্থ চট্টগ্রামের কোন বুদ্ধিমান মোল্লা এ পদ্ধতি অবলম্বন করে থাকবেন। তবে এ পদ্ধতি জনপ্রিয়তা যে লাভ করেনি, তার নিশ্চিত প্রমাণ ৫৮৫ খানা পুথির মধ্যে মাত্র ১৯ খানিই আরবী হরফে লেখা। আলাওলের পদ্মাবতী, সয়ফুলমুলুক ও তোহ্ফার মাত্র একখানা করে আরবী হরফে লেখা পুথি রয়েছে। শুধু তাই নয়, এক কবির ফতোয়াও আছে। ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে অনুলিখিত নামাজমাহাত্ম্য গ্রন্থে কবি মুহম্মদ জান বলেছেন—

আর এক কথা কহি শুন বন্ধুজন।
আরবী আঙ্গুলে যদি বাংলা লিখন॥
বুঝি সুঝি কর্ম কৈলে পাপ ঘোরতর।
সত্তর নবীর বধ তাহার উপর॥[১]

আলাউলের পুথি দুর্লভ নয়। শুধু তোহ্ফাই বোধ হয় দুষ্প্রাপ্য। আলাউলের সব কাব্যেরই একাধিক সম্পূর্ণ পুথি পাওয়া গেছে। মুসলমানদের পুথি সাধারণতঃ বহির আকারে বাঁধানো থাকে। তবে হিন্দু-পুথির আকারে অগ্রথিত কাগজে লিখবার প্রথাও অপ্রচলিত ছিল না।

'রোসাঙ্গ' নামের উৎপত্তি

বর্মীরাজা পাইইনসিঙ্‌মেঙ্‌সউ ওরফে মেঙ্‌খামঙ্‌ কর্তৃক আরাকান-রাজ মেঙসা মাউ ওরফে নরমিখ্লা ১৪০৪ খৃষ্টাব্দে রাজ্যচ্যুত হয়ে গৌড়ের সুলতান গিয়াসউদ্দীন আযম শাহের (১৩৮৯-১৪০৯ খৃঃ) আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং ১৪৩০ খৃষ্টাব্দে নরমিখ্লা গৌড়ের সুলতান জালালউদ্দীন মুহম্মদ শাহের (১৪১৯-৩১ খৃঃ)

১। এ বিষয়ে ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক রচিত 'মুসলিম বাঙ্গলা সাহিত্য' পৃঃ ৪১ দ্রষ্টব্য।

সহায়তায় আরাকানের সিংহাসনে পুনরধিষ্ঠিত হন। অতঃপর বর্মী আক্রমণের ভয়ে নরমিখ্‌লা ১৪৩৩ খৃষ্টাব্দে লঙ্গিয়েত (Launggyet) থেকে রাজধানী চট্টগ্রামের অনতিদূরে ম্রোহং (Mrohaung) এ স্থানান্তরিত করেন। সে থেকে ১৭৮৫ খৃষ্টাব্দ অবধি সাড়ে তিনশ' বছর ধরে ম্রোহং-ই আরাকানের রাজধানী ছিল। ম্রোহং বর্তমান আকিয়াব জেলায় অবস্থিত।[১] এ ম্রোহং সাধারণ চট্টগ্রামবাসীর মুখে বিকৃত হয়ে 'রোহাং' রূপে উচ্চারিত হয়। সাধুভাষায় 'শ'-'ষ'-'স' পূর্ব-বাংলাবাসীদের কথ্যভাষায় 'হ'এ পরিণত হয়েছে। লেখ্যভাষায় সাধারণভাবে 'হ' স্থানে 'স' ব্যবহৃত হতো। এ বিকৃত কথ্য 'হ' এর সাদৃশ্য বশতঃ 'রোহাং' এর 'হ'-ও 'স'রূপে সম্ভবতঃ লিখিত হয়। ফলে, রোহাং>রোসাং>রোসাঙ্গ হয়েছে। কাজী দৌলত ও আলাউলের উক্তিতে আমাদের সিদ্ধান্তের সমর্থন আছে। যথা—

কর্ণফুলী নদীপূর্বে আছে এক পুরী।
রোসাঙ্গ নগরী নাম স্বর্গ অবতারী॥

সয়ফুলমুলকে আছে—ক্ষিতি তলে অনুপাম রোসাঙ্গ শহর নাম
শস্য মৎস্য সতত পূর্ণিত।

রাজধানী 'রোহাং' বা 'রোসাঙ্গ'-এর নামে গোটা আরাকান রাজ্যকে রোসাঙ্গ রাজ্য বলা হতো এবং ফলে আরাকান-রাজ কর্তৃক চির-শাসিত (১৭৫৬ খৃঃ অবধি)[২] দক্ষিণ চট্টগ্রামও (শঙ্খনদ থেকে রামু পর্যন্ত) রোসাঙ্গ বা রোহাং নামে পরিচিত ছিল। অদ্যাবধি দক্ষিণ চট্টগ্রামের (শঙ্খনদ থেকে রামু পর্যন্ত) অধিবাসীনির্বিশেষে রোঁহাই বা 'রোসাঙ্গী' বলে অভিহিত করা হয়।[৩] এই ম্রোহং বা রোসাঙ্গ শহর অঞ্চল এখন চট্টগ্রামবাসীর নিকট 'পাথুরে কেল্লা' নামে অভিহিত। পাথুরে কেল্লার ভগ্নাবশেষ দৃষ্টেই স্থানটি এ নামে নির্দেশিত হয়। এখানে আলাউলের কবর আছে। পাথুরে কেল্লা চট্টগ্রাম সীমান্ত রামু থেকে মাত্র ১০০ মাইল দূরে অবস্থিত। অবশ্য মাঝখানে পর্বত ও নদীর বাধা রয়েছে।

১। (ক) History of Burma by A. P. Phayre pp 77—78
(খ) do by G. E. Harbey pp 139—40

২। চট্টগ্রামের ইতিহাস (নবাবী আমল)—মাহ্‌বুবউল্‌-আলম। পৃঃ ৪৮—৪৯।

৩। সাহিত্যবিশারদ ও ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হকের মতে 'রখইঙ (<রক্ষঃতুঙ্গ) থেকে

রোসাঙ্গ-রাজ পরিচিতি

আরাকান রাজ মেঙসাউ মাম ওরফে নরমিখ্‌লা (১৪০৪–৩৪ খৃঃ) ১৪০৪ খৃষ্টাব্দে বর্মীরাজা কর্তৃক পরাজিত হয়ে গৌড়ের সুলতান গিয়াসউদ্দীন আযম শাহের (১৩৮৯–১৪০৯ খৃঃ) আশ্রয় গ্রহণ করেন। সে থেকে তিনি গৌড়ের বিভিন্ন সুলতানের আশ্রয় লাভ করে অবশেষে ১৪৩০ খৃষ্টাব্দে গৌড়ের সুলতান যদু বা জালালউদ্দীন মুহম্মদ শাহের (১৪১৯–৩১ খৃঃ) সহায়তায় আরাকান সিংহাসনে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হন। তখন থেকেই আরাকানে মুসলিম সাংস্কৃতিক ও শাসনতান্ত্রিক প্রভাব প্রসার লাভ করতে থাকে। তখন থেকে আরাকান রাজেরা মুসলিম নাম গ্রহণ করে. এমন কি আরাকানী মুদ্রায় কলেমা উৎকীর্ণ করে গৌরব বোধ করতেন। যদিও নরমিখ্‌লার মৃত্যুর পর আরাকান-রাজেরা গৌড়ের অধীনতা স্বীকার করা দূরে থাক, কখনো গৌড়-সুলতানের সঙ্গে মিত্রতা রক্ষা করার গরজও বোধ করেননি।

নরমিখলার ভাই ও উত্তরাধিকারী মেঙখারীই (১৪৩৪—৫৯খৃঃ) প্রথম 'আলি খান' নাম গ্রহণ করেন। তাঁর পুত্র বাসপিউর (১৪৫৯—৮২খৃঃ) নাম ছিল কালিমা শাহ। অতঃপর বহুকাল আরাকানী রাজাদের মুসলমানি নাম ইতিহাসে বিধৃত হয়নি।

আবার মুসলিম-নামের খোঁজ পাচ্ছি ১৫৭১ খৃষ্টাব্দে। এবছর মেঙ ফালং (১৫৭১—৯৩খৃঃ) সিকান্দর শাহ্‌ নাম ধারণ করে সিংহাসনারোহণ করেন। তাঁর পুত্র থদোধর্মরাজা ওরফে মেঙইয়াজাগী বা রাজাগী (১৫৯৩—১৬১২ খৃঃ) সলিম শাহ নাম গ্রহণ করেন, তাঁরপুত্র মহাপ্রতাপশালী মেঙখামঙ (১৬১২—২২খৃঃ) হোসেন শাহ নামে পরিচিত ছিলেন। তাঁর পুত্র থিরিথুধম্মার (শ্রীসুধর্মা ১৬২২—৩৮ খৃঃ) কোন মুসলিম নাম ছিল কি না জানা যায় না।

'রোসাঙ্গ', শব্দের উৎপত্তি হয়েছে।—'আরাকান রাজসভায় বাঙ্গালা সাহিত্য ; পৃ ১-২। 'রখইঙ' থেকে 'রোসাঙ্গ' হওয়া অবশ্যি একেবারে অসম্ভব নয়। যথা রখইঙ < রহইঙ > রহঙ্গ > (হ = স সাদৃশ্যবশতঃ) রসঙ্গ > রোসাঙ্গ। তবে এটির সম্ভাব্যতা কম। অবশ্য শ্রদ্ধেয় ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হকও তাঁর সদ্য প্রকাশিত 'মুসলিম বাঙ্গলা সাহিত্য' গ্রন্থে (পৃঃ ২৩৪) 'রোসাঙ্গ'কে 'রখইঙ' জাত বলে উল্লেখ করেন নি। কিন্তু এ গ্রন্থের অন্যত্র (পৃঃ ১৮৯) ইনি রক্ষইং > রকসইং বা রখইং > রোসাং বা রোকাম, করেছেন। বাংলাতে 'ক' বা 'খ' 'স' হয় না। **A. P. Phayre** 'আরাকান' নামটি 'রখইঙ' শব্দের বিকৃতিজাত বলে উল্লেখ করেছেন। **History of Burma p 42.**

আরাকানরাজ থাতাসার (১৫১৫—৩১খৃঃ) প্রপৌত্র এবং থিরি থুধম্মার জ্ঞাতি নরপতিগী বা নরবদিগী থিরি থুধম্মার মন্ত্রী ও লঙ্গিয়েতের সুবাদার ছিলেন। থুধম্মার পত্নী 'নাৎসিনমে'এর সঙ্গে তাঁর প্রণয় ছিল, উভয়ের ষড়যন্ত্রে থিরি থুধম্মার মৃত্যু ঘটে। তখন থুধম্মা ও নাৎসিনমে-এর শিশু-সন্তান মেঙ সানি অসুস্থ ছিলেন, তিনি নামতঃ ২৮ দিন রাজত্ব করেন। মায়ের কারসাজিতে তাঁর সে অসুখেই মৃত্যু হয়।

অতঃপর নরপতিগী (১৭৩৮—৪৫ খৃঃ) আরাকানের সিংহাসন দখল করেন।

নরপতিগী অপুত্রক ছিলেন। তাঁর একটি মাত্র কন্যা। বৃদ্ধ বয়সে মৃত্যু-আশঙ্কায় কাতর রাজা কন্যার ভবিষ্যৎ ভেবে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেন। অবশেষে চরিত্রবান-বিশ্বস্ত অমাত্য মাগন ঠাকুরকে কন্যার অভিভাবক নিযুক্ত করে রাজা নিশ্চিন্ত হন। নরপতিগীর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই মাগন ঠাকুর নরপতিগীর ভ্রাতুষ্পুত্র থদোমেঙতার বা সাদউ মেঙদারের সঙ্গে নরপতিগীর কন্যার বিয়ে দেন। এরূপে থদোমেঙতার (১৬৪৫-৫২) সিংহাসন প্রাপ্ত হন।[১] নরপতির কন্যা ও থদোমেঙতারের রাণী স্নেহের পুরস্কার-স্বরূপ মাগনকে মুখ্যমন্ত্রী-পদ দান করেন। ১৬৫২ খৃষ্টাব্দে থদোমেঙতারের অকালে মৃত্যু হলে, পাত্রগণের অনুরোধে রাণী ('রাজার দুহিতা তুমি রাজার বণিতা') শিশুপুত্র থিরিসান্দ থুধম্মার (শ্রীচন্দ্র সুধর্মা, ১৬৫২-৮৪ খৃঃ) নামে মাগনের সহায়তায় রাজ্য শাসন করতে থাকেন। শ্রীচন্দ্র সুধর্মার হাতেই ১৬৬১ খৃষ্টাব্দের গোড়ার দিকে সুজা নিহত হন। এঁর রাজত্বকালেই আলাউল 'পদ্মাবতী' ব্যতীত অপর গ্রন্থগুলো রচনা করেন। পদ্মাবতী রচনাকালে আলাউল থদোমেঙতারের যথার্থ পরিচয় জানতেন না। তাই তিনি থদোমেঙতারকে নরপতিগীর পুত্র মনে করে পদ্মাবতীতে বলেছেন :

১। (ক) History of Burma by P. A. P. Phayre pp 75-77, and appendix p 302.

(খ) do by G. E. Harvey pp 44-45 and appendix p 372.

'সলিম শাহার বংশ যদ্যপি হইল ধ্বংস
নৃপগৃহ হৈল রাজ্যপাল।
রাজসুখ ভোগ মূল কি দিব তাহার তুল
রসভোগে গোঞাইল কাল॥
এক পুত্র এক কন্যা সংসারেতে ধন্য ধন্যা
জন্মিলেক নৃপতি সম্ভব।
চলিতে ত্রিদিব স্থান পুত্রে কৈলা রাজ্যদান
যারে দেখি লজ্জিত বাসব॥
সাদউ মেঙদার[১] নাম রূপেগুণে অনুপাম
মহাবুদ্ধি ভাগ্য অনুরেখ।

সয়ফুলমুলুক রচনাকালে কবির এ-ভুল ভাঙ্গে। তখন তিনি বলেছেন :

নৃপতিগিরির কন্যা পরমা সুন্দরী।
সাদউ মেঙ নৃপের ছিল মুখ্য পাটেশ্বরী॥
সাদউ মেঙদার যদি গেল পরলোকে।
ব্রতধর্ম আচরি রহিল স্বামী শোকে॥
শ্রীচন্দ্র সুধর্মা নৃপতিক শিশু দেখি।
সকল অমাত্যগণ হৈল একমুখী॥
দণ্ডবৎ হইয়া মহাদেবীর গোচর।
কহিতে লাগিলা সবে বিনয় উত্তর॥
শিশু নৃপে কেমনে পালিব বসুমতী।
পুত্রে রাজা করিয়া আপনে পাল ক্ষিতি॥
ঈশ্বর দুহিতা তুহ্মি ঈশ্বর বণিতা।
তোহ্মাবিনু কেবা আছে ঈশ্বর পালয়িতা॥
রাজ্যকর্তা পুনি নৃপ হইব যখন।
ব্রতধর্ম আচরি দেবী রহিও তখন॥

১। আরাকানী ভাষায় স > থ হয় [তুঃ সূর্য > থুরীয়, সুধর্ম্ম > থুধম্মা] আর প্রাকৃতজনের মুখে 'ত' ও 'দ' এর উচ্চারণ-পার্থক্য শব্দের কোন কোন অংশে রক্ষিত হয় না। ফলে সাদউ > থদো, মেঙ > মিঙ বা মিন এবং দার > তার হয়েছে। অতএব, সাদউ মেঙদার = থদোমেঙতার > থদো-মিন্তার।

এথেক বিনয় যদি কৈলা পাত্রগণ।
পুত্রতুল্য করে দেবী রাজ্যের পালন ॥...
হেন মত্ত কোথা আর নাহি দেখি শুনি।
রাজ্যের ঈশ্বরী রাজগৃহে তপস্বিনী ॥
তাহান অমাত্য শ্রেষ্ঠ শ্রীযুত মাগন।
শিশুকালে বৃদ্ধ রাজা কৈলা সমর্পণ ॥
যথেক সম্পদধন দুহিতাক দিল।
তান হস্তে আনিয়া সকল সমর্পিল ॥
মুখ্য পাটেশ্বরী যদি হৈলা যশস্বিনী।
মুখ্য পাত্র হইলা মাগন গুণমণি ॥

এতে একটা সত্য উদ্ঘাটিত হচ্ছে। সাদউ-মেঙদার বা থদোমেঙতারের সিংহাসনারোহনের বা রাজ্যাভিষেকের (১৬৪৫ খৃঃ) বেশ কিছু কাল পরে (অন্ততঃ দু'বছর পরে) আলাউল রোসাঙ্গে পৌঁছেন বলে মনে হয়। তাই অনতি-কাল পরে পদ্মাবতী রচনাকালে নরপতিগীর কন্যা ও থদোমেঙতারের সম্বন্ধটি পুরোপুরি বুঝে উঠতে পারেন নি। পদ্মাবতীতে প্রদত্ত রাজ-পরিচিতি নির্ভুল মনে করা হলে, পাঠকের ধারণা হবে যে ভাই-বোনে বিয়ে হয়েছিল।

যখনে আছিল বৃদ্ধ নৃপ অধিপতি।
যশস্বিনী কন্যা রাজগৃহে উপনীতি ॥
রূপেগুণে সুলক্ষণা অতি জ্ঞানবন্ত।
ধর্মে মর্মে শুভ কর্মে অতি সুমহন্ত ॥
পরমা সুন্দরী কন্যা অতি সুচরিতা।
বহুস্নেহে নৃপতি পোষিলা নিজ সুতা ॥
বহু ধন রত্ন দিলা বহুল ভাণ্ডার।
বহুল কিঙ্কর দিলা বহু পরিবার ॥
কন্যার শৈশব দেখি ভাবে নরপতি।

এথেক সম্পদ সমর্পিব কার প্রতি ॥
এক মহাপুরুষ আছিল সেই দেশে।
মহাসত্য মুসলমান সিদ্দিকের বংশে ॥
নানাগুণে পারগ মহন্ত কুলশীল।
তাহাকে আনিয়া নৃপ কন্যা সমর্পিল ॥
বৃদ্ধ নরপতি যদি গেল স্বর্গপুরী।
এই কন্যা হৈল জান মুখ্য পাটেশ্বরী ॥
শৈশবের পাত্র দেখি বহু স্নেহ ভাবি।
মুখ্য পাত্র করিয়া রাখিল মহাদেবী ॥
এবে তার নামগুণ কর অবধান।
কিঞ্চিৎ কহিব কথা শুন বুদ্ধিমান ॥
রাজ-সৈন্য মন্ত্রী ছিল শ্রীবড় ঠাকুর।
প্রভাতে মাগিয়া পাইল কুলদীপ শূর ॥
প্রভু-স্থানে মাগি পাইল প্রার্থনা করি।
তেকারণে মাগন ঠাকুর নাম ধরি ॥ ...
প্রভুর সৃজিত রূপ কহিতে অনন্ত।
তাহাতে করিল বিধি নানা গুণবন্ত ॥
আরবী ফারসী আর মগী হিন্দুয়ানি।
নানা শাস্ত্র পারগ সঙ্গীত-জ্ঞাতাগুণী।
কাব্য-অলঙ্কার জ্ঞাতা ষষ্ঠম নাটিকা।
শিল্পগুণ মহৌষধ নানাবিধ শিক্ষা ॥

এরূপ বিবৃতির দ্বারা আলাউল এতকাল যে শুধু সাধারণ পাঠককে বিভ্রান্ত করেছেন তা নয়, এযুগে ডক্টর আবদুল গফুর সিদ্দিকী, ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, ডক্টর সুকুমার সেন প্রমুখ পণ্ডিত ব্যক্তিগণকেও বিচলিত করেছেন। তাঁদের কেউ বলেছেন

রাজকন্যার মুসলমানের সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল[১], কেউ বা বলেছেন রাজকন্যা রাজ্যাংশ পেয়েছিলেন।[২]

এবার আমরা উল্লেখিত দুটো (মূলতঃ এক) রাজবংশ-তালিকা দিচ্ছি।

আরাকান রাজবংশ অতি প্রাচীন। আদিপুরুষ সান্দথুরীয় বা চন্দ্রসূর্য। তিনি (১৪৬—৯৮ খৃষ্টাব্দে) দিন্নাওয়াতী বা ধন্যাবতীতে রাজত্ব করতেন। সেই থেকে ক্রমান্বয়ে রাজধানী বৈশালী, পিনস্যা বা চম্পাবৎ, পারীন, লঙ্গীয়েত ও ম্রোহংএ তাঁর বংশের বিভিন্ন শাখা ১৫০০ বছর ধরে (১৭৮৫ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত) পর পর আরাকানে রাজত্ব করতে থাকেন।

<u>সলিম শাহ্‌র বংশ</u>

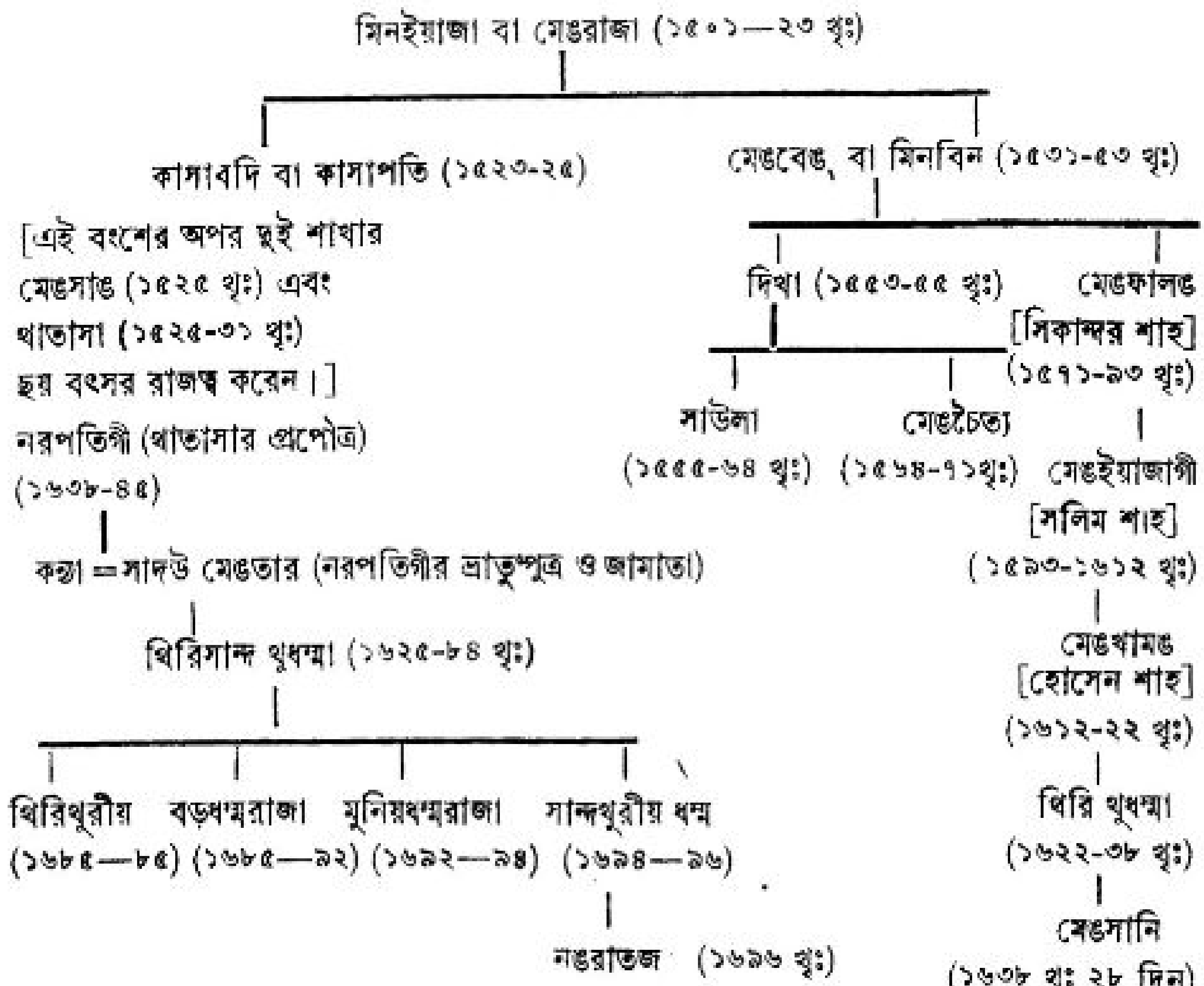

১। সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১৩৩৩ সাল, পৃঃ ৭৯—৮৫।

২। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, পৃঃ ৫৭৪-৭৫, ৫৮৪।

'গঞ্জালেস' প্রসঙ্গ

'না পাইল সদপদ আছে আঙ্গলেস' এই পংক্তির 'সদপদ' ও 'আঙ্গলেস' এই শব্দ দু'টো একটি জটিল সমস্যা গড়ে তুলছে। হাতে লেখা পুথিপত্র যাঁরা নাড়াচাড়া করেছেন, তাঁরা জানেন, মধ্য যুগের লিপিতে 'কু' আর 'য়ু'তে আকৃতিগত সাদৃশ্য ছিল। অনেক সময় লিপিকর-বিশেষের হাতে দুটো অক্ষরই প্রায়-অবিকল একরূপ ধারণ করত। এমনিতেই প্রত্যেক মানুষের লিখন-ভঙ্গী বা বর্ণ-গঠন-কলা স্বতন্ত্র, তার উপর সেকালে কোন আদর্শ-লিপি ছিল না। ফলে ব্যক্তি-বিশেষে ও স্থান-বিশেষে 'বর্ণ' বিচিত্ররূপ ধারণ করেছে। এতে লিপিকর-প্রমাদ ঘটে ঘটে পুথির পাঠ অবিশ্বাস্যরূপে বিকৃত হয়েছে। হরফের চেহারায় স্থিতি এসেছে ছাপাখানা চালু হবার পর। তবু মানুষের হাতের লেখায় বর্ণ-বিকৃতি কত! সে কথা থাক।

'আয়ুলেস'কে বটতলার ছাপাখানায় ভ্রমবশতঃ 'আকুলেস' পড়া হয়। শ্রদ্ধেয় ডক্টর আবদুল গফুর সিদ্দিকী 'আকুলেস'এর অর্থ খুঁজে না পেয়ে একে 'আঙ্গলেস'-এ পরিণত করেন।[১] শ্রদ্ধাস্পদ ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ এই 'আঙ্গলেস'কেই 'গঞ্জালেস' করে ইতিহাসের সমর্থন খুঁজেছেন।[২] অথচ সাহিত্যবিশারদ-সংগৃহীত কলমী পুথির পাঠালোচনা করলেই সব গোল মিটে যেত। কিন্তু তা তাঁরা করেননি। ফলে অনর্থক একটা উদ্ভট-সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে। বিরোধ বা বিপর্যয় সৃষ্টি হওয়া দূরে থাক, আলাউলের সঙ্গে যে গঞ্জালেসের কোন পরোক্ষ সম্পর্কও থাকতে পারে না, তা আরাকানের ইতিহাসে বিধৃত গঞ্জালেস- কাহিনী থেকে সহজেই প্রমাণ করা চলে।

গঞ্জালেসের প্রভাব বা প্রাদুর্ভাবকাল মোটামুটি ১৬০৭ থেকে ১৬১৭ খৃষ্টাব্দ অবধি। লিসবনের কৃষক সন্তান সাবিস্তিয়ান গঞ্জালেস তিবাউ ১৬০৫ খৃষ্টাব্দে ভারতে আসেন। ১৬০৭ খৃষ্টাব্দে আরাকানরাজ থদো ধম্মরাজা বা মেঙ ইয়াজাগী বা মেঙরাজা (১৫৯৩—১৬১২) যখন দেয়াঙের পর্তুগীজদের উপর হামলা করেন, তখনই পলায়মান গঞ্জালেসের সঙ্গে আমাদের প্রথম সাক্ষাৎ ঘটে।

১। সিদ্দিকী সাহেবের পাঠ—রণক্ষেত্রে রোসাঙ্গে আইল মহাতাপ। না পাইল সদপদ আছে আঙ্গলেস॥ সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা ১৩৩৩ সাল। পৃঃ ৭৫

২। ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌, সম্পদিত 'পদ্মাবতী'র ভূমিকা। পৃঃ ৮, ৮৶ ও ১৲ ডক্টর শহীদুল্লাহ্‌র পাঠ—রণক্ষতে রোসাঙ্গে আইল মহাপাপ। না পাইল সৎপদ আছে আঙ্গলেস॥

গঞ্জালেসের কাহিনী একটানা বিশ্বাসঘাতকতা ও অবিমৃষ্যকারিতার ইতিহাস। ১৬০৯ খৃষ্টাব্দে বাকলার রাজার সহায়তায় গঞ্জালেস সন্দীপ দখল করেন এবং বিশ্বাসঘাতকতা করে সেই বাকলা রাজ থেকেই শাহবাজপুর ও পটলডাঙ্গা ছিনিয়ে নেন। ১৬১১ খৃষ্টাব্দে আরাকান-রাজ-ভ্রাতা চট্টল-শাসক 'আনাপোরন' আরাকান-রাজের বিরাগভাজন হয়ে তাঁর বোনকে নিয়ে সন্দীপে গঞ্জালেসের শরণাপন্ন হলে গঞ্জালেস তাঁর ভগ্নীকে বিয়ে করেন। কিন্তু অনতিকাল মধ্যে সুকৌশলে আনা-পোরনের (১৬১২ খৃঃ) মৃত্যু ঘটিয়ে তাঁর ধন-রত্ন আত্মসাৎ করেন।

শুধু তাই নয়। ১৬১২ খৃষ্টাব্দে মুঘলের বিরুদ্ধে যুদ্ধে আরাকান-রাজকে সহায়তার কপট আশ্বাস দিয়ে তিনি বিশ্বাসঘাতকতা করে আরাকানী সৈন্যদের হত্যা করেন এবং নৌকা ও রসদাদিসহ সমস্ত যুদ্ধ-সামগ্রী হস্তগত করেন। ১৬১৫ খৃষ্টাব্দে গোয়ার পর্তুগীজ-শক্তির সহায়তায় গঞ্জালেস আরাকান আক্রমণ করতে গিয়ে ব্যর্থ হন। অবশেষে ১৬১৭ খৃষ্টাব্দে আরাকান-রাজ মেঙ খামঙ (১৬১২–২২ খৃঃ) সন্দীপ দখল করে গঞ্জালেসের ঔদ্ধত্যের শোধ নেন। গঞ্জালেস পালিয়ে যান। এরপর গঞ্জালেসের কোন খোঁজ পাওয়া যায় না।[১]

অতএব, দেখা যাচ্ছে কার্যতঃ আরাকান-রাজের সঙ্গে গঞ্জালেসের কোন কালেই সদ্ভাব ছিল না। শ্রদ্ধেয় ডক্টর শহীদুল্লাহ্ অনুমান করেছেন ১৬১০ খৃষ্টাব্দে আলাউলের সঙ্গে গঞ্জালেসের সংঘর্ষ বাধে এবং ঐ সময়ে গঞ্জালেস আলাউলের 'সদপদ' প্রাপ্তির পথে বাধা সৃষ্টি করেন। প্রথমতঃ গঞ্জালেসের সঙ্গে আরাকান-রাজের কোন প্রত্যক্ষ বা সাক্ষাৎ যোগাযোগ ঘটেনি। দ্বিতীয়তঃ স্বার্থবশে উভয়ের মধ্যে অতি অল্পদিনের জন্য সামরিক মিত্রতা ও সহযোগিতার ভাব গড়ে উঠলেও হৃদ্যতা জন্মায়নি বা পারস্পরিক সন্দেহ ঘোচেনি। তাই গঞ্জালেসকে আরাকান রাজদরবারে ভ্রাতুষ্পুত্র জামিন রাখতে হয়েছিল।

১। (ক) History of Burma by A. P. Phayre pp 173-77

(খ) do by A. G. Harvey pp 141-42

(গ) History of Bengal vol II, Dacca University pp 244 & 361-63.

তৃতীয়তঃ ডক্টর শহীদুল্লাহ্ অনুমান করেন ১৬১০ খৃষ্টাব্দে আলাউল আরাকানে পৌঁছেন, তখন গঞ্জালেসের সঙ্গে আরাকান-রাজের কোন সম্বন্ধই ছিল না।

অন্য প্রকার যুক্তিও আছে। ধনলোভেই হার্মাদেরা লুঠ করেছিল,—শক্রতা বশতঃ নয়, কাজেই লুণ্ঠনক্লিষ্ট ব্যক্তির খোঁজ নিয়ে তার সঙ্গে শক্রতা করার কল্পনাই অবান্তর। আর এ অবস্থায় শক্রতাই যদি করতেন, তবে গঞ্জালেস আরাকান থেকে আলাউলকে বিতাড়িত করবারই ব্যবস্থা করতে চাইতেন। আর রাজ-অশ্বারোহীর মত দায়িত্ববোধ, বিশ্বস্ততা ও আনুগত্য-সাপেক্ষ চাকুরী দিতে আপত্তি না থাকলে, উচ্চপদ-দানে আপত্তি থাকার কথা নয়। গঞ্জালেস কাহিনী যদি সত্য হতো, তবে কবি অপর কাব্যগুলোতে এ বিষয়ে নিশ্চয়ই উল্লেখ করতেন। এটি লক্ষ্যনীয় যে, আলাউল 'হার্মাদ আক্রমণ', 'ফতেয়াবাদ', 'ভাগীরথী', 'রাজ-আসোয়ার' ও 'মজলিস কুতুবের' কথা প্রতি কাব্যেই উল্লেখ করেছেন।

এ ব্যাপারে আরো একটি বিষয় বিবেচ্য। ডক্টর শহীদুল্লাহ আলাউলের সঙ্গে গঞ্জালেসের ১৬১০ খৃষ্টাব্দে সাক্ষাৎ ঘটাবার জন্যে আলাউলের জন্ম তারিখ ১৫৯২ খৃষ্টাব্দ বলে অনুমান করেছেন। এতে দেখা যাচ্ছে, আলাউল আরাকানে পৌঁছবার সুদীর্ঘ চল্লিশ বছর পরে ৫৯ বছর বয়সে (শহীদুল্লাহ্ সাহেবের মতে ৫৪ বছর) ১৬৫১ খৃষ্টাব্দে 'পদ্মাবতী' রচনা করেন, অথচ আলাউল পদ্মাবতী রচনা কালে নিজেকে বৃদ্ধ বলেন নি। পদ্মাবতী রচনার ৯।১০ বছর পরে সয়ফুলমুলুক প্রভৃতি রচনা করতে গিয়েই কবি বার্ধক্যের জন্যে আক্ষেপ করেছেন।[১]

এবার 'সদপদ' এর কথায় আসা যাক। মূল পাঠটি এই—

রণক্ষতে রোসাঙ্গে আইলুঁ মহাপাপ।
না পাইলুঁ সহিদ পদ আছে (ছিল) আয়ুলেশ ॥

এখানে 'সহিদ' শব্দ অবিকৃতভাবে উচ্চারণ করলে ছন্দপতন ঘটে। অক্ষরও হয় ১৫টি। তাই হয়ত 'সহিদ' অপিনিহিতির নিয়মে 'সইদ' ও অজ্ঞ লিপিকরের হাতে 'সৈদ' হয়ে

১। (ক) বৃদ্ধকালে গ্রন্থকর্ম উচিত না হয়—সয়ফুল মুলক।
(খ) যদ্যপিও জরাজীর্ণ চিন্তাকুলচিত—সপ্তপয়কর।
(গ) তবে আমি নিবেদিলুঁ হইল বৃদ্ধ কাল—সেকান্দরনামা।

থাক্‌বে, (তুলনীয় ছৈয়্যদ > ছৈদ, কহিল > কৈল, হইল > হৈল।) আর 'সৈদ' কোন পণ্ডিতমন্য লিপিকরের হাতে 'সদ' হতে কতক্ষণ! যাঁরা কলমী পুথি-পত্র নাড়াচাড়া করেছেন বা এ সম্বন্ধে খবর রাখেন, তাঁরা আমার উক্তির যাথার্থ্য স্বীকার করবেন। আর ভাল চাকুরী বা উচ্চপদ অর্থে 'সৎপদ' ও-যুগে বা এ-যুগে কোনকালেই ব্যবহৃত হয়নি।[১] অতএব, ইতিহাসের সাক্ষ্যে, আলাউলের বয়সের হিসাবে বা পুথির পাঠ-বিচারে গঞ্জালেস প্রসঙ্গ একেবারে ভিত্তিহীন ও অবান্তর বলে প্রতীয়মান হয়।

মজলিস কুতুব, ফতেয়াবাদ ও আলাউলের জন্মভূমি

একমাত্র 'বাহারিস্তান গায়েবী'তেই মজলিস কুতুবের উল্লেখ পাওয়া যায়। মীর্জা নাথানের বাহারিস্তান গায়েবীর তথ্যাদির গুরুত্ব অনস্বীকার্য। কেননা, নাথান স্বয়ং বাংলার সুবাদারের সেনানী ছিলেন। গ্রন্থোল্লেখিত ঘটনাবলীর সঙ্গে ইনি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িত ছিলেন। 'আইনে আকবরী' মতে 'ফতেয়াবাদ' পরগণা, ফরিদ-পুর, যশোহর, বাখরগঞ্জ, ঢাকা ও নোয়াখালী, এ কয়টি জেলার কিছু কিছু অংশ নিয়ে গঠিত ছিল, এ পরগণা ৩১ মহলে বিভক্ত ছিল। আইন-ই-আকবরী মতে আকবরের সময়ে মুরাদ খান ফতেয়াবাদ পরগণার জায়গীরদার-শাসক নিযুক্ত হন। ১৫৭৯ খৃষ্টাব্দে মুরাদ খানের মৃত্যু হলে, ভূষণার জমিদার মুকুন্দরাম মুরাদ খানের ছেলেদের নিমন্ত্রণকরে বাড়ি নিয়ে গিয়ে হত্যা করে ফতেয়াবাদ দখল করেন। অতঃপর কবে ফতেয়াবাদ মুকুন্দরাম বা তাঁর ছেলে ছত্রজিতের হস্তচ্যুত হয়, সে সংবাদ ইতিহাস সঠিক দিতে পারে না। তবে আইনে আকবরীতে আবুল ফজল বলছেন, 'ভূষণা শত্রুর কবলে পড়ে-ছিল।' মজলিস কুতুবও হয়ত সেই শত্রুর অন্যতম। আমরা সুবাদার ইসলাম খান চিস্তির (১৬০৮—১৩ খৃঃ) সময়ে মজলিস কুতুবকে ফতেয়াবাদের অধীশ্বর দেখতে পাচ্ছি। তবে মনে হয়, তখন পরগণাটির বিস্তৃতি আকবরের আমলের সমান ছিল না। ইসলাম খানের আদেশে সেনানী হবীবুল্লাহ্‌ একবার নদীপথে মাথাভাঙ্গা মোহনা

১। সাহিত্যবিশারদ চমৎকার যুক্তি দিয়ে এর অসম্ভাব্যতা প্রমাণ করেছেন। মাসিক মোহাম্মদী, বৈশাখ, ১৩৫৮ দ্রষ্টব্য।

দিয়ে ফতেয়াবাদ আক্রমণ করেন। ভূঁইয়া-নেতা মুসা খান ও অপরাপর মিত্র-ভূঁইয়ার সহায়তা পাওয়া সত্ত্বেও মজলিস কুতুব মুঘল-শক্তিকে বিমুখ করতে পারলেন না। তাঁর দুর্গ ও পরগণার কতকাংশ মুঘল সেনাপতি শেখ হবীবুল্লাহ দখল করে রইলেন। মুকুন্দরামের ছেলে ছত্রজিৎ পূর্বেই মুঘলের বশ্যতা স্বীকার করেছিলেন, এ যুদ্ধে তিনি হবিবুল্লাহর সহকারী ছিলেন। এদিকে মুসা খান মুঘলের হাতে বারবার পর্যুদস্ত হচ্ছিলেন, ফলে তাঁর মিত্র-ভূঁইয়ারাও আর বল-ভরসা বজায় রাখতে পারছিলেন না। ভাওয়ালের বাহাদুর গাজী ভয় পেয়ে ইস্‌লাম খানের কাছে আত্মসমর্পন করলে, মজলিস কুতুবও তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করেন। ইসলাম খান উভয়কেই স্ব স্ব অধিকার জায়গীরস্বরূপ দান করেন এবং তাঁদের সামরিক-শক্তি মুঘল বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত করে নেন। এসব ১৬১০ খৃষ্টাব্দের মধ্যেই সম্পন্ন হয় বলে মনে হয়। কেননা, নাথান সন তারিখ উল্লেখ না করলেও, এসব ইসলাম খানের অভিযান-বহুল তথা যুদ্ধ-সর্বস্ব সুবাদারীর প্রথম দিককার ঘটনা।[১]

'আইন-ই-আকবরী'-মতে ফতেয়াবাদ পরগণার কেন্দ্রীয় দপ্তর ছিল 'হাবেলী ফতেয়াবাদ' মহলের কোন এক জায়গায়। বর্তমান ফরিদপুর শহর উক্ত 'হাবেলী ফতেয়াবাদের' অন্তর্গত হলেও, ওটা ইংরেজ আমলে গড়া শহর। তবে ফরিদপুর শহর থেকে চারমাইল দক্ষিণ-পূর্বে 'গেরদা' নামে একটি গ্রাম আছে। শাহ্‌ আলী বাগদাদীর গদী ছিল বলে 'গদী' থেকে গ্রামের 'গেরদা' নামকরণ হয়েছে। এখানে পরিখা-বেষ্টিত গড় আছে। বড় বড় দীঘি আছে, ভগ্ন এক মসজিদ-গাত্রে আজল বাহাদুর খাঁর নামাঙ্কিত ১০১৩ হিজরীর প্রস্তরলিপিও আছে। মসজিদটি শাহ আলী বাগদাদীর প্রতিষ্ঠিত বলে জনশ্রুতি আছে। এমন কি পীলখানাও বর্তমান। হিন্দু ঐতিহ্যের সাক্ষ্যও আছে, চাষীরা চাষের সময় শুধু ইট-পাথর নয়, মূর্তিও পায়। গড়ের মধ্যে একটি স্থান 'কমলাকান্তের সিন্দুক বাড়ী' বলে পরিচিত। গ্রামে শাহ্‌

১। (ক) Baharistan Gaibi : Dr. M. I. Borah, vol I & II, pp 59, 89, 810.

(খ) Bengal Past and Present—Vol XXXV 69-70 Jan-June 1928, Dr. N. K. Bhattasali, : Bengal Chiefs' Struggle for Independence in the reign of Akbar & Jahangir p 36.

(গ) সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা—১৩৪০ সাল, পৃ: ১০৭-১০। (ঘ) আইন-ই-আকবরী

তৈমুর-প্রদত্ত লাখেরাজ সম্পত্তিও আছে। এ গ্রামের পাশ দিয়ে পূর্বে পদ্মা প্রবাহিত হতো। এখনও 'ঢোল সমুদ্র' নামে প্রাচীন-পদ্মাজ 'হাউর' বর্তমান।[১] সমৃদ্ধি ও ঐতিহাসিক নিদর্শন-জ্ঞাপক এরূপ স্থান ফরিদপুর জেলার আর কোথাও নেই।

সম্প্রতি লোক মুখে শুনতে পাচ্ছি, যে-জালালপুর এক সময়ে পদ্মাগর্ভে বিলীন হয়ে গিয়েছিল, পুরনো দলিল দস্তাবিজ অনুসারে ঠিক তার জায়গায় একটি নতুন চর উঠেছে। আমরা খবরটি যাচাই করবার সুযোগ পাইনি। যদি সত্য হয়, তবে আমাদের সব বিতর্কের অবসান হবে। আর যদি ওটা গেরদা বা ঢোলসমুদ্রের কাছাকাছি হয়, তবে তো কথাই নেই।

আলাউল তাঁর আত্ম-পরিচয়ে বারবার গৌড়, জালালপুর, মজলিস কুতুব, গঙ্গা (নদী অর্থে) ভাগীরথীর কথা উল্লেখ করেছেন। চাটগাঁও-ও গৌড়ান্তর্গত, আর ১৬শ শতকের গোড়া থেকে (১৫১৭ থেকে ১৬৬৬ খৃষ্টাব্দ অবধি) ফতেয়াবাদ নামে পরিচিত ছিল। চট্টগ্রামে জালালাবাদ আছে, জালালপুর নেই। শুধু তাই নয়, জালালাবাদ পাহাড়াঞ্চল, ওখানে কোন কালে শহর ছিল না। তবে শহরের উপকণ্ঠ বটে। কবি যেখানে বহুকাল থেকে এসেছেন, সে জায়গার নাম ভুল হবার কথা নয়। সুতরাং জালালপুর, মজলিস কুতুব ও ভাগীরথী, বিশেষতঃ শেষোক্ত নামটিই নিশ্চিত প্রমাণ যে আলাউল ফরিদপুরস্থ ফতেয়াবাদ রাজ্য ও রাজা মজলিস কুতুবকেই নির্দেশ করেছেন।

সম্প্রতি শ্রদ্ধাস্পদ ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক আলাউলকে চাটগাঁবাসী বলে সাব্যস্ত করতে গিয়ে ফরিদপুরের সঙ্গে আলাউলের কোন সম্পর্কই স্বীকার করেননি।[২] 'ভাগীরথী' ও 'জালালপুর' সম্বন্ধে তিনি নীরব। তাঁর মত প্রতিষ্ঠা পেতে হলে দুটো সর্ত পূরণ প্রয়োজন। প্রথমতঃ চাটগাঁয়ে শমসের কুতুবের দীঘি আছে। শমসের কুতুবের পিতা বা ছেলে বা ইত্যাকার কোন আত্মীয় বা অপর কোন জমিদার-শাসক মজলিস কুতুব ছিলেন কি-না এবং দ্বিতীয়তঃ নদী অর্থে 'ভাগীরথী' শব্দের ব্যবহার ছিল বা আছে কি-না, প্রমাণ করতে হবে।

১। সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা ১৩৪০ সাল, পৃঃ ১০৭—১১০; 'ফতেয়াবাদ'—বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য।

২। মুসলিম বাঙ্গলা সাহিত্য, পৃঃ ২৪৪।

জনাব নাজিরুল ইসলাম মোহাম্মদ সুফিয়ান প্রশ্ন তুলেছেন,[১] —চট্টগ্রাম যদি আলাউলের স্বদেশ হয়, তবে হার্মাদের হাত থেকে নিস্কৃতি পেয়ে তিনি বাড়ি না ফিরে রোসাঙ্গে গেলেন কেন ? এ প্রশ্নের উত্তর অতি সহজ। প্রথমতঃ চট্টগ্রামের পথে কর্ণফুলীর মোহনা দেয়াঙে ও মোহনার অনতিদূরে সন্দীপে হার্মাদের আড্ডা ছিল। ওখানকারই-কোথাও হয়তো পিতা পুত্র হার্মাদ কর্তৃক আক্রান্ত হয়েছিলেন। কাজেই চাটগাঁ যাওয়া তাঁর পক্ষে অসম্ভব না হলেও দুঃসাধ্য ছিল। দ্বিতীয়তঃ তখন গোটা চট্টগ্রামই আরাকান অধিকারে ছিল, কিন্তু উপকূলাঞ্চলে সর্বত্র হার্মাদের দৌরাত্ম্য ছিল।[২] কাজেই ভাগ্যান্বেষণে 'বাহিরহরাহ্' অর্থাৎ বঙ্গোপসাগর-পথে রাজধানীতে যাওয়াই স্বাভাবিক ও সমীচীন। তৃতীয়তঃ সুফিয়ান সাহেবকেই উল্টো প্রশ্ন করা চলে, কবি তা হ'লে ফরিদপুরের ফতেয়াবাদেই বা ফিরে গেলেন না কেন ?

বিষয়টির গোট পাকিয়ে রেখেছিলেন কবি নিজেই। তিনি সব কয়টি পুথিতে বারবার একই কথা বলেছেন, কিন্তু না দিয়েছেন বাপের নাম, না দিয়েছেন বাপের ভিটের ঠিকানা। 'কার্যহেতু' কোথায় যাওয়া হচ্ছিল তাও যদি বলতেন, তবু হয়তো কিছুটা সূত্র মিলত; পাওয়া যেত একটা কিনারা।

আলাউল যেভাবে আত্মপরিচয় সুরু করেছেন তাতে ভাবটা যেন কতকটা এরূপ—'ভাগ্যদোষে রাজ-অমাত্যাশ্রিত হলেও, আমিও কিন্তু আর এক রাজ-অমাত্য পুত্র !' তাই তিনি পূর্ণপরিচয়জ্ঞাপক প্রয়োজনীয় তথ্য পরিবেশন করেননি।

আলাউলের আত্মকথা থেকে নিশ্চিতভাবে জানা যাচ্ছে, ফরিদপুরের ফতেয়াবাদ পরগণার জালালপুর আলাউলের পিতার কর্মভূমি ছিল। পিতা তথায় সপরিবারে বাস করলে (তা-ই সম্ভব) জালালপুর আলাউলের জন্মভূমি হতে পারে, (যেমন ঢাকা শহর-প্রবাসী চাকুরেদের অনেক সন্তানেরই জন্মস্থান ঢাকা) কিন্তু জালালপুরকে কবির পিতৃভূমি তথা পুরুষানুক্রমিক বাসস্থান বলার মত কোন

১। বাঙ্গালা সাহিত্যের নতুন ইতিহাস পৃঃ ২৬৭।

২। (ক) চট্টগ্রামের ইতিহাস, মাহবুব-উল-আলম
(খ) History of Burma by P. A. Phayre, G. H. Harvey.
(গ) History of Portuguese in Bengal by J. A. Campos.
(ঘ) History of Bengal Vol. II D. U.

প্রমাণ-সূত্র পাওয়া যায়নি। বরং কবির বর্ণন-ভঙ্গী দৃষ্টে মনে হয়, ফতেয়াবাদ কবি-পিতার কর্মভূমিই ছিল। কবির স্বদেশ হলে, ফতেয়াবাদ বা জালালপুর পরিচিতিতে, কবির হৃদয়ানুভূতির ছাপ থাকত।

এবার জোব্‌রার কথায় আসা যাক। চাটগাঁয়ের হাটহাজারী থানার অন্তর্গত জোবরা নামক গ্রামে আলাউলের দীঘি আর তার পুবপাশে কবির বাস্তুভিটে আছে। 'শাহ্' উপাধিধারী তাঁর বংশধরগণও উক্ত গ্রামে আজো বসবাস করছেন। আলাউলের দুটো কন্যা ছিল বলেও জনশ্রুতি আছে। বংশধর যাঁরা আছেন, তাঁরা দৌহিত্রবংশীয় বলেই প্রকাশ। আলাউলের পুত্রসন্তান সম্বন্ধে কোন জনশ্রুতি নেই। আলাউলের এক ভায়ের নাম পরাগল। পোরাওল নামক এক কবির 'শাহপরীর কেচ্ছা' নামক একখানি উপাখ্যানের দুটো প্রতিলিপির একটি করে দুটো পত্র পাওয়া গেছে। একটাতে ভণিতা আছে অপরটাতে নেই। এ 'পোরাওল' পরাগল নামেরই বিকৃতি বলে সাহিত্যবিশারদ মত প্রকাশ করেছেন এবং এ কবি পরাগল আলাউলের ভাই হওয়ার সম্ভাব্যতাও তিনি স্বীকার করেন। এখন বিশ্লেষণ ও যাচাই করে দেখা যাক, যুক্তি-প্রমাণের নিরিখে এসব কথা কতদূর টেকে।

প্রথমত: আলাউলের কাব্যসমূহের বহুল পাঠের ফলে, চাটগাঁবাসীর ঘরে ঘরে গত তিনশ' বছর অবধি, কবির নাম ও খ্যাতি ছড়িয়ে রয়েছে। এ অবস্থায় যে কোন আভিজাত্য-লোভী বুদ্ধিমান লোক তাঁর জ্ঞাতিত্ব দাবী করতে পারেন। [যেমন আমরা বাংলাদেশের যত্রতত্র সৈয়দ, মীর, বোখারী প্রভৃতির সাক্ষাৎ পাই ; সবাই কোন না কোন মহৎ ব্যক্তি বা দেশের সঙ্গে সম্পর্কিত। কেউ খাঁটি বাঙালী বলে স্বীকার করেন না। শুধু কি তাই, এই মানবীয় দুর্বলতার ফলে দেশে দেশে 'কদম মুবারক', বড়পীর হযরত আবদুল কাদির যিলানী ও হযরত বায়েযীদ বিস্তামীর দরগাহ হয়েছে।]

দ্বিতীয়ত: যেটাকে আলাউলের দীঘি বলা হয়, তারই উত্তর পারে রাস্তি খানের মসজিদ রয়েছে। রাস্তি খান চক্রশালার বিদ্রোহী রাজা প্রতাপরুদ্রের বংশধর ছিলেন বলে একখানি পরাগলী মহাভারতে উল্লেখ রয়েছে। রাস্তি খান গৌড়ের সুলতান আলাউদ্দিন হোসেন শাহের (১৪৯৩—১৫১৯খৃঃ) চট্টগ্রামস্থ অধিকারের সেনানী-

শাসক স্বনামখ্যাত পরাগল খানের পিতা।[১] রাস্তিখান সম্ভবতঃ গৌড়ের সুলতান রকুনউদ্দীন বরবক শাহের (১৪৫৯—৭৪খৃঃ) পদস্থ কর্মচারী ছিলেন। তাই সুলতানের প্রতি আনুগত্যসূচক বাণী প্রস্তরখণ্ডে উৎকীর্ণ করিয়ে মসজিদ-গাত্রে বসিয়ে দিয়েছেন। প্রস্তরলিপিটি আরবী ডোগরা হরফে লেখা। আমরা অনুবাদসহ এর প্রতিলিপিটি এখানে উদ্ধৃত করছি।

"এয়া আল্লাহু মেফ্‌তাহুল আব্‌ওয়াব। বতারিখ বিস্ত পাঞ্জুম মাহে রমযানল্ মুবারেক সনে সমনিয়া অ-সব-ইমারত অ-সমানিয়া মেয়াতিন ফি আহাদে সুলতান রুকনউদ্‌দীন আদ্দুনিয়া আবুল মুযাফফর 'বরবক শাহ্‌ সুলতান ইব্‌নে মাহ্‌মুদ শাহ্‌ সুলতান খুল্লাইল্লাহু মুল্‌কুহু অ-সুলতানতা হাযাল মস্‌জিদে মজলিলুন ইল্‌মুন আলহির্‌ রহ্‌মান অল্‌ গোফরান বেনা কর্দা রাস্তিখান।"

—"হে দ্বারসমূহের উদ্‌ঘাটনকারী আল্লাহ্‌! ৮৭৮ হিজরীর [১৪৭৩ খৃঃ] পাক-রমযানের ২৫ তারিখে সুলতান মাহ্‌মুদ শাহ্‌র পুত্র, দ্বীন ও দুনিয়ার স্তম্ভ, বিজয়ী সুলতান বরবক শাহ্‌র সময়ে,—আল্লাহ্‌ তাঁর রাজ্য ও রাজত্ব অক্ষুণ্ন রাখুন—ধর্ম-প্রচারকদের উপবেশন-স্থান এই মসজিদ রাস্তিখান কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হল। আল্লাহ্‌ তাঁর প্রতি ক্ষমা ও কৃপা দান করুন॥"

যেখানেই মসজিদ, সেখানে এদেশে অজুর পানিরও ব্যবস্থা রাখতে হয়। চট্টগ্রাম বিভাগে—শহরে না হোক, গাঁয়ে সর্বত্র মসজিদ সংলগ্ন পুষ্করিণী থাকে। পুকুর-বিহীন মসজিদের কল্পনাও দুঃসাধ্য। অতএব, মস্‌জিদ যখন রাস্তি খানের, দীঘিও রাস্তি খানের না হয়ে যায় না। সম্ভবতঃ কোন অজ্ঞাতনামা আলাউল দীঘির পাড়ে ঘর করেন। তাঁর বংশধরগণ সুপরিচিত কবি আলাউলকেই নাম-সাদৃশ্যবশতঃ তাঁদের পূর্বপুরুষ বলে চলিয়ে দিচ্ছেন।

আলাউলের এক ভাইয়ের নাম যে 'পরাগল' ছিল তা প্রথম জানা যায় শ্রদ্ধেয় কথাশিল্পী মাহবুল-উল আলম কর্তৃক আকিয়াব থেকে সংগৃহীত আলাউলের এক

১। (ক) শ্রীবাৎস্য চরিতম : জগচ্চন্দ্র ভট্টাচার্য বিদ্যাবিনোদ, পৃঃ ১৩৭,
(খ) প্রাচীন পুথির বিবরণ : ঐ —মাসিক 'গৃহস্থ' ৪র্থ বর্ষ ৮ম সংখ্যা।
(গ) চট্টগ্রামের ইতিহাস : মাহবুব-উল-আলম—পুরানা আমল—পৃঃ ৫০—৫৩।

বংশ-লতিকা থেকে। মরহুম সাহিত্যবিশারদ কবি পোরাওলকে আলাউলের কবি-ভ্রাতা বলে অনুমান করেন। নামসাদৃশ্য ব্যতীত এ অনুমানের আর কোন ভিত্তি নাই।

প্রথমতঃ 'পোরাওল' পরাগল নামেরই বিকৃতি কি-না জোর করে বলবার মত কোন দলিল নেই। দ্বিতীয়তঃ মাহবুব-উল আলম সংগৃহীত আলাউলের বংশ লতিকার প্রামাণিকতা সন্দেহাতীত নয়।

তৃতীয়তঃ 'পোরাওল' যদি 'পরাগল' নামেরই বিকৃতি হয়, তবু জোর করে বলা যায় না যে, তিনি আলাউলেরই ভাই ছিলেন। অনুমানই যদি করতে হয়, তবে কবি পোরাওল ও হোসেন শাহ্‌র চট্টগ্রামস্থ অধিকারের সেনানী-শাসক (Military Governor) ও রাস্তি খানের পুত্র স্বনামখ্যাত পরাগল খান অভিন্ন ব্যক্তি বলতে দোষ কি? তাঁর বাংলা ভাষা ও কাব্য প্রীতি দেখে এ অনুমান করা অসমীচীন নয়। তবে পোরাওল একেবারে ভিন্ন ব্যক্তি হওয়াই সম্ভব। আর কোন সন্ধান না পাওয়া পর্যন্ত আমাদের বরং এ-ই মনে করতে হবে।

আমাদের এসব অনুমান, যুক্তি ও সিদ্ধান্তের একটি বড় ভিত্তি রয়েছে। 'জোবরা' উত্তর-চট্টগ্রামে অবস্থিত। ১৬৬৬ খৃষ্টাব্দে শায়েস্তা খানের বিজয় লাভের ফলে উত্তর-চট্টগ্রাম মুঘল অধিকারে চলে আসে। এদিকে আলাউলকে (সেকান্দরনামা রচনাকালে) ১৬৭৩ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত 'রোসাঙ্গে' দেখা যায়। আরাকানরাজ-অমাত্য-আশ্রয়পুষ্ট আলাউল ১৬৭৩ খৃষ্টাব্দের পরে শত্রু-রাজ্যে বসতি স্থাপন করেছিলেন, এ অনুমান অযৌক্তিক।

অবশ্যি ১৬৬৬ খৃষ্টাব্দের পূর্বে যদি কোন সময়ে বসতবাটী তৈরী করিয়ে থাকেন তবে তা স্বতন্ত্র কথা। এ অনুমান সত্য হলে, আর একটি আনুষঙ্গিক সত্য বেরিয়ে পড়ে; সে অবস্থায়, স্বীকার পেতেই হয় যে, জোবরা বা তৎসংলগ্ন কোন অঞ্চল আলাউলের পিতৃভূমি বা শ্বশুর-ভূমি ছিল। নতুবা বিদেশী (ফরিদপুরের) লোক কর্ম-ভূমিও নয়, জন্মভূমিও নয় তেমন বেঘোরে বসতি স্থাপন করবেন কেন?

কিন্তু এরূপ অনুমান করবার মত যুক্তির জোর নেই। কেননা, আলাউলের আত্মকথায় প্রকাশ, শেষ বয়সে (১৬৭৩ খৃষ্টাব্দে সেকান্দরনামা রচনাকালে) কবির আর্থিক অবস্থা অধিকতর শোচনীয় হয়। তাঁর স্ত্রী পুত্র ছিল, কিন্তু ছেলেরা হয়

নাবালক ছিল, নতুবা অযোগ্য ছিল, তাই তাঁর দুরবস্থা তীব্রতর হয়। প্রায়-ভিক্ষা-স্বরূপ অমাত্য-অনুগ্রহে যাঁর প্রাত্যহিক জীবিকা জোটে, তাঁর পক্ষে রোসাঙ্গ শহর ত্যাগ করা সম্ভব নয়।

আলাউলের আত্মকথা থেকে যে ইঙ্গিত পাওয়া যায়, তাতে দেখা যাচ্ছে, তিনি সাদউ-মেঙদারের সিংহাসনারোহনের বছর দুয়েক পরে অর্থাৎ ১৬৪৭ খৃষ্টাব্দের দিকে রোসাঙ্গে পৌঁছলেন ; এবং পদ্মাবতী রচনাকালে তিনি প্রৌঢ়ত্বের শেষ প্রান্তে ছিলেন, তাই আট বছর পরে ১৬৫৮ খৃষ্টাব্দে সয়ফুলমুলূক রচনা করতে শুরু করে তিনি বার্ধক্যের জন্যে আক্ষেপ করেছেন।

অতএব, স্বাভাবিকভাবেই অনুমান করা চলে, আলাউল রোসাঙ্গে যাবার পূর্বেই বিবাহিত ছিলেন। কার্যোপলক্ষে শুধু তিনিই পিতার সঙ্গে নৌকাযোগে যাত্রা করেছিলেন। স্ত্রী, পুত্র, ভাই বা অন্যান্য পরিজন থাকলে, তাঁরা নিশ্চয়ই আলাউল সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরে কোন সময়ে রোসাঙ্গে নীত হন।

এতে দুটো সম্ভাবনা দেখা দেয় : প্রথমতঃ তাঁর প্রথম পক্ষের স্ত্রীপুত্রকে রোসাঙ্গে নিয়ে যান নি, তারা ফরিদপুরেই ছিলেন বা আলাউলের পিতৃপুরুষের বাস্তুতে ফিরে গিয়েছিলেন (তা যেখানেই হৌক)। আর আলাউল রোসাঙ্গে আবার বিয়ে করে নতুন করে সংসার পেতেছিলেন, তাই ১৬৭৩ খৃষ্টাব্দেও ছেলেদের উপার্জনে অক্ষম দেখতে পাই। দ্বিতীয়তঃ আলাউল হয়তো সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েই পরিবার পরিজনকে রোসাঙ্গে নিয়ে গিয়ে বসবাস করতে থাকেন। প্রথম অনুমান সত্য হলে, জোবরা গ্রামে তাঁর বংশধর থাকা বিচিত্র নয়। কিন্তু এ আমাদের অনুমান মাত্র—প্রমাণিত সত্য নয়। আলাউল জোবরা গ্রামে বসতি স্থাপন করলে আঠার শতকের শেষার্ধের কবি, নয়াপাড়াবাসী মুকিম কখনো বলতেন না যে আলাউল 'গৌড়বাড়ী রইল আসি রোসাঙ্গের ঠাম'। তবে আলাউল যে আমৃত্যু রোসাঙ্গেই বাস করেছেন, তার নিশ্চিত প্রমাণ আমাদের কাছে পৌঁছেছে। প্রাচীন ম্রোহং শহর বা রোসাঙ্গ শহর বর্তমানে চট্টগ্রামবাসীর কাছে 'পাথুরে কেল্লা' নামে পরিচিত। এখনও জায়গাটি ভগ্ন কেল্লা সর্বস্ব গ্রামাঞ্চল মাত্র। তাই ও'নাম হয়েছে। এ রোসাঙ্গ বা পাথুরে কেল্লা-অঞ্চলে আলাউলের কবর আছে। এবং তথাকার সাতটি মসজিদের মধ্যে একটি আলাউলের মসজিদ নামে পরিচিত। ফলে, রোসাঙ্গে বা আরাকানের কোন অঞ্চলে আলাউলের বংশধর থাকার সম্ভাব্যতা বাড়ে। কিন্তু জনাব মাহ্‌বুব-উল-আলম সংগৃহীত 'বংশ-লতিকা'টির সম্বন্ধে—তার আকৃতি দেখেই—সন্দেহ জাগা স্বাভাবিক। কেননা, এতে বংশানুক্রম রক্ষিত হয়নি। আমরা 'বংশ-লতিকা'টির প্রয়োজনীয় অংশটি এখানে উদ্ধৃত করছি :

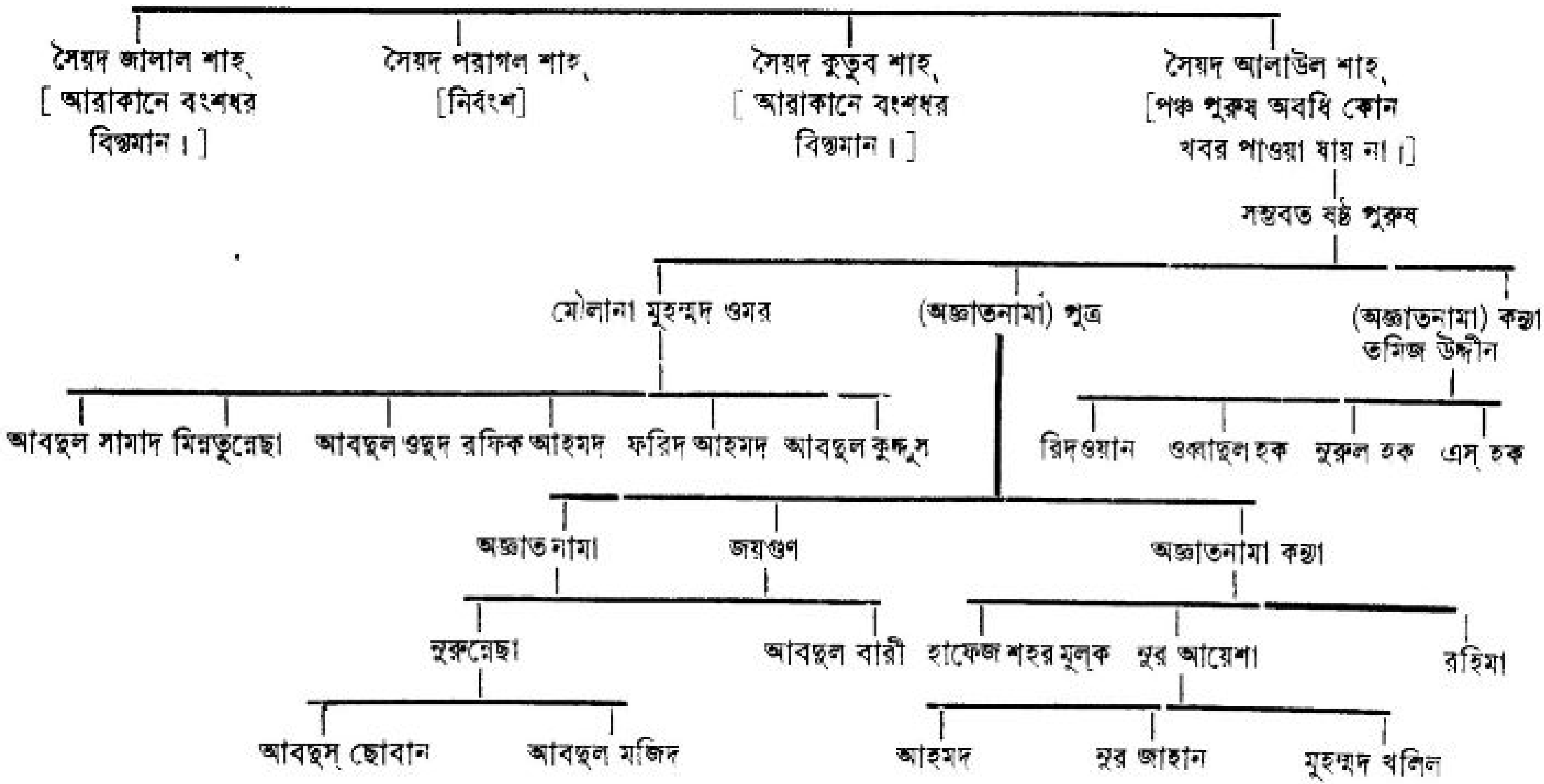

বিস্তারিত বিবরণের জন্যে চট্টগ্রামের ইতিহাস—পুরানা আমল : মাহবুব-উল-আলম, পৃঃ ৩৮—৪৩ দ্রষ্টব্য।

স্পষ্টতঃ দেখা যাচ্ছে, বংশলতিকাটি অসম্পূর্ণ। শুধু তাই নয়, এটা বিশ্বাস-যোগ্যও নয়। প্রথমতঃ এখানেও আলাউলের পিতার নাম নেই। দ্বিতীয়তঃ আমরা আলাউলের আত্মকথা থেকে আভাস পেয়েছি, আলাউলই শুধু (তাঁর ভাইরা নন) পিতার সঙ্গে জলপথে যাত্রা করেছিলেন। পরোক্ষভাবে এ আভাসও পেয়েছি যে প্রৌঢ় বয়সেই আলাউল রোসাঙ্গে যান। দেখা যাচ্ছে কবি পিতার কনিষ্ঠপুত্র। কনিষ্ঠ পুত্রই যখন প্রৌঢ়ত্বের শেষপ্রান্তে, তখন বড় ভাইরা বার্ধক্যে উপনীত হয়েছেন বলে স্বভাবতঃই ধারণা জন্মায়। এমতাবস্থায় বড় ভাইরা বৃহৎ পরিবার সঙ্গে করে,—ছোট ভাইয়ের গলগ্রহ না হোন—অনুসরণ করে রোসাঙ্গে গিয়েছিলেন, এ কল্পনা অসম্ভব না হোক, অস্বাভাবিক তো বটেই।

তৃতীয়তঃ মধ্যের পাঁচ পাঁচটি পুরুষের নাম খোওয়া যাওয়া বিচিত্র নয়কি? বিশেষ যে স্বনামধন্য কবি আলাউলের বংশধর বলে এঁরা দাবী করছেন, তাঁর পুত্রের নামটি অন্ততঃ জানা থাকা স্বাভাবিক ছিল।

চতুর্থতঃ মুহম্মদ খলিলুর রহমান নামক অপর যে এক ব্যক্তির 'উর্দু তারিখের' উল্লেখ জনাব মাহ্‌বুব-উল-আলম করেছেন, তাঁর তারিখের উপাদান যে মৌলানা মুহম্মদ ওমর বা এ বংশীয় অপর কারো থেকে পেয়েছেন, তাতে কোন সন্দেহ নেই। কেননা তিনিও এর বেশী সংবাদ পরিবেশন করতে পারেন নি। পঞ্চমতঃ আলাউল না হয় পীরের খেলাফত পেয়ে 'শাহ্' হলেন, কিন্তু তাঁর ভাইরা 'শাহ্' হলেন কি সূত্রে? 'সৈয়দ'ই বা হলেন কবে থেকে? আমরা সৈয়দ সুলতান, সৈয়দ আইনুদ্দিন, সৈয়দ নুরুদ্দিন, সৈয়দ মর্তুজা প্রভৃতি মধ্যযুগের সৈয়দবংশীয় কবিদের সাক্ষাৎ পাচ্ছি। তাঁরা সবাই ভণিতায় সৈয়দ শব্দ যোগ করেছেন, আলাউল যদি সৈয়দ হতেন, তবে কি একবারও (প্রায় তিনশ' ভণিতার মধ্যে) সৈয়দ শব্দ ছন্দের খাতিরেও প্রয়োগ করতেন না? বিশেষতঃ 'হীন' স্থলে 'ছৈদ' প্রয়োগ করা অতি সহজ ছিল।

আমাদের নিশ্চিত বিশ্বাস, বটতলার পুথি প্রকাশকেরা সেকান্দরনামায় আলাউলের পীরের খেলাফৎ প্রাপ্তির বিবরণ পেয়ে অতি-বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিতে গিয়ে আলাউলের নামের পূর্বে শাহ্ (=দরবেশ), সুফী (=কাদেরী খান্দানী), সৈয়দ (=পীরের যোগ্য খান্দান) উপাধি জুড়ে দিয়েছেন। আর তা-ই নির্বিচারে সাহিত্য-

বিশারদ, ডক্টর শহীদুল্লাহ প্রমুখ সবাই মেনে নিয়েছেন। উদ্ধৃত বংশতালিকায় দেখা যায়, আলাউল বা তাঁর ভাইদের বংশধরদের কারো 'শাহ্' বা 'সৈয়দ' উপাধি নেই। এসব নানা কারণে আমরা উদ্ধৃত বংশতালিকার সত্যতা স্বীকার করতে পারলাম না। এক্ষেত্রেও বোধ হয় আভিজাত্য-লোভে অপর কোন আলাউলকে কালক্রমে মহাকবি আলাউলের আসনে বসানো হয়েছে।

এ দীর্ঘ আলোচনা-শেষে আমাদের সিদ্ধান্ত এই যে, আলাউল ১৬৪৭ খৃষ্টাব্দ থেকে আমৃত্যু রোসাঙ্গে বসবাস করেন এবং ওখানেই তিনি সমাধিস্থ হয়েছেন। তাঁর কোন বংশধর সেখানে থাকলেও থাকতে পারেন। তবে রোসাঙ্গে তথা পাথুরেকেল্লা অঞ্চলে ভাল করে সন্ধান না নিলে, এর বেশী আর কিছু বলা যাবে না। আরাকানী সাহিত্যে, ইতিহাসে, পুরাতত্ত্বে বা জনশ্রুতিতে আলাউল সম্পর্কে কিছু উল্লেখিত আছে কি-না তা সরেজমীনে অনুসন্ধান না করা পর্যন্ত, ঘরে বসে কল্পনা-রথ চালিয়ে গবেষণা করা সম্ভব হলেও তাতে তথ্য উদ্ঘাটিত হবে না। কবির পিতার কর্মভূমি ফরিদপুরের জালালাবাদ যে ছিল, সে সম্বন্ধে প্রশ্ন তোলা নিরর্থক। জালালাবাদে আলাউলের জন্ম হয়েছিল বলে নিশ্চিত বিশ্বাসের পথেও বাধা নেই। তবে তাঁর পিতৃভূমি সম্বন্ধে কিছুই অনুমান করা চলে না।

চিরকাল চাটগাঁবাসীরা যে আলাউলের পুথির পাঠক ও ধারক তা তাঁর চাটগাঁয়ে বাড়ি বলে নয়, চাটগাঁ আরাকান-সংলগ্ন ও আরাকান অধিকারে ছিল বলে। ১৫৮৬ থেকে ১৬৬৬ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত আরাকান ও গোটা চট্টগ্রাম নিয়েই ছিল রোসাঙ্গ রাজ্য।

আলাউলের জন্ম সন যদি আনুমানিক ১৬০৫ খৃঃ ধরা যায়, তাহলে সর্বদিকে সামঞ্জস্য রক্ষিত হয়। কেননা এতে 'পদ্মাবতী' রচনাকালে কবির বয়স ৪৬।৪৭ হয়, তখন কবির মনে অন্ততঃ যৌবন ছিল। এর ৮ বৎসর পরে সয়ফুলমুল্ক রচনাকালে কবির বয়স ৫৫।৫৬ হয়, তাই তিনি বার্ধক্যের জন্যে আক্ষেপ করেছেন :

বৃদ্ধকালে হৈল এবে শক্তি টুটি আসে। (সয়ফুলমুল্ক রচনাকালে)
যৌবনকালের সম মন না উল্লাসে॥ (পদ্মাবতী রচনাকালে)

আলাউল ১৬৭৩ থেকে ১৬৮০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে পরলোকগমন করেন।

আলাউলের রচনাপঞ্জী

আজ অবধি আলাউলের যে কয়টি রচনার সন্ধান মিলেছে, তাদের প্রয়োজনীয় পরিচয় নীচে প্রদত্ত হল; উপাখ্যান-গ্রন্থগুলো নামতঃ অনুবাদ-কাব্য হলেও আলাউল বস্তুতঃ মূলের কঙ্কালে নব কায়া বা কলেবর দিয়েছেন।

ক্রমিক সংখ্যা	মূল লেখক	রচনার নাম	আদেষ্টা	রোসাঙ্গ রাজের আমল	রচনাকাল
১।	মালিক মুহম্মদ জায়সী	পদ্মাবতী	মাগন ঠাকুর	সাদউ মেঙদার	১৬৫১ খৃঃ
২।	দেশজ বা অজ্ঞাতমূল [কাজী দৌলতের 'সতীময়না লোর-চন্দ্রানী'র পরিশিষ্ট]	রতনকলিকা-আনন্দবর্মা উপাখ্যান	শ্রীমন্ত সোলায়মান	থিরিসান্দ পুধম্মা	১৬৫৯ খৃঃ
৩।	অজ্ঞাতমূল ফারসী উপাখ্যান	সয়ফুল মুলক বদিউজ্জামাল	প্রথমাংশ : মাগন ঠাকুর শেষাংশ : সৈয়দ মুসা	ঐ	১৬৫৮ খৃঃ ১৬৬৯ খৃঃ
৪।	নিজামী গঞ্জাবী	সপ্ত পয়কর	সৈয়দ মুহম্মদ খান	ঐ	১৬৬০ খৃঃ
৫।	ইউসুফ গ'দা	তোহ্‌ফা	শ্রীমন্ত সোলায়মান	ঐ	১৬৬৪ খৃঃ
৬।	নিজামী গঞ্জাবী	সেকান্দরনামা	নবরাজ	ঐ	১৬৭৩ খৃঃ
৭।	—	সঙ্গীত শাস্ত্র [রাগ-তালনামা]	—	—	কবির আদি রচনা
৮।	—	রাধাকৃষ্ণ-রূপকে রচিত গীতি	—	—	—

'পদ্মাবতী' কবির প্রথম ও শ্রেষ্ঠ কাব্য। তাঁর শেষ-প্রৌঢ়-বয়সের রচনা। আমরা আভাস পেয়েছি, কবি সাদউ মেঙদারের রাজ্যাভিষেকের বেশ কিছুকাল পরে (সম্ভবতঃ ১৬৪৭ খৃষ্টাব্দের দিকে) রোসাঙ্গ উপস্থিত হন। তখন কবির বয়স ৪২।৪৩ বৎসরের কম নয়। অতএব ১৬৫১ খৃষ্টাব্দে ৪৬।৪৭ বছর বয়সে কবি পদ্মাবতী রচনা করেন। তিনি বলেছেন 'আজ্ঞা পাই রচিলুঁ পুস্তক পদ্মাবতী। যথেক আছিল মোর

বুদ্ধির শকতি ॥' পদ্মাবতী পদুমাবতের স্বাধীন অনুবাদ। যথা—'এই সূত্রে কবি মোহাম্মদে করি ভক্তি। স্থানে স্থানে প্রকাশিলু নিজমন উক্তি ॥' তাই কবি ইচ্ছামত কাহিনীকেও ভেঙ্গে গড়েছেন। ১ আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ পদ্মাবতী রচনার যে তারিখগুলো পেয়েছিলেন, সেগুলো এই :

(ক) যুগ ভুগ ভাব রস (খ) শব্দ নিত্য দশা।
যেজন তাহাতে রস পূরিবেক আশা। ১

(খ) থেকে হরিদাস পালিত মহাশয় ১০১৩ মঘী বা ১৬৫১ খৃষ্টাব্দ পেয়েছেন।

'পদ্মাবতী' সমালোচনা প্রসঙ্গে ডক্টর দীনেশ সেন বলেছেন :—

"কবি পিঙ্গলাচার্যের মগণ, লগণ, রগণ প্রভৃতি অষ্ট মহাগণের বিচার করিয়াছেন, খণ্ডিতা, বাসকসজ্জা, কলহান্তরিতা প্রভৃতি অষ্ট নায়িকার ভেদ ও বিরহের দশ অবস্থা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনা করিয়াছেন, আয়ুর্বেদশাস্ত্র লইয়া উচ্চাঙ্গের কবিরাজী কথা শুনাইয়াছেন, জ্যোতিষ প্রসঙ্গে লগ্নাচার্যের ন্যায় যাত্রার শুভাশুভের এবং যোগিনীচক্রের বিস্তারিত ব্যাখ্যা করিয়াছেন ; একজন প্রবীনা এয়োর মত হিন্দুর বিবাহাদি ব্যাপারে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম আচারের কথা উল্লেখ করিয়াছেন ও পুরোহিত ঠাকুরের মত প্রশাস্তি বন্দনার উপকরণের একটি শুদ্ধ তালিকা দিয়াছেন, এতদ্ব্যতীত টোলের পণ্ডিতের মত অধ্যায়ের শিরোভাগে সংস্কৃত শ্লোক তুলিয়া ধরিয়াছেন।" দীনেশ সেন আলাউলের পাণ্ডিত্যের কথা সোচ্ছ্বাসে বলেছেন, কবিত্ব স্বীকার করতে দ্বিধা করেছেন, অথচ পদ্মাবতীতে কবিত্বের বিজলি ছটার অভাব নেই। প্রেম-বিরহের কথা সব কবিই বলেছেন, কিন্তু আলাউলই শুধু মনুষ্য-প্রেমের তথ্যনির্ভর তাত্ত্বিক-দার্শনিক ব্যাখ্যা দিয়েছেন।

সত্য বটে, আলাউলের মন রূপকথা-প্রবণ। তাই উপাখ্যানে রোমান্স সৃষ্টির দিকে যতটুকু লক্ষ্য তিনি রেখেছেন, ততটুকু দৃষ্টি দেন নি বাস্তবতা, মানবতা বা চরিত্র-চিত্রণের দিকে। তবু বলতে দ্বিধা নেই যে, আলাউদ্দিনের 'অন্তর্দাহী, জ্বালাময়ী ও

১। ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ সম্পাদিত পদ্মাবতীর ভূমিকা ভাগে উভয় গ্রন্থের কাহিনী দ্রষ্টব্য।

১। আরাকান রাজসভায় বাঙ্গালা সাহিত্য দ্রষ্টব্য।

সর্বধ্বংসী রূপ-মুগ্ধতা এবং তজ্জাত ক্রূর নির্মমতা, আর অবশেষে মহত্ব ও চিত্ত-প্রশান্তি প্রদর্শন,পদ্মিনীর স্বাজাত্য, সতীত্ব ও অকুতোভয়তা, গোরা বাদলের মর্যাদাবোধ, বীরত্ব, স্বদেশপ্রেম ও স্বাজাত্য-চেতনা আমাদের মুগ্ধ করে। রূপকথার মত উপাখ্যান সয়ফুল-মুলুকেও সায়াদের আনুগত্য, বন্ধুপ্রীতি, আন্তরিকতা ও নির্ভিকতা আমাদের দৃষ্টি এড়ায় না। আনন্দবর্মা, রতনকলিকা, দারিয়ুস, সেকান্দর প্রভৃতি চরিত্রও কি একেবারেই তুচ্ছ ! ভারতচন্দ্রের ন্যায় আলাউলেরও বহু উক্তি সুভাষিত বুলি বা প্রবচন হবার স্পর্ধা রাখে। চট্টগ্রাম অঞ্চলে সে সব মুখে মুখে চলেও খুব। তবে আলাউলের পদ্মাবতী কাব্য ভারতচন্দ্রের গ্রন্থের মতো আজো শিক্ষিত সাধারণের পাঠযোগ্য হয়নি। তাই আলাউলের যথার্থ মুল্যমান নির্ধারিত হয়নি। আলাউলের ঠিক একশ’ বছরের পরবর্তী কবি ভারতচন্দ্রের সঙ্গে (সময়ের হিসেবটা মনে রেখে) আলাউলের তুলনা করলে আলাউলকে নানাদিক দিয়ে ভারতচন্দ্র থেকে শ্রেষ্ঠ বলে মনে হবে। সর্গশীর্ষের শ্লোকই প্রমাণ আলাউল সংস্কৃত জানতেন, পদ্মাবতীর অনুবাদেই বোঝা যায় তাঁর হিন্দি জ্ঞান। পঞ্চভাষার শব্দ-মিশ্রিত সেকান্দরনামা অনুবাদ করে তিনি দেখিয়ে দিয়েছেন তাঁর পাণ্ডিত্য। পদ্মাবতীর স্তুতি-সর্গে কোরআনের আয়াতের অনুবাদ আছে। তিনি নিজে কাদেরীয়া শাখার সুফী ছিলেন। হিন্দু যোগ ও মুসলমানী যোগ তাসাউফে তাঁর সমান ব্যুৎপত্তি ছিল। তবু শরীয়তের প্রতি তাঁর অবহেলা ছিল না। ‘তোহফা’ রচনাই তার প্রমাণ। আধ্যাত্মিক-তত্ত্বে জ্ঞান ও আধ্যাত্মিক-সাধনায় সিদ্ধির প্রমাণ তাঁর ‘খিলাফৎ’ প্রাপ্তি। কয়েকটি সংস্কৃত ছন্দও তিনি বাংলায় প্রবর্তন করেন। রাজকীয় আবহে লালিত হয়েছিলেন বলে তিনি সঙ্গীতশাস্ত্র, পলো, পাশা প্রভৃতি আয়ত্ত করবার সুযোগ পেয়েছিলেন। এক কথায় মাগনের গুণপনার বর্ণনা প্রসঙ্গে আলাউল যা বলেছেন, তা তাঁর প্রতি যথার্থভাবে প্রযোজ্য :

আরবী ফারসী আর মঘী হিন্দুস্থানী।
নানাগুণ পারগ সঙ্গীত জ্ঞাতা গুণী ॥
কাব্য-অলঙ্কার জ্ঞাতা ষষ্ঠম নাটিকা।
শিল্পগুণ মহৌষধ নানাবিধ শিক্ষা ॥

তাঁর রূপবর্ণন শক্তি, নানা শাস্ত্রজ্ঞান, কাব্যরসানুরাগ ও নারী চরিত্রজ্ঞতা

বিশেষ লক্ষ্যনীয়। রূপকথা-প্রবণতার সঙ্গে তত্ত্বপ্রবণতাও তাঁর মন-মানসের অন্যতম লক্ষণ। আর একটি কথা, 'পদুমাবৎ' অধ্যাত্মতত্ত্বের রূপক কাব্য, আর পদ্মাবতী একটি খাঁটি রোমান্স।

মালিক মুহম্মদ জায়সী

মালিক শেখ মুহম্মদ জায়সী প্রাচীন হিন্দি কবিদের অন্যতম। হিন্দু পুরাণ ও যোগশাস্ত্র দ্বারা প্রভাবিত হলেও জায়সী খাঁটি মুসলিম সাধক ছিলেন। অধ্যাত্মতত্ত্বের রূপক কাব্য 'পদুমাবৎ' আজো ভক্তহৃদয়ে সাধন-প্রেরণা যোগায়। আলাউদ্দিন-পদ্মিনী কাহিনী নিতান্তই কাল্পনিক। আমিঠিতে জায়সীর দরগাহ্ আছে। আজো সেখানে ভক্ত-সমাগম হয়। তিনিই হিন্দুস্থানী ভাষা লিখবার জন্য প্রথম ফারসী হরফ প্রয়োগ করেন। 'পদুমাবৎ'ই প্রথম দেবতা-বিবর্জিত মানবীয় বিষয়বস্তুর কাব্য। হোসাইন গজনবী নামক এক কবি 'পদুমাবৎ' কাব্য ফারসীতে অনুবাদ করেন। মুনসী গোবিন্দ রায় ১৬২৫ খৃষ্টাব্দে পুনরায় ফারসী ভাষায় এর গদ্যানুবাদ করেন। নাম 'তুক্‌ফাতুল কুলাব'। ১৭৯৬ খৃষ্টাব্দে জিয়াউদ্দীন ইব্রাত ও গোলাম আলী হাসরাত উর্দুতে এর স্বাধীন অনুবাদ রচনা করেন। ১৫৪০ খৃষ্টাব্দে (৯৪৭ হিজরী) পদুমাবৎ রচিত হয়। জায়সীর জন্ম যুক্তপ্রদেশের রায়বেরেলী জেলার জায়স গ্রামে। জায়সীর সম্বন্ধে অনেক উপকাহিনী প্রচলিত রয়েছে। সে সব কতটুকু তথ্য-ভিত্তিক বলা যায় না। জায়সীর আলাউল বর্ণিত পীরপরম্পরার সঙ্গে ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ-প্রদত্ত 'পীর-লতিকার' আনুক্রমিক মিল নেই।১

মাগন ঠাকুরের পিতা রোসাঙ্গে সেনাপতি ছিলেন। তাঁর উপাধি ছিল 'শ্রীবড়ঠাকুর'। রোয়াজা, খোঁয়াঝা, সাধা, পাঁঝা, ছুয়ান ঠাকুর প্রভৃতি রোসাঙ্গ-দরবার-প্রদত্ত উপাধি। 'ঠাকুর' উপাধিই উত্তম। তৎসঙ্গে 'শ্রী', 'জি', 'বড়' প্রভৃতি

১। (ক) পদ্মাবতীর ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

(খ) জায়সী সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণের জন্য 'মালিক মুহম্মদ জায়সী'—রেজাউল করিম, যুগান্তর—শারদীয়া সংখ্যা, ১৩৬৪ সাল দ্রষ্টব্য।

তারতম্যসূচক বিশেষণ যুক্ত হত। চট্টগ্রামের কর্ণফুলী নদীর দক্ষিণ-পূর্বতীর থেকে রামু অবধি আজো বহু পরিবার আভিজাত্যসূচক পূর্বপুরুষের এসব উপাধি সগৌরবে স্মরণ করে। ডক্টর সুকুমার সেনের এ তথ্য জানা ছিল না বলেই, মাগন ঠাকুরের আলাউল প্রদত্ত পরিচয় অস্বীকার করে ('সিদ্দিক বংশেত জন্ম শেখজাদা জাত'—সয়ফুলমুলুক) মাগন অমুসলমান ছিলেন বলে মনে করেন,[১] যদিও পদ্মাবতী ও সয়ফুলমুলুকে মাগনের বিস্তৃত পরিচয় রয়েছে।

চাকরীব্যপদেশে মাগনেরা পুরুষানুক্রমে রোসাঙ্গে বাস করতেন। রোসাঙ্গ মাগনের কাছে স্বদেশ হয়ে উঠেছিল। তাই আলাউল মাগন ঠাকুরের গুণগ্রাহিতার প্রশংসা প্রসঙ্গে বলেছেন—'তানদেশী যথেক আলিম গুণবন্ত। মান্য করি আনি নিত্য আদরে পূজন্ত॥' 'মুঞি পরদেশী এক আলাউল হীন।' (সয়ফুলমুলুক)[২] চট্টগ্রামের রাউজান থানার অন্তর্গত ফতেনগর (বর্তমান নওয়াজিসপুর) গ্রামে মাগন ঠাকুরের বংশধর আছেন। তাঁদের মতে মাগন রোসাঙ্গবাসী ছিলেন। তাঁর দু পুত্র এসে উক্ত গ্রামে বসতি স্থাপন করেন।[৩]

ডক্টর সুকুমার সেন আর এক বিষয়ে বিভ্রান্ত হয়ে, পাঠককেও বিভ্রান্ত করেছেন। তিনি বলেছেন, আলাউল প্রথমে সোলায়মানের আশ্রয় পেয়েছিলেন,—মাগনের নয়।[৪]

আলাউল অতি বিনয় ও আত্যন্তিক কৃতজ্ঞতাবশতঃ তার আশ্রয়দাতাদের সম্বন্ধে বার বার একই কথার পুনরুক্তি করেছেন—'অন্নবস্ত্র দিয়া সবে পোষন্ত আদরে।' 'তাতে বিধি দুঃখনাশ করিতে কারণ। ঠাকুর মাগন সঙ্গে হৈল দরশন॥' (সয়ফুলমুলুক, প্রথম অংশ)। 'সতত পোষন্ত আমা অন্ন বস্ত্র দিয়া' (পদ্মাবতী)। 'অন্নবস্ত্রে তুষিয়া পোষন্ত নিরন্তর' (সেকান্দরনামা)। 'অন্নবস্ত্রদানে আমা পোষন্ত সতত'

১। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস—পৃঃ ৫৮৪, ৫৯৩।

২। তুলনীয়ঃ শ্রীমন্ত ছোলেমান মহাগুণবন্ত। পরদেশী গুণী পাইলে আদরে পোষন্ত॥ (সতীময়না ও লোরচন্দ্রানী)

৩। মাসিক মোহাম্মদী ১৩৫৭ সাল, ২২ বর্ষ, ১ম সংখ্যা পৃঃ ৩, পাদটীকা—সাহিত্যবিশারদ।

৪। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস—পৃঃ ১০২৯।

(সপ্তপয়কর)। 'পরদেশী গুণী পাইলে আদরে পোষন্ত।...অন্নবস্ত্র দানে নিত্য পোষন্ত সাদরে।' (সতীময়না)। সতীময়নার দুটো অনুচ্ছেদ একসঙ্গে পাঠ করে ডক্টর সেন এ বিভ্রান্তি ঘটিয়েছেন। 'রাজ-আসোয়ার হৈনু রোসাঙ্গেতে আসি।' এ পংক্তিতে একটি অনুচ্ছেদ শেষ। আর 'শ্রীমন্ত সোলেমান মহাগুণবন্ত' পংক্তি দিয়ে নতুন অনুচ্ছেদ শুরু।[১] ডক্টর সেন তাঁর মতের সমর্থনে সতীময়নার উত্তরাংশ রচনাকালকে লিপিকাল ধরেছেন।[২] মাগন ঠাকুরই যে আলাউলের প্রথম আশ্রয়দাতা তা পদ্মাবতীতে কবির আত্মকথায় ও সয়ফুলমুলুকের দ্বিতীয়াংশে সৈয়দ মুসার উক্তিতে —'বিশেষ সঙ্কটেযেই [মাগন] করিছে রক্ষণ'—বেশ স্পষ্টভাবে ব্যক্ত হয়েছে।

মাগন আলাউলকে সঙ্গীত ও কাব্য-গুরুরূপে বরণ করেছিলেন। আলাউল বলেছেন—[মাগন] 'আহ্মারে বুলিলা গুরু কর অবধান' (সয়ফুলমুলুক) 'পুস্তকর আজ্ঞাকারী শ্রীযুত মাগন। আছিল তোহ্মার শিষ্য মোর বন্ধুজন॥'—সৈয়দ মুসার এ উক্তি থেকে বোঝা যায়, মাগন তাঁর কাব্য-শিষ্যই ছিলেন, অধ্যাত্মসাধনার সাগরেদ নন। কেননা, সয়ফুলমুলকে উল্লেখ আছে যে পীর 'মাসুম শাহ্' মাগন ও সোলায়মান—উভয়ের পীর ছিলেন। তাই আমাদের মনে হয়, আলাউলের পরামর্শে ও তত্ত্বাবধানেই মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে মাগন ঠাকুর 'চন্দ্রাবতী' কাব্য রচনা করেন। তাই আলাউল মাগনের সবগুণের বর্ণনা দিয়েছেন, কিন্তু চন্দ্রাবতী কাব্যের উল্লেখ করতে পারেন নি। চন্দ্রাবতী কাব্যের উপাখ্যান মূলতঃ রূপকথা-ভিত্তিক। কাহিনীতে বৈচিত্র্য নেই। ১৬০৯ খৃষ্টাব্দে দাক্ষিণাত্যের কবি ওয়াজীর উর্দু কাব্য 'কুতুব মুশতরী' রোমান্সের সঙ্গেও এর কাহিনীগত ঐক্য আছে।[৩]

রতন কলিকা-আনন্দবর্মা উপাখ্যান

শ্রীমন্ত সোলায়মানের আদেশে আলাউল ১৬৫৯ খৃষ্টাব্দে কাজী দৌলতের (১৬২২-৩৮ খৃঃ) সতীময়না লোরচন্দ্রানী কাব্যে সমাপ্তি দান করেন। কাজী দৌলতের

১। 'আত্মকথা' উদ্ধৃতি দ্রষ্টব্য।

২। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস—পৃঃ ১০২৯।

৩। (ক) বিস্তৃত বিবরণের জন্য 'আরাকান রাজসভায় বাঙ্গালা সাহিত্য' দ্রষ্টব্য।
(খ) বাঙ্গালা সাহিত্যের নূতন ইতিহাস—পৃঃ ২৬৭।

অকালমৃত্যুর ফলেই কাব্যটি অসমাপ্ত থেকে যায়। আলাউলের যোজনা মূল কাহিনীর সঙ্গে খাপ খায়নি; কবিত্বগুণেও কাজী দৌলত শ্রেষ্ঠ ছিলেন। রোসাঙ্গরাজ থিরি থুধম্মার (শ্রীসুধর্মা) রাজত্বকালে (১৬২২-৩৮ খৃঃ) রাজার লস্কর উজীর বা সমরসচিব আশরফ খানের আদেশে সতীময়না লোরচন্দ্রানী রচিত হয়।

কাজী দৌলত চট্টগ্রাম জেলার সুলতানপুরবাসী ছিলেন বলে জনশ্রুতি আছে। সুলতানপুরে একটি পড়ো ভিটে তাঁর বাস্তু বলে নির্দেশিত হয়। তাঁর বংশধর নেই। কবি চট্টগ্রামের অধিবাসী ছিলেন, তার প্রমাণ তিনি স্বদেশবাসীর দিকে কল্প-দৃষ্টি রেখে রোসাঙ্গের বর্ণনা দিয়েছেন, যথা—'কর্ণফুলী নদীপূর্বে আছে একপুরী। রোসাঙ্গ নগরী নাম স্বর্গ অবতারী॥' হাটহাজারী থানার চারিয়া গ্রামে লস্কর উজীর আশরফ খানের বাস্তু ও দীঘি আছে। রাউজানের কদলপুর গ্রামেও তাঁর নামীয় দীঘি রয়েছে। আলাউল ১৬৫৯ খৃষ্টাব্দে সতীময়না কাব্যের উত্তরাংশ রচনা করেন। হিজরী— সিন্ধু শূণ্য দেখিয়া আপন দুই দিকে।

স্মৃত কলা নিধিরে রাখিলা বাম ভাগে॥

মঘী সন— দুই শূণ্য মধ্যে যুগ বাম মৃগাসন।

সমাপ্ত হইল পঞ্চালিকা অনুপাম॥

১০৭০ হিজরী বা ১০২০ মঘী যথাক্রমে ১৬৫৯-৬০ ও ১৬৫৮-৫৯ খৃষ্টাব্দ হয়। আমরা ১৬৫৯ খৃষ্টাব্দ ধরে নিয়ে দুকূল রক্ষা করছি।

আরাকান রাজ্যের মুসলিম অমাত্যগণ বাঙালী ছিলেন; তাঁদের কেউ কেউ চট্টগ্রামবাসী ছিলেন। শ্রীমন্ত সোলায়মান কোথাকার লোক ছিলেন জানা যায় না। তবে 'পরদেশী পাইলে আদরে পোষন্ত' (সতীময়না) —এ উক্তি থেকে মনে হয়, শ্রীমন্ত সোলেমানও রোসাঙ্গের পুরুষানুক্রমিক বাসিন্দা ছিলেন।

আলাউল-রচিত রতন-কলিকার গল্পটি ও রামজী বা রামজয় বা রামজীবন দাস নামক কবি রচিত 'শশিচন্দ্রের পুথির'[১] গল্প অভিন্ন। মানুষের স্ব স্ব ভাগ্যনির্ভরতা ও অদৃষ্টের অখণ্ডনীয়তা প্রতিপাদনই উভয় গল্পের উদ্দেশ্য। উভয় গল্পের মধ্যে পাত্র-

১। প্রাচীন বাংলা পুথির বিবরণ—সাহিত্যবিশারদ সংকলিত ও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ কর্তৃক প্রকাশিত ১ম খণ্ড-১ম সংখ্যা পৃঃ ১৩৭-৩৮। পুথিখানি ফেরৎ দিতে হয়েছিল। তবে সাহিত্যবিশারদ এ খণ্ডিত পুথিটির নকল রেখেছিলেন।

পাত্রী ও স্থানের নামে কিছু পার্থক্য অবশ্যি আছে। যেমন, শশিচন্দ্রের পুথিতে ঘটনার স্থান কাঞ্চননগর, রাজার নাম বিকর্ণ, রাণীর নাম তারাদেবী ও রাজকুমারের নাম শশিচন্দ্র। আলাউলের পুথিতে ঘটনার স্থান ধর্মবতীপুর, রাজার নাম উপেন্দ্রদেব রাজমহিষীর নাম রতন কলিকা ও রাজপুত্রের নাম আনন্দবর্মা।

এতে মনে হয়, দুটো ভিন্ন পুথিই এঁদের অবলম্বন ছিল অথবা শ্রুতিস্মৃতি থেকে তাঁরা এই উপাখ্যান রচনা করেছিলেন। অন্যান্য কাব্যে আলাউল মুক্তকণ্ঠে অপরের ঋণ স্বীকার করেছেন, তাই মনে হয় কোন অলিখিত লোকপ্রচলিত কাহিনীই তাঁর সম্বল ছিল।

রামজীবন দাসের গল্পটির সংক্ষিপ্ত সার এই :

কাঞ্চননগরের রাজা গন্ধর্ব গর্তের পুত্র বিকর্ণের দুটো মহিষী—বিষমুখী ও তারাদেবী। তারাদেবীকেই রাজা বেশী ভালবাসতেন। বিষমুখী তা স্বভাবতই সহ্য করতে পারলেন না। তাই তিনি রাজার কানে কুমন্ত্রণা দিলেন—

আমি তারা দুই জন তোমার রমনী।
তোমার অধীন কেবা জিজ্ঞাস আপনি॥
যে তোমার অধীন নহে করে অহঙ্কার।
তাহাকে তেয়াগিবা তুমি সমুদ্র মাঝার॥

কথাটা রাজার মনে ধরল। তারাদেবী কিন্তু তাঁর প্রশ্নের জবাবে জানালেন—

ব্রহ্মা সৃজএ সৃষ্টি শিবে সংহারএ।
পালন করএ লোকে প্রভু দয়ামএ॥
হরি বিনে সংসারেতে কেবা আছে আর।
তুমি আমি সকলের যোগাএ আহার॥
উপলক্ষ্য করি দিছে শুন প্রাণনাথ্।
ধর্ম জানি কহিলাম তোমার সাক্ষাত্॥
বিষ্ণু বিনে আহার যোগাইতে কেহ নারে।
ব্রহ্মা বিনে সৃষ্টি-যথা নাহিক সংসারে॥

ক্রুদ্ধ রাজা তারাদেবীকে সাগরে ভাসিয়ে দিলেন। এ সময় তারাদেবী অন্তঃসত্ত্বা ছিলেন। চতুরা বিষমুখী এ সুযোগে রাজার হৃদয়-দুর্গ দখল করে নিলেন।

এদিকে নির্বাসিতা তারাদেবী যথাসময়ে পুত্র-সন্তান প্রসব করে তার নাম রাখলেন শশিচন্দ্র। শশিচন্দ্রই গল্পের নায়ক। অনেক অদ্ভুত ঘটনার পর সবার পুনর্মিলন ঘটেছিল।

আলাউলের আখ্যায়িকার সংক্ষিপ্তসার এই :

ধর্মবতীপুরীর রাজা উপেন্দ্র দেব। তাঁর চার রাণী। এঁদের নিয়ে তিনি সমুদ্রতীরে এক সু-উচ্চ টঙ্গীতে বাস করতেন। একদিন রাজা কথাপ্রসঙ্গে রাণীদের বললেন—

আমার ভাগ্যের লাগি তুমি সব সুখভোগী
আমি বিনে না জানি কি গতি ॥
সংসারের নারী জাতি স্বামী ভাগ্যে ভাগ্যবতী
রাজভাগ্য সবার অধিক।
পুরুষ আশ্রয় বিনে নারী যবে কদাচনে
না পারএ বঞ্চিতে খানিক ॥

তিন রাণী স্বামীর কথায় সায় দিলেন। কিন্তু চুপ করে রইলেন রাণী রতন-কলিকা। কৌতূহলী রাজা তাঁর মত জিজ্ঞাসা করলে, তিনি সসঙ্কোচে জানালেন—

একজন ভাগ্যে আনে না করএ সুখ।
নিজভাগ্য অনুরূপে ভুঞ্জে সুখ ভোগ ॥
যার যেই কর্মে থাকে কর্ম নিয়োজিত।
নিবন্ধেতে আনি থাকে করে সেই রীত ॥
মোর কর্মে আছে হৈতে রমণী তোমারি।
তে কারণে যোগ্য গৃহে হৈলুঁ অবতারি ॥

হৃতদর্প রাজা রেগে বললেন—

যদি বল কর্ম অনুরূপ ফল ফলে।
ভাসাইয়া চাহি তোমা সমুদ্রের জলে ॥
যদি মোর গৃহে পুনি ফিরি আইস তুমি।
প্রত্যয় তোমার বাক্য তবে মানি আমি ॥

জবাবে— কন্যা বলে মোর যেই ভাগ্যেতে আছএ।
তেমত ঘটিবে আসি তোমার হৃদএ॥

রতনকলিকার মুখে এরূপ অকাতর বাণী শুনে রাজা তাকে ছয়মাসের খোরপোষ দিয়ে 'মাঞ্জসে' করে সাগরে ভাসিয়ে দিলেন। রতনকলিকা এ সময় গর্ভবতী ছিলেন। যথাসময়ে সন্তান লাভ করে রতনকলিকা তার নাম রাখলেন আনন্দবর্মা। আনন্দ বর্মাই উপাখ্যানের নায়ক। বহু অলৌকিক ঘটনার পরে আনন্দবর্মা মাকে নিয়ে দেশে আসে, এরূপে পিতা-পরিজনের সঙ্গে তার মিলন ঘটে।

কবি রামজী বা রামজয় বা রামজীবন সম্বন্ধে কিছুই জানবার উপায় নেই। তিনি সম্ভবতঃ আলাউলের সমসাময়িক বা পরবর্তী ছিলেন। তবে আলাউল কবিত্ব গুণে শ্রেষ্ঠতর।[১]

সয়ফুলমুলুক বদিউজ্জামাল

সয়ফুলমুলুক বদিউজ্জামাল উপ্যাখ্যানের আদি উৎস আলেফ লায়লা। আলাউল আত্মকথায় ফারসী উপাখ্যান-গ্রন্থের উল্লেখ করেছেন। আলাউলের পূর্বে বা সমকালে ত্রিপুরা জেলার 'দোল্লাই' নিবাসী দোনাগাজী (চৌধুরী) ও একই উপাখ্যান নিয়ে কাব্য রচনা করেন। উভয়ের রচনার অবলম্বন অভিন্ন। কিন্তু সে অজ্ঞাতনাম ফারসী কাব্যের সন্ধান মিলেনি। আলাউলে পরাবলম্বন আছে, কিন্তু পরস্বাপহরণের নজির নেই। তাই আমাদের মনে হয়, আলাউলের অবলম্বিত ফারসীকাব্যে কবির নাম ছিল না, তাই তিনি তাঁর অন্যান্য গ্রন্থের মত এ গ্রন্থে উচ্ছ্বসিত ভাষায় মূল লেখকের প্রশস্তি রচনা করতে পারেন নি।

১। চট্টগ্রামের ফটিকছড়ি থানায় এক কাঞ্চননগর আছে। লোকপ্রবাদ-মতে এখানে কর্ণের পুত্র বিকর্ণ রাজা ছিলেন। তিনি 'কাঞ্চননাথ' নামে এক শিববিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। কালক্রমে মন্দির ধ্বংস হয় ও বিগ্রহ মাটি চাপা পড়ে। চট্টগ্রামের শাসনকর্তা দেওয়ান মহাসিং (১৭৫৩-৫৮ খৃঃ) বিগ্রহটি পুনরুদ্ধার করে প্রতিষ্ঠিত করেন। সে থেকে বাড়বকুণ্ডের মোহান্তগণ এর সেবায়েৎ। এ বিকর্ণই কি শশিচন্দ্র কাহিনীর অবলম্বন ?

অথবা আলাউল বা দোনাগাজী ফারসী আলেফ-লায়লা থেকেই তাঁদের উপাখ্যানের বিষয়বস্তু গ্রহণ করেছিলেন, তাই কারো কাছে ঋণ-স্বীকার করার গরজ বোধ হয়নি। ১৬২৪ খৃষ্টাব্দে কবি গহবাছি ফারসী আলেফ-লায়লা থেকে কাহিনী নিয়ে এক উর্দু কাব্য রচনা করেন। দোনাগাজী বা আলাউল কেউই উর্দু কাব্যের উল্লেখ করেন নি। গহবাছির কাব্য যদি আলাউলের অবলম্বন হত, তা হলে তিনি নিশ্চয়ই অকুণ্ঠচিত্তে সে ঋণ স্বীকার করতেন। বিরহিম (ইব্রাহিম) নামক অপর এক কবিও সয়ফুলমুলক বদিউজ্জামাল রচনা করেছিলেন। তাঁর সম্বন্ধে কিছুই এ যাবৎ জানা যায়নি। [১]

সয়ফুলমুলক বদিউজ্জামাল পরী-মানুষের প্রেম-কাহিনী। রূপকথা-প্রায় এ রোমান্সে কাহিনীর দিক দিয়ে কোন নতুনত্ব নেই। তবে আলাউলের বর্ণনভঙ্গী সুন্দর। 'সয়ফুলমুলক' কবি মাগন ঠাকুরের অভিপ্রায়ক্রমে লিখতে সুরু করেন। ১৬৫৯ খৃষ্টাব্দে (সুজার রোসাঙ্গে আশ্রয় নেবার পূর্বে) মাগন ঠাকুরের মৃত্যু হলে কবি এ কাহিনী সমাপ্ত করার প্রেরণা হারিয়ে ফেলেন। সুজাহত্যার নয় বছর পরে ১৬৬৯ খৃষ্টাব্দে রোসাঙ্গ-রাজের প্রধান মন্ত্রী সৈয়দ মুসার আদেশে আলাউল এ কাব্যে সমাপ্তি দান করেন। [২]

সৈয়দ মুসার বিস্তৃত পরিচয় পাওয়া যায় না। সয়ফুলমুলকের শেষাংশ রচনা কাল :

কলা অব্দ হস্তে কহি শুন গুনিগণ।
মৃগাঙ্ক গগন রস করিয়া স্থাপন॥
অগ্রহায়ণ শুক্লপক্ষ বার বৃহস্পতি।
দিবা অর্ধে লেখা হৈল ক্ষেম দোষ মতি॥

মৃগাঙ্ক=১০, গগন=৭, রস=৯ =১০৭৯ হিজরী বা ১৬৬৯ খৃষ্টাব্দ হয়।

১। এই পুথির কয়েক কপি অধ্যাপক আলী আহমদের নিকট আছে। তাঁর কলমী পুথির তালিকা দ্রষ্টব্য।

২। কবির আত্মকথা ও আরাকান রাজসভায় বাঙ্গালা সাহিত্য দ্রষ্টব্য।

সপ্ত পয়কর

'সপ্ত পয়কর' রোসাঙ্গের সমরমন্ত্রী সৈয়দ মুহম্মদের আদেশে রচিত হয়। এটা বিখ্যাত ফারসী কবি নিজামী গঞ্জাবীর 'খাম্‌স' বা পঞ্চ কাব্যরত্নের অন্যতম। সপ্ত-পয়কর সাতটি গল্পের সমষ্টি। কাব্যের ফারসী নাম 'হপ্ত পয়কর', বাংলায় 'সপ্ত পয়কর' হওয়াই উচিত। পুথিতেও তাই আছে। সপ্ত পয়কর ১৬৬০ খৃষ্টাব্দের মাঝামাঝি সময়ে অর্থাৎ সুজার রোসাঙ্গরাজের আশ্রয়গ্রহণের পরে ও তাঁর নিহত হওয়ার পূর্বে রচিত। আমাদের এ অনুমানের ভিত্তি হচ্ছে, রোসাঙ্গরাজের তারিফ প্রসঙ্গে আলাউলের উক্তি—

দিল্লীশ্বর বংশ আসি যাহার শরণে পশি
তার সম কাহার মহিমা।

একটা তারিখ পাওয়া যাচ্ছে, কিন্তু তা আমাদের সিদ্ধান্তের প্রতিকূল। যথা—

এবে কিছু কহি শুন নির্ণয় বিচার।
ধীর সবে করিবেক তাহার প্রচার॥
মুসলমানি সন কহি শুন গুণিগণ।
চন্দ্র যোগ কলা নিধি গ্রহের স্থাপন॥

এর পাঠ যদি নিম্নরূপ হয়,

মগধের সন কহি শুন গুণিগণ।
চন্দ্রযোগে কলানিধি গ্রহের স্থাপন॥

তবে, এর থেকে ১০১৯ মঘী সন বা ১৬৫৭ খৃষ্টাব্দ পাওয়া যায়। নিজামী গঞ্জাবীর পুরো নাম নিজামুদ্দীন আবু মুহম্মদ ইলিয়াস বিন্ ইউসুফ। ৫৩৫ হিজরীতে এর জন্ম আর ৫৯৮ হিজরীতে মৃত্যু। জন্মস্থান কুম। কিন্তু জীবনযাপন করেন গাঞ্জায়, তাই তিনি গঞ্জাবী নামে পরিচিত। গঞ্জা আরানের একটি শহর। এর বর্তমান নাম এলিজাবেথপো ও রুশ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত। নিজামী ফারসী ভাষার অন্যতম শ্রেষ্ঠ মস্‌নবী লেখক। তাঁর বহু গ্রন্থের মধ্যে শ্রেষ্ঠ পাঁচটিকে 'খাম্‌স' বলে, এগুলো— মখজানুল আস্‌রার, খশরু ও শিঁরি, লায়লী ও মজনু, হপ্ত পয়কর ও সিকান্দরনামা। আলাউল নিজামীর 'খাম্‌স' অনুবাদ করেছিলেন অনুমান করেই ডক্টর আবদুল

গফুর সিদ্দিকী আলাউলের গ্রন্থের তালিকা বৃদ্ধি করেছেন। তাঁর অপরাপর অনেক অনুমানের মত এটাও সত্য-ভিত্তিক নয়।[১]

সেকান্দরনামা

নিজামী বা আলাউল কারো কাব্যের নাম 'দারা-সেকান্দরনামা' নয়। দারার সঙ্গে যুদ্ধ ছাড়াও সেকান্দরের বহু দিগ্বিজয় কাহিনী এতে বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং 'দারা-সেকান্দরনামা' নাম অযৌক্তিক। তবু ডক্টর সুকুমার সেন ও ডক্টর সিদ্দিকী কাব্যের সঙ্গে 'দারা' যুক্ত করার মোহ ত্যাগ করতে পারলেন না। এ কাব্যটি 'নবরাজ' উপাধিধারী মজলিস নামক অমাত্যের অভিপ্রায়ে রচিত।

সুজা নিহত হবার ১০ বা ১১ বছর পরে সেকান্দরনামার রচনাকার্য শুরু হয়, অতএব ১৬৭০—৭১ খৃষ্টাব্দে সেকান্দরনামা রচনা করতে থাকেন। এর সমাপ্তিকাল জানা যায় না। আমাদের সিদ্ধান্তের ভিত্তি হচ্ছে : সুজা নিহত হওয়ার পরেও আলাউলের কারাবাস প্রভৃতিতে 'এইমতে এ দশ (দশম) বৎসর গঞ্জি গেল' [অপর সম্ভাবিত পাঠ : 'এহিমতে একাদশ অব্দ বহি গেল'] এই উক্তিটি।

রাগমালা ও পদাবলী

'তালেব আলিম বুলি মুঞি ফকিররে। অন্নবস্ত্র দিয়া সবে পোষন্ত আদরে॥' (সয়ফুলমুলক)। 'তালিব আলিম' কথাটি কবি অনেকবার ব্যবহার করেছেন। তাঁর উদ্দিষ্ট অর্থ বোধহয় জ্ঞানচর্চাকারী বা জ্ঞানপিপাসু বা বিদ্যানুশীলনকারী। সেকান্দরনামায় আছে —

রোসাঙ্গেত মুসলমান যথেক আছন্ত।
তালিম আলিম[২] বলি আদর করন্ত॥
বহু মোহন্তের পুত্র মহা মহা নর।
পাঠ গীত সঙ্গীত শিখাইলুঁ বহুতর॥

১। সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১৩৩৩ সাল।

২। তালিম-আলিম < তালিব-আলিম < তালেবুল এল্‌ম— বাচ্যার্থে : জ্ঞানান্বেষণকারী (seeker of knowledge)। এ কথায় কবি আপন বৈদগ্ধ্যের সবিনয়-পরিচয় দান করেছেন, বিদ্যাবুদ্ধির জন্যেই কবি সর্বত্র সমাদর লাভ করেছিলেন। অথবা, 'তালিম (Training) আলিম' অর্থে কবি হয়তো নিজেকে 'শিক্ষক' বলে পরিচয় দিতে চেয়েছেন।

অতএব দেখা যাচ্ছে বাল্যে-যৌবনে আলাউল সঙ্গীতবিদ হয়ে ওঠেন। রাজ-আসোয়ার হয়েই তিনি রোসাঙ্গে নিশ্চিন্ত ছিলেন না। বড়ঘরে গৃহ শিক্ষকতা ও সঙ্গীতশিক্ষাদান করেও রোজগার করতেন। এরূপেই অমাত্য-সমাজে তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। সুতরাং আমরা ধরে নিতে পারি, প্রয়োজনের তাগিদে রাগ-তালের ধ্যান ও ব্যাখ্যা রচনা ও তৎসহ উদাহরণচ্ছলে গীত (পদসমূহ) রচনাতেই তাঁর হাতে খড়ি। রাগ নামায় তাঁর পদাবলীতে মাগন বা অপর অমাত্যের নাম নেই, এমন ভণিতাও আছে। রাগনামায় তাঁর ভণিতায় কোন আশ্রয়দাতার উল্লেখ নেই। যথা—

'কহে হীন আলাউলে সভা প্রণামিয়া।
হয় কি না হয় চাহ বেদ বিচরিয়া॥'
'কহে হীন আলাউলে সভা প্রণামিয়া।
সিধা আনি দেও মোরে রসুই করি গিয়া॥'

আলাউলের সঙ্গীতশাস্ত্রের তথা রাগতালের কোন একক গ্রন্থ পাওয়া যায়নি। তবে তাঁর রাগতালের ধ্যান ও ব্যাখ্যা ঐ জাতীয় কয়েকখানা সংকলন গ্রন্থে উদ্ধৃত হয়েছে। তাঁর পদাবলী প্রায়-সব রাগতালনামায় উদ্ধৃত আছে। কাজেই রাগমালা ও কতেক পদাবলীই আলাউলের আদি রচনা।

আলাউলের অজ্ঞাত রচনা

রচিলুঁ পুস্তক বহু [বহুল গ্রন্থ] নানা আলাঝালা। (সয়ফুলমুলুক)
বা বহুগ্রন্থ [রসগ্রন্থ] রচিলুঁ মোহন্তে সব নামে।
মোর বাক্য এথা প্রকাশিল সবনামে॥ (সেকান্দরনামা)

এ দুটো উক্তি দেখে অনেকে আলাউল আরো বহু গ্রন্থ রচনা করেছেন বলে অনুমান বা বিশ্বাস করেন। কিন্তু আলাউলের 'আত্মকথা' মনোযোগপূর্বক অনুধাবন করলে ইত্যাকার অনুমান বা বিশ্বাসের কোন কারণ বা যৌক্তিকতা খুঁজে পাওয়া যাবে না। উদ্ধৃতির প্রথমটি সয়ফুলমুলুকের শেষাংশ রচনাকালে কবির উক্তি ; তখন রাগমালা, পদ্মাবতী, সতীময়না, তোহফা ও সপ্ত পয়কর রচনা শেষ হয়েছে। দ্বিতীয়টি আছে সেকান্দরনামায়, এটিই কবির শেষ রচনা। সুতরাং কবির উক্তিতে কোন হেঁয়ালি

নেই।[১] ১৬৫১ থেকে ১৬৭০-৭১ খৃষ্টাব্দের মধ্যে আমাদের জ্ঞাত কাব্যগুলো ছাড়া আর কোন কাব্যরচনার অবকাশ কোথায়! আলাউল আরো গ্রন্থ রচনা করে থাকলে, তাঁর মত কবির সেসব গ্রন্থ লুপ্ত হবার কথা নয়। ওগুলোর খণ্ডিত ছিন্ন পুথি হলেও সাহিত্যবিশারদের হাতে পড়ত। ডক্টর সিদ্দিকীর অনুমানের ভিত্তি কি তা পূর্বেই বলেছি।

আরাকানে মুসলিম-সংস্কৃতির প্রভাব

সূর্যের উদয় হলেই পৃথিবীর অবস্থান অনুসারে সূর্যরশ্মি সর্বত্র পরিব্যাপ্ত হবেই। চাঁদ যদি ওঠে, তবে তার জ্যোৎস্না দৃষ্টি আকর্ষণ করবেই। তেমনি পৃথিবীর যে-কোন প্রান্তে যে-কোন জাতির মধ্যে সংস্কৃতি-সভ্যতার বিকাশ হলে সংশ্লিষ্ট অঞ্চল বা জাতি তার দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে পারে না।

আজ য়ুরোপ সভ্যতার মশাল তুলে ধরেছে, তার আলোকে পৃথিবীর সব জাতিই উপকৃত ও ধন্য হচ্ছে। একেবারে বর্বর ও প্রগতিবিমুখ যদি না হয়, তবে কোন জাতিই উন্নততর সংস্কৃতি-সভ্যতার কাছে স্বীয় স্বাতন্ত্র্য-বৈশিষ্ট্য বজায় রাখতে পারে না।

কোন সভ্যতারই উন্মেষ অবিজড়িত নয়, ভুঁইফোড় নয়। একটা পতনোন্মুখ সভ্যতা ভিত্তি করেই নতুন সভ্যতা গড়ে উঠে। তাই একদিকে ভূমধ্যসাগরকে কেন্দ্র করে তার বিভিন্ন তীরে বারবার সভ্যতার জন্ম-মৃত্যু হয়েছে, অপরদিকে সিন্ধু অববাহিকার মহেন-জো-দাড়ো সভ্যতাকে ভিত্তি করে ভারতীয় সভ্যতা বিভিন্ন রূপ-বৈচিত্র্যে ফুটে উঠেছে। চীন-উপমহাদেশেও সংস্কৃতি-বৈচিত্র্য কত!

সপ্তম শতকের সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে রোমান সভ্যতার শবের উপর জেগে উঠল আরব-সভ্যতা। ইস্‌লাম যে নবতর জীবন দর্শনের সন্ধান দিল, তা-ই অবলম্বন করে নতুনতর সমাজ ও রাষ্ট্র গড়ে উঠল, গড়ে উঠল আচার-আচরণ ও রুচি-সংস্কৃতি। এ সংস্কৃতির প্রভা অল্পকালের মধ্যে পৃথিবীর দিকে দিকে পরিব্যাপ্ত হয়ে পড়ল।

১। কিন্তু তৎপরের পাঠদৃষ্টে বিভ্রান্তি ঘটতে পারে, এইজন্যে বলা দরকার যে, প্রাসঙ্গিক-ভাবে সমসাময়িক কথা বলে কবি আবার পূর্ব কথায় ফিরে গেছেন মাত্র। ৬৯ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃতি দ্রষ্টব্য।

পাঠান-মুঘল আমলে মুসলিম সংস্কৃতির পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটে পাক-ভারতে। তার দীপ্তি পাঠান-মুঘল-শাসন-বহির্ভূত দেশেও ছড়িয়ে পড়েছিল, এ যুগে যেমন য়ুরোপীয় সংস্কৃতি-সভ্যতার চোখ-ঝলসানো বিজুলী-ছটা প্রাচ্যদেশের ঘরে ঘরে দীপ্তির চমক-শিহরণ জাগাচ্ছে, দিচ্ছে পরম-কাম্য স্পর্শ। শুধু তাই নয়, উন্নততর জাতির সম্মুখে অনুন্নত জাতির একটি হীনমন্যতা থাকে। তাই নির্বোধ ও অন্ধ অনুকরণ প্রশ্রয় পায়। এযুগে আমরা য়ুরোপীয় অনেক আচার-আচরণ নির্বোধের মত অনুকরণ করেছি। শুধু 'মাইরি' বলা নয়, 'এপ্রিল ফুল' করাও বাদ দেইনি। আমাদের সাম্যবাদীরা রাশিয়ার মতবাদই শুধু গ্রহণ করেননি, রুশীয় পতাকার সঙ্গে রুশীয় 'কাস্তে'ও আমাদের চাষীদের হাতে গুঁজে দিতে চান।

এমনি অবস্থা দাঁড়িয়েছিল একদিন পাঠান-মুঘল-সাম্রাজ্য-সংলগ্ন অঞ্চলেও। তার জের আজো চল্‌ছে নেপালের মুখ্যমন্ত্রীর 'শমশের জঙ্গ বাহাদুর' উপাধিতে।

১৪৩০ খৃষ্টাব্দে গৌড়-দরবার-আশ্রিত নরমিখলা গৌড়ের সুলতানের সহায়তায় রাজ্য ফিরে পেয়ে কৃতজ্ঞ চিত্তে—শুধু বাহুবলের নয়—সাংস্কৃতিক ঋণও স্বীকার করে নিলেন। সে-থেকে আরাকানের বিভিন্ন স্বাধীন নরপতি যে শুধু মুসলিম নাম ধারণ করে নিজেদের গৌরবান্বিত করেছেন, তা নয়, মুসলিম-শাসন-ব্যবস্থা গ্রহণ করেও কৃতার্থ বোধ করেছেন। এ যুগে যেমন আমরা য়ুরোপীয় বিশেষজ্ঞনির্ভর, সে যুগে আরাকান তেমনি সুপটু মুসলিম কর্মচারীনির্ভর ছিল। পদস্থ মুসলিম কর্মচারী এবং সচিবগণও বিশ্বস্ততায় আর আনুগত্যে কোনদিন কার্পণ্য করেন নি। এমনকি আরাকান-রাজ শ্রীচন্দ্র সুধর্মাকে সিংহাসনচ্যুত করার জন্যে মুসলমান সুজার ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করতে এবং সানুচর ও সপরিবার সুজানিধন-পর্বে রাজার সহায় ছিলেন প্রধানমন্ত্রী ও সমর-সচিব 'নবরাজ' মজলিস। মুসলমান কর্মচারীরা আরাকান দরবারে এতদূর আস্থা অর্জন করেছিলেন যে, গৌড়-মুঘলের বিরুদ্ধে যুদ্ধেও মুসলিম সমরসচিব ও সেনানী নিযুক্ত থাকতেন। এমন কি, মুসলিম আইনানুসারে মুসলিম কাজী দ্বারা বিচারাদিও চলত ['সৈয়দ শহীদ শাহ রোসাঙ্গে কাজী']। মুসলিম শাসনপদ্ধতি ও সংস্কৃতিতে আরাকান-রাজেরা এতই মুগ্ধ ছিলেন যে, মুদ্রায় কলেমা ও ফারসী হরফ উৎকীর্ণ করাতেও তাঁদের আচ্ছন্ন দৃষ্টিতে বিসদৃশ্য ঠেকেনি। মাগন ঠাকুরের মৃত্যুর পরে নবরাজ

মজলিস মুখ্যমন্ত্রী হন। ১৩৬০ সালের দিকে শ্রীচন্দ্র সুধর্মা প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে রাজকার্যে অভিষিক্ত হন। এই অভিষেকানুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন মুসলমান মুখ্যমন্ত্রী মজলিস।

সুচারু রোসাঙ্গ স্থান   নানাজাতি শোভমান
শ্রীচন্দ্র সুধর্মা নরপতি।
অস্ত্রে শাস্ত্রে সুপণ্ডিত   ব্রতকর্মে সুচরিত
খলনাশ দুঃখিতের গতি ॥...
হেন ধর্মশীল রাজা অতুল মহত্ত্ব।
মজলিস নবরাজ তান মহামাত্য ॥
রোসাঙ্গ দেশেত আছে যত মুসলমান।
মহাপাত্র[১] মজলিস সবার প্রধান ॥
মজলিস পাত্রের মহত্ত্ব শুন এবে।
নরপতি স্বর্গ আরোহণ হৈল যবে ॥[২]

১। সতী ময়নাতে 'তান মহাপাত্র শ্রীমন্ত সোলেমান' আছে। এ পাঠ ভুল। কেননা, 'তোহ্‌ফা'তে সোলায়মানকে 'মহাপাত্র' বলে উল্লেখ করা হয়নি। উক্ত চরণের পরবর্তী চরণসমূহ দৃষ্টেও মনে হবে শ্রীমন্ত সোলায়মান 'দৌলত উজীর' ছিলেন মাত্র :

তান মহাপাত্র শ্রীমন্ত সোলায়মান।....
হেমরত্ন রূপা আদি ভাণ্ডার সকল।
নিজ হস্তে দিলা রাজা তান করতল ॥
লক্ষ লক্ষ কর্ম যথ দেশের মাঝার।
সে সকল উপরে তাহার অধিকার ॥

এ প্রসঙ্গে সয়ফুলমুলক প্রথমাংশের ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

২। আমরা জানি, থাদউ মেঙদারের (১৬৪৫—৫২ খৃঃ) আমলে মাগন প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর শিশুপুত্র শ্রীচন্দ্র সুধর্মার সিংহাসনারোহনের সময়ে ও পরে মাগনই প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। সয়ফুলমুলকে সে আভাস আছে—'মহাদেবী মুখ্যপাত্র শ্রীযুত মাগন। সাঙ্গ না হৈতে পুথি পাইল পরলোক ॥' আমাদের মনে হয়, শ্রীচন্দ্র সুধর্মা প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে দ্বিতীয়বার রাজকার্যে অভিষিক্ত হওয়ার সময়কার বর্ণনা দিতে গিয়ে আলাউল আকস্মিকভাবে 'নরপতি স্বর্গ আরোহণ হৈল যবে' উক্তি করে বিভ্রান্তি ঘটিয়েছেন। কেননা এ বর্ণনায় মাগনের অনুপস্থিতির আভাস রয়েছে।

যুবরাজ আসে যবে পাটে বসিবারে।
দণ্ডাইল পূর্বমুখে তক্তের বাহিরে॥
মজলিস পরি দিব্য বস্ত্র আভরণ।
সম্মুখে দণ্ডাই করে দঢ়াই বচন॥
পুত্রবৎ প্রজারে পালিবে নিরন্তর।
না করিবে ছলবল লোকের উপর॥
শাস্ত্রনীতি রাজকার্যে হৈবে ন্যায়বন্ত।
নির্বলীরে বলী না করৌক দুঃখমন্ত॥
দয়াল চরিত্র হৈবে সত্য-ধর্মবন্ত।
সুনজরে সন্তোষিবে নাশিবে দুরন্ত॥
ক্ষমাধর্ম আচরিবে চঞ্চল না হৈবে।
পূর্ব অপরাধে কারো মন্দ না করিবে॥
আরো নানাবিধ প্রকাশন্ত রাজনীতি।
সত্য করিয়া যদি দঢ়াইল নৃপতি॥
প্রথমে মজলিসে তবে সালাম করএ।
শেষে মাতৃকুল আদি সবে প্রণামএ॥

এখানে বৌদ্ধাচারের কোন আভাস নেই। এতেই বোঝা যায়, আরাকান-রাজেরা দেশ-ধর্মের প্রভাবের ঊর্ধ্বে একটি সর্বজনীন সংস্কৃতির অধিকারী হয়েছিলেন। সে-যুগ-দুর্লভ এ উদারতা আমাদের মুগ্ধ করে। এ প্রমাণ তাঁদের শাসনদণ্ড পরিচালনায়ও আছে। চট্টগ্রাম প্রায় সাতশ' বছর ধরে (অবশ্য মধ্যে মধ্যে সাময়িক বিচ্যুতি ছিল) আরাকান-শাসনে ছিল। তবু বৌদ্ধ, হিন্দু ও মুসলমান—এ তিন ধর্মাবলম্বী স্ব স্ব ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য শুধু যে বজায় রাখতে পেরেছিল, তা নয়, সে সব বহু বিচিত্ররূপে বিকশিতও হয়েছিল। তার প্রমাণ চট্টগ্রামে ত্রিজাতি-সৃষ্ট বাংলা সাহিত্যের সমৃদ্ধিতেই রয়েছে। আরো বিস্ময়ের কথা, ১৪শ শতক থেকে চট্টগ্রাম দ্বান্দ্বিক ভূমি—চট্টগ্রামকে কেন্দ্র করে গৌড়-ত্রিপুরা-আরাকানে দ্বন্দ্ব লেগেই ছিল। পরে যখন হার্মাদরা এল, তখন এ অঞ্চল চতুর্শক্তির কাড়াকাড়ি ও হানাহানির বস্তু হয়ে দাঁড়াল। তৎসত্ত্বেও চট্টগ্রামবাসীর জীবনে সাংস্কৃতিক বিকাশ বিঘ্নিত হয়নি। পুথিপত্রে যুদ্ধ-

জাত সম্ভাব্য গণ-নিপীড়নের কোন চিত্রই বিধৃত হয়নি। ত্রিপুরা-গৌড়-শাসনের প্রতি জনমনে বিরূপতা-সৃষ্টির-প্রয়াসই হয়তো আরাকানের এ উদারতা ও সুশাসনের কারণ। অবশ্য এটা আরাকানীদের হীনমন্যতা, উন্নত সংস্কৃতির ধারক মুসলমানদের প্রতি সমীহ ও শ্রদ্ধা এবং মুসলিম কর্মচারী দ্বারা শাসন পরিচালনের ফলও হতে পারে। এ উদারতার পরিচয় রোসাঙ্গের বিস্তর মুসলিম বসতি থেকেও পাওয়া যায়। আরাকানীরা বিবাহ ব্যাপারে আধুনিক য়ুরোপীয়দের ন্যায় উদার ছিল। মুসলমানদের সঙ্গে বৌদ্ধ আরাকানী মেয়ে বিয়ে দিতে তাদের আপত্তি বা দ্বিধা ছিল না। সে প্রথা আজো চলছে। ফলে মঘে-মুসলমানে এক অকৃত্রিম হৃদ্যতা ও আত্মীয়তার সম্পর্ক গড়ে উঠে এবং মঘ-মুসলমানে ভেদাভেদ রহিত হয়। এই উদার মনোভাবের ফলেই দৌলতকাজী-আলাউল-বর্ণিত রোসাঙ্গ দুনিয়ার নানাজাতির বাণিজ্যকেন্দ্র হয়ে ওঠে।

আধুনিক য়ুরোপীয় সংস্কৃতি উদারও নয়, খৃষ্টীয় বৈশিষ্ট্যবিহীনও নয়। প্রাণ-ধর্মের স্বতোস্ফূর্ত প্রকাশ বলে তবু তা সুন্দর। কিন্তু সে সংস্কৃতির প্রভাব যেমন আমাদের উদার করেছে এবং আমরা স্বধর্ম ও স্বভাবধর্ম ছাড়তে ব্যাকুল হয়ে উঠেছি, তেমনি হয়তো আরাকানীরা উন্নততর মুসলিম সংস্কৃতির চোখ-ঝলসানো দীপ্তিতে সম্বিৎহারা বা আত্মবিস্মৃত হয়েছিল। ফলে স্বাজাত্যাভিমান ও স্বকীয়ত্ব বিসর্জন দিয়ে নিজেদের ধন্য ও গৌরবান্বিত মনে করত।

কারো সংস্কৃতিই স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। কোন সংস্কৃতিই নিখুঁত ভাল আর অবিমিশ্র মন্দ (তা যত নিম্নস্তরেরই হোক) হতে পারে না। তাই আরাকান-শাসিত চট্টগ্রামবাসীও কিছু কিছু আরাকানী সংস্কৃতি বরণ করেছিল। হিন্দুরা চিরকাল রক্ষণশীল বলে তারা কমই গ্রহণ করেছে। কিন্তু মুসলমানেরা তত গোঁড়া নয় বলে তাঁদের জীবন-ধারণের অনুকূল আচার-আচরণাদি গ্রহণ করেছিল।

আরাকানী প্রথায় চট্টগ্রামের মুসলমান মেয়েরা দুটো কাপড় পরে, এগুলো ওড়না-সালোয়ার মত। ওড়নাকে বলে ডোমা। আর নিম্নার্ধে পরিধেয় বস্ত্রকে বলে থামসা বা থামি। ইদানীং ভদ্রঘরের মহিলারা শাড়ী ধরেছেন। ইংরেজী শিক্ষা ও স্বদেশী আন্দোলনের ফলে, হিন্দু-জাতীয়তার মোহে আরাকানী-উদ্ভব চট্টগ্রামবাসী মঘেরাও শূয়র-মুরগীর লোভ ছেড়েছেন, লুঙ্গী-ডোমা-থামি ত্যাগ করেছেন। জাতীয়

নাম ত্যাগ করে হিন্দুয়ানি সংস্কৃত নাম ধারণ করেছেন। কাজেই মঘ-সংস্কৃতি আর টিকবে কি করে? তবু লুঙ্গীর প্রভাব শুধু বহুবিস্তৃত নয়, বর্ধিষ্ণুও বটে। চট্টগ্রামে সর্ববয়সের নারী-পুরুষের অতিমাত্রায় তামাক সেবনও আরাকানী প্রভাবজাত। আর এ যুগে মঘ-সংস্কৃতির ছাপ রয়েছে চুরুট, চরস, চণ্ডু, ভাঙ (হিন্দুদের মধ্যেই বেশী) ও তাড়ি সেবনে এবং দক্ষিণ চট্টগ্রামে সকালবেলা ফুল-চয়ন ও বিন্নিভাত খাওয়ার প্রথায়। আগুনে ছেঁকে শুটকী খাওয়ার অভ্যাসও মঘ-প্রভাবের ফল। সেকালের চট্টগ্রামে গণ-জীবনে নিশ্চয়ই মঘ-সংস্কৃতির প্রচুর প্রভাব ছিল। কালে তা লোপ পেয়েছে, যেমন পাক-ভারতীয় হিন্দু-জীবনে ইংরেজ আমলে মুসলিম-সংস্কৃতির বহু ছাপ মুছে গেছে। তাই আজ আর বেশী কিছুর হদিস মেলে না।

॥ তোহ্‌ফা ॥

অন্যান্য অনেক পুথির মত কাল-সাগরের গর্ভ থেকে তোহ্‌ফা-রত্নও মরহুম আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদই উদ্ধার করেছিলেন,—অতএব এ কীর্তিও তাঁর। আলাউলের অপরাপর গ্রন্থগুলো বটতলা থেকে প্রকাশিত হয়ে বহু পূর্বেই সাধারণ্যে প্রচার লাভ করেছিল, কিন্তু তাঁর তোহ্‌ফার কলমী পুথিও দুষ্প্রাপ্য।

পুথি-পরিচিতি

প্রায় অর্ধশতাব্দীব্যাপী চেষ্টায় সাহিত্যবিশারদ তোহ্‌ফার মাত্র তিনখানা পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করতে পেরেছিলেন, তিনখানিই খণ্ডিত। বর্তমানে পুথিগুলো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথিশালায় রক্ষিত আছে। আমরা ছয়খানা পুথির সাহায্যে যৌগিক পাঠ (composite text) তৈরী করেছি। অপর তিনখানার মধ্যে একখানা পুথি ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক সংগৃহীত এবং অপরটি অধ্যক্ষ মুহম্মদ আবদুল হাই কর্তৃক প্রাপ্ত। বলা বাহুল্য, আলোচ্য পুথি পাঁচখানি চট্টগ্রাম থেকেই সংগৃহীত। ষষ্ঠটি সাহিত্যবিশারদ কর্তৃক লিপিকৃত পাণ্ডুলিপি।

(ক) ৭১ সংখ্যক পুথি :—৮″×৭″ পরিমিত নীল বর্ণের কলের কাগজে আরবী হরফে লেখা। আদ্যন্ত খণ্ডিত। পত্রাঙ্কবিহীন। প্রায় ৬০।৭০ বছর পূর্বে লিপিকৃত।

আরম্ভ : শাহাদত কলিমা মুখেত না আসিব ॥
দুই দণ্ড বেলা যদি হইলে উদিত।
এশরাক নমাজ পড়িব প্রতিনিত ॥ [বাব ৬, নামাজ]

শেষ : শ্রীযুত ইছুপ গদা মহামন্ত অলি।
রচিলা বয়েত ছন্দ মনেত আকলি ॥
সপ্তশত একাশী বয়েত কৈল সার।
রবিওল আখের দশদিন সোমবার ॥
তান পদে ভক্তি করি হৈয়া পৃষ্ঠাগামী।
ঘৃত অবশেষে ঘোল ছাকি কৈলুঁ আমি ॥
বিশেষ মহন্ত আজ্ঞা না যায় লঙ্ঘন।
এ কারণে কষ্ট-পন্থে করিলুঁ গমন।
শ্রীযুত সোলেমান সুপণ্ডিত দাতা।…[শেষ বাব]

(খ) ৭২ সংখ্যক পুথি :—১২″×৮″ পরিমিত কাগজের বহি। পত্রাঙ্ক নেই। ২২টি পত্র বিদ্যমান। ষষ্ঠ বাবের শেষাংশ থেকে ২৭শ বাব অবধি আছে। প্রায় শতেক বছরের প্রাচীন বলে মনে হয়। লিপিকর :

শ্রীছৈদ ওয়াসীল পর উপকারী।
সদা মন ধ্যানে তান ধর্ম্মকর্ম্ম সরি ॥
তান আজ্ঞা পাই জগ্যহিন আচমত আলী।
প্রিতিবাসি ইলসা বাসি লেখীল পঞ্চালি ॥

আরম্ভ : জথেক গঠন পত্র আদি অলঙ্কার।
জদি দিল জকাত কণ্টক নাহি তার ॥ [বাব ৭, জকাত—মধ্য]

শেষ : ফকিরে রাখিলে ধন মনুস্য না হএ।
দিনের তস্কর প্রাএ সমান নিশ্চএ ॥
সহজে দুনিআ ফানি ধিক ভাব পাপ।
অর্জ্জিতে বহুল দুঃখ রাখিলে সন্তাপ ॥ [বাব ২৭, তওবা, শেষ পংক্তিচয়]

(গ) ৭৪ সংখ্যক পুথি:—১২″×৮″ পরিমিত কাগজের বহি। আদ্যে খণ্ডিত। ১—১১ ও মধ্যে আরো কয়েক পত্র নেই। শেষ পত্রাঙ্ক ৩২।

আরম্ভ: আপনা ইশ্চাএ চলি জাএ আন ঘরে।
স্বামির অকিত্তি-মন্দ কহে জারে তারে ॥ [বাব ১২, নিকাহ—মধ্য]

শেষ: পুস্তক সমাপ্ত সক্ষ সন মুছলমানি।
রসাসিদ্ধি রামাধির লও পরিমানি ॥
পক্ষ সাবানের চতুর্দ্দস দিন সমবার।
সম্মুখে বরাত্ত নিসি শুব জোগ সার ॥
তরুণ ওরুন সমে বেলা তুই জাম।
তত্ত্ব-উপদেস এহি পুস্তকের নাম ॥
মগদের সন সক্ষ বুঝহ নিস্তএ।
রিতু জোগ অত্র এক বসন্ত সমএ ॥ [শেষ বাব]

ইতি সন ১১৭২ মঘি [১৮১০ খৃঃ] তারিখ ২৬ জিলাহর্জ্য মাহে ১১ মাঘ রোজ বুদবার। ইতি তত্তউপদেস পুস্তক সমাপ্ত। এহি পুস্তকের মালিক শ্রী ভোলা গাজি দরজী লেখিতং শ্রী ভোলা গাজি দরজী পিং শ্রী ফেদাই খলিফা ওং হুমা গাজি খলিফা সাং ইচপুর মৌং বিনাযুরি ...।

(ঘ) ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক সংগৃহীত পুথি:—১২″×৮″ পরিমিত কাগজের বহি। পত্রাঙ্ক নেই। সম্পূর্ণ আছে। 'ইতি সন ১১৭৬ মং তাং' [১৮১৪ খৃঃ]। প্রথম পত্রের শিরোভাগে এ লিপিকাল লেখা আছে।

আরম্ভ: বিসমিল্লাহ হে রহ্মানির রহিম।
পির মুর্শিদ গুরুজন পদে লাগি।
গুনিগণ চরণেত পরিহার মাগি ॥
বিচারি পাইলে দোস ক্ষেমিবা বিদ্বান।
তাতে মাত্র ন হুসিবা বিনি অবধান ॥
ছোট সক্তি নহে জান গুনিনের কর্ম।

মোহাজন সকলে জানএ তার মর্ম ॥
আছিলা পুর্বের কবি মোহা বুদ্ধিবন্ত।
সর্ব্বটুটি আইসে জথকাল হএ অন্ত ॥
সে সকল জে করিছে পরকাল বুদ্ধি।
পরিশ্রমে সিখিলে অখনে পাএ শুদ্ধি ॥
অখনেহ গুনি বিচারিলে জ্ঞান পাএ।
গ্রাহক থাকিলে রত্ন সমুলে বিকাএ ॥
ছোট সক্তি হই মোর আসা গুরুতর।
সিসু হস্ত বারাএ ধরিতে সসোদর ॥
সাধিতে অসাদ্য বর্ম গুরু কৃপামএ।
আদেসকারির ভাগ্য প্রবল আছএ ॥
যে বোলে বোলোক কন্ন-পন্থে না করিঅা।
নিতুসি ইশ্বর মাত্র মনেত ভাবিঅা ॥
সাহসেত সিদ্ধি কহি আছে মহাজন।
চলিলু বিকট-পন্থে তাহার কারণ ॥
অঙ্গিকার করিলু জে সাধুর সাক্ষাৎ।
আগু হই পাছে হইলে লৈজ্জা আছে তাৎ ॥
ঘোর পন্থে গুরুভাবি করিলু গমন।
কঠিন কেতাব কথা করিতে রচন ॥
বিচমিল্লাহির রহমানির রহিম।
অনন্ত মহিমা প্রভু দিতে নাহি সিম ॥
আল্লার ফ্রমান বহু নানা শাস্ত্রকথা।
তেকারণে ভাবিয়া না কৈলু বাহুলতা ॥
ইচুফ গদার পদে করি পরিহার।
হিন আলাওলে কহে রচিয়া পয়ার ॥

শেষ ঃ শ্রীযুত সোলেমান সুপণ্ডিত দাতা।
আপে সদগুণবন্ত গুনি পালায়িতা ॥

সন্তোস রাখৌক বিধি জাবত জিবন।
বাবৌক বৈভব বংস সানন্দ অনুক্ষণ॥
তান পুস্থ হিন আলাঅল জিন্ন কাএ।
রচিল কিতাব কথা পয়ার ভাসাএ॥
এ পুস্তক কথা জেই রাখে সুন্ধ ভাব।
না থাকে আপদ তার হএ স্বর্গলাভ॥
পুস্তক তামাম সোদ।
এক দাতা কৃপালতা ত্রিজগ ঈশ্বর।
জার সখা মোহাম্মদ কিত্তি দিগাম্বর॥

(ঙ) অধ্যক্ষ মুহম্মদ আবদুল হাই কর্তৃক প্রাপ্ত পুথি :—১২″×৮″ পরিমিত কাগজের বহি। ১—৫০ পত্রে সমাপ্ত। প্রথম পত্রের শিরোভাগে "ইং সন ১২০২ মঘি মাহে ১২ পৌস সিদ্ধিগুরু। ইতি সন ১৮৪১ ইং" লেখা রয়েছে।

আরম্ভ : আল্লার ফ্রমান বহু নানা সাস্ত্র কথা।
তেকারণে ভাবিয়া না কৈলুম বহুলতা॥
ইচুপ গদা পদ্ধে করি পরিহার।
হিন আলাওলে কহে রচিআ পএআর॥

শেষ : শ্রিযুত ছোলেমান সুপণ্ডিত দাতা।
আপে সোদগুণবন্ত গুনি পালাইতা॥
তান পুস্থা হিন আলায়ল জিন্নকাএ।
রচিল কিতাব কথা পএআর ভাসাএ॥
এ পোস্তক কথা জেই রাখে সুন্ধভাব।
না থাকে আপদ তার হএ শ্বর্গলাব॥
এই পোস্তক সমাপ্ত তামাম সোদ হইল।
এক দাতা কৃপালতা ত্রিজগ ঈশ্বর।
জার সোখা মোহাম্মদ কীর্ত্তি দিগাম্বর॥

এই পুস্তকর হক মালিক শ্রী আবদুল হোচন পীং মোহাম্মদ তকি সাং দৌলতপুর

প্রর্গণে দেআঙ্গ চাগলে পটিআ পুস্তক বসি লেখিনং প্রর্গনে নেজামপুর চাগলে জোরোআল গঞ্জ মোং খইআ ছরা শ্রী আবদুল জমাদারের বারিত। ইতি সন ১২০২ মঘি তারিখ মাহেতু মাঘ রোজ মঙ্গলবার, দুফর একটা সমে তামাম সোদ।

(চ) এসব ছাড়া, সাহিত্যবিশারদ কর্তৃক ১৯০১—০৬ খৃষ্টাব্দের কোন সময়ে অনুলিখিত একটি খণ্ডিত তোহফার পাণ্ডুলিপির সাহায্যও নিয়েছি। সাহিত্যবিশারদ হয়তো এ দুর্লভ পুথিটি মালিকের কাছ থেকে সংগ্রহ করতে না পেরে নকল করে রেখেছিলেন। এটি আমাদের বড় কাজে লেগেছে। কেননা খণ্ডিত হলেও 'না'ত' থেকে 'গ্রন্থসূচনা' অবধি শুধু এ পাণ্ডুলিপিতেই পাওয়া গেছে। আর কবি ও কাব্য পরিচিতির পক্ষে এ অংশটির মূল্য অপরিসীম।

আরম্ভ : শিরেত লৌলাক ছত্র প্রসাদ অমুল।
ডাকুয়া সমান সঙ্গে যথেক রসুল॥
যাবন্তে না যাবে নবী ভেহেস্ত মাঝারে।
যথেক রসুল নবী থাকিবেক দ্বারে॥

পাঠালোচনা

আলাউলের গ্রন্থের নাম 'তোহ্‌ফা' এবং বিকল্প নাম 'তত্ত্ব-উপদেশ' :

'তত্ত্ব উপদেশ এহি পুস্তকের নাম।' (৭৪ সংখ্যক পুথি)

তোহ্‌ফা বা তত্ত্বোপদেশ ফারসী কবি ইউসুফ গ'দার 'তোহ্‌ফাতুন নেসায়েহ্‌'-এর আক্ষরিক অনুবাদ। অবশ্য পদ্যানুবাদ যতটুকু আক্ষরিক হওয়া সম্ভব, ততটুকু। পাণ্ডুলিপিগুলোর পাঠে মোটামুটি ঐক্য আছে। কোন কোন পাঠে মূল শব্দের প্রতি-শব্দ বসানো হয়েছে এবং কোন কোন চরণে শব্দের স্থিতিবিপর্যয় ঘটেছে। এসব ক্ষেত্রে কোন্‌টি আসল আর কোন্‌টি বিকৃত তা নির্ণয় করা অসাধ্য। তাই আমরা সে চেষ্টা করিনি। শুধু আমাদের পছন্দমত পাঠটিই বিধৃত করেছি।

যেমন : (১) চতুর্থ বাবেত শুন এলম প্রবন্ধ।
যাহা বিনু আদিতে যুগল আঁখিধন্ধ॥ ('চ' পুথি)

পাঠান্তর : চতুর্থ বাবেত শুন এলম প্রবন্ধ।
বিদ্যাবিনু জে রহে যুগল আঁখি অন্ধ॥ ('ঘ' ও 'ঙ' পুথি)

(২) জন্মাবধি পাপকৃতি খণ্ডিবেক তবে। ('চ' পুথি)

পাঠান্তর : জন্মাবধি কৃত পাপ খণ্ডিবেক তবে। ('ঘ' ও 'ঙ' পুথি)

(৩) আখেরে ভেহেস্ত পাএ সংসারে কল্যাণ। ('চ' পুথি)

পাঠান্তর : আখেরে পাইব স্বর্গ সংসারে কল্যাণ। ('ঘ' ও 'ঙ' পুথি)

(৪) নানাবিদ্যা পঠ শিখ কর দুঃখ কাজ।
লজ্জা না করিয় তাহে মাগিলে সে লাজ॥ ('খ' পুথি)

পাঠান্তর : নানা বিদ্যা পঠ সিখ কর দুঃখ কাজ।
দুঃখে লৈর্জা না করিঅ মাগিলে সে লাজ॥ ('খ' 'ঘ' ও 'ঙ' পুথি)

(৫) গৰ্দ্ধভ বলদ সম জে আলস্য করে। ('খ' পুথি)

পাঠান্তর : গর্ধব বলদ সম আলস্য জে করে। ('ঘ' ও 'ঙ' পুথি)

যেসব ক্ষেত্রে প্রতিশব্দ বসানোর ফলে শব্দান্তর হয়েছে অথচ অর্থান্তর ঘটেনি, অথবা চরণে শব্দের স্থিতিবিপর্যয় ঘটেছে, সেসব ক্ষেত্রে নিরর্থক ও বাহুল্য-বোধে পাঠান্তর দেইনি। আমরা একটি যৌগিক পাঠ (composite text) তৈরী করতে চেয়েছি এবং হয়তো একে প্রায়-বিশুদ্ধ পাঠ মনে করা যেতে পারে।

অধ্যক্ষ মুহম্মদ আবদুল হাই-প্রাপ্ত ও ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক-সংগৃহীত পুথিদ্বয়ের পাঠ অভিন্ন। কাজেই এদের আদর্শ পুথিদ্বয়ের পাঠ নিশ্চিতই অভিন্ন ছিল।

আমাদের আলোচ্য পুথি কয়খানির কোনটিতেই আদ্যাংশ নেই। সম্পূর্ণ আছে বলে যে পুথি দু'খানির ('ঘ' ও 'ঙ') পরিচয় দিয়েছি, সেগুলো পাণ্ডুলিপি হিসেবে স্বয়ংসম্পূর্ণ হলেও আলাউলের তোহ্ফার সম্পূর্ণ পাঠ তাতে বিধৃত হয়নি। আমাদের নিশ্চিত বিশ্বাস, আদিতে কোন লিপি-কুণ্ঠ লিপিকর বাহুল্যবোধে প্রশস্তি ও পরিচিতি-অংশ বাদ দিয়েছিলেন। ফলে পরবর্তীকালে বিনা-ভূমিকায় গ্রন্থের মূলাংশ শুরু হয়েছে। এভাবেই চলে এসেছে। তবে সুনিপুণ ও শোভনভাবে বাদ দেয়া হয়নি বলেই আরম্ভটাতে একটা খাপছাড়া আকস্মিকতা রয়েছে। সেকালে লিপিকরেরা যে পরিশ্রম বাঁচাবার জন্যে এরূপ বাহুল্যাংশ বাদ দিতেন, তার প্রমাণ প্রচুর।

আলাউলের অপর গ্রন্থগুলোর ন্যায় তোহফার যথাস্থানে হাম্‌দ, না'ত, বিস্তৃত আত্ম-পরিচয়, আদেষ্টা-প্রশস্তি ও মুল কাব্য-রচয়িতার পরিচয় নিশ্চিতই ছিল। তার প্রমাণ পাচ্ছি সাহিত্যবিশারদ কর্তৃক লিপিকৃত পাণ্ডুলিপি থেকে ('চ')। এতে হাম্‌দ নেই, না'তের শেষাংশ আছে, আবার আত্মপরিচয়াংশ নেই। আলাউল তাঁর অপর সব গ্রন্থে ফতেয়াবাদ, হার্মাদ-আক্রমণ, রাজ-আসোয়ার ও অমাত্য-অনুগ্রহ-বৃত্তান্ত বর্ণনা করেছেন। কাজেই এ গ্রন্থেও তিনি তাই করেছিলেন বলে আমাদের বিশ্বাস। যা হোক, তোহ্‌ফার সম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপি আবিষ্কৃত না হওয়া পর্যন্ত হামদ, না'ত-এর পূর্বাংশ ও কবির আত্মকথা পাবার এখন আর কোন উপায় নেই।

ভণিতাংশেও বাহুল্য বর্জিত হয়েছে। কোন কোন 'বাবে' ভণিতাই পাওয়া গেল না। অথচ আলাউলের রচনারীতির ও ভণিতার ধরণের যে-পরিচয় আমরা তাঁর অপর গ্রন্থগুলোতে পেয়েছি, তাতে নিশ্চিতই বলা যায় যে প্রতি বাব-অন্ত্যে ভণিতা ছিল এবং সেসব ভণিতায় কবির আদেষ্টা ও তৎকালীন পোষ্টা শ্রীমন্ত সোলায়মানেরও বিশেষণ-মণ্ডিত নামোল্লেখ ছিল। আমাদের তৈরী পাঠে সন্নিবেশিত ভণিতাগুলো পাঁচখানা পাণ্ডুলিপি থেকেই চয়ন করা হয়েছে। কোন একক পাণ্ডুলিপিতে সব কয়টা পাওয়া যায় নি। দু'এক জায়গায় প্রক্ষিপ্ত রচনা রয়েছে। সেগুলো যথাস্থানে প্রদর্শিত হয়েছে। যা ইউসুফ গদার গ্রন্থে নেই এবং আমাদের আদর্শ পুথির সব কয়টাতে পাওয়া যায়নি, তাকেই প্রক্ষিপ্ত রচনা বলে ধরে নিয়েছি।

গ'দা শেখ ইউসুফ দেহ্‌লভী

সুফী সাধক ইউসুফ গ'দাই মূল ফারসী 'তোহ্‌ফাতুন নেসায়েহ্‌'-রচয়িতা। তিনি তাঁর ছেলে বুল্ ফতেহ্‌-এর প্রতি উপদেশদানছলে আরবী কেতাব অবলম্বনে এ গ্রন্থ রচনা করেছেন বলে গ্রন্থসূচনায় উল্লেখিত রয়েছে। আলাউলও বলেন—

আবুল ফতেহা নামে পুত্র গুণবান।
রচিলা তোহ্‌ফা গ্রন্থ নিমিত্তে তাহান ॥···
আরবী কেতাব হস্তে ফারসী ভাষাএ।
রচিলা বয়েত ছন্দে ইউসুফ গদাএ ॥

ইউসুফ গ'দার অতি সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়েছেন রহমান আলী। অবশ্য সে পরিচয় মোটেই প্রয়োজনানুরূপ নয়। তিনি লিখেছেন,—"আলিম-ই-রব্বানী, চেরাগ-ই-দিল্লী শেখ নসরুদ্দীন মাহ্‌মুদের শিষ্য শেখ ইউসুফ দেহ্‌লভী হাদিস ও তফসীরে বিচক্ষণ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। তিনি 'তোহ্‌ফাতুন নেসায়েহ' নামক একখানা কাব্যগ্রন্থ রচনা করেন। এতে ফরজ, সুন্নত ও শিষ্টাচার সম্বন্ধে আলোচনা আছে। ৭৭৪ হিজরীতে (১৩৭২-৭৩ খৃঃ) তাঁর ইন্তিকাল ঘটে।"[১]

শেখ ইউসুফ সিদ্ধপুরুষ ছিলেন। তাই তাঁর নামের সঙ্গে গ'দা (দরবেশ) উপাধি যুক্ত হয়েছে। তিনি দিল্লীনিবাসী ছিলেন ; তাঁর নামের শেষে 'দেহ্‌লভী' প্রয়োগই তার প্রমাণ। অতএব, তাঁর পুরোনাম ছিল গ'দা শেখ ইউসুফ দেহ্‌লভী। ইউসুফের পীর সেকালের ভারতবিখ্যাত দরবেশ ছিলেন। তাঁর পুরো নাম নাসির-অল-দীন মাহ্‌মুদ ইবনে এহিয়া ইবনে আবদুল লতিফ অল হোসাইনি অল ইয়াজদী অল আওধী। তিনি 'চেরাগ-ই-দিল্লী' উপাধিতেই সমধিক পরিচিত ছিলেন। নাসিরুদ্দীন মাহ্‌মুদ হযরত নিযামউদ্দীন আউলিয়ার শিষ্য ছিলেন। মহিয়্যুদ্দীন খাশানী ও শামসুদ্দীন মুহম্মদ আল-আওধী তাঁর সতীর্থ ছিলেন। তিনি অযোধ্যার লোক, বাস করতেন দিল্লীতে। এখানেই ৭৫৭ হিজরীর ১৮ই রমযান রোজ শুক্রবারে [সেপ্টেম্বর ১৩৫৬ খৃঃ] তিনি দেহত্যাগ করেন।[২] ইউসুফ গ'দার মতে পীর দস্তগীর মাহ্‌মুদ নাসির উদ্দীন চেরাগ-ই-আউলিয়া-ই-দেহ্‌লভীর মুল নাম মাহ্‌মুদ আর নাসিরুদ্দীন প্রভৃতি তাঁর লখব্‌ বা উপাধি।[৩] আলাউলের তোহ্‌ফায় এর সমর্থন আছে।

গ্রন্থোৎপত্তি

গ্রন্থোৎপত্তি সম্বন্ধে আলাউল যা বলেছেন, তা এই :

শ্রীযুত ইসুফ গদা মহামন্ত ওলি।
রচিলা বয়েত ছন্দ মনেত আকলি ॥

১। তাজকেরায়ে উলামায়ে হিন্দ—রহমান আলী, পৃঃ ২৫৬।

২। Indian Contribution to the Study of Hadith Literature by Dr. Md. Ishaque, Ph. D., p 63.

৩। তোহ্‌ফাতুন নেসায়েহ—আবদুল জলিল পেশোয়ারীকৃত টীকাসহ লাহোর থেকে ১৩১৭ হিজরী সনে প্রকাশিত।

সপ্তশত একাশী বয়েত কৈল সার।
রবিউল আখের দশদিন সোমবার ॥
তান পদে ভক্তি করি হৈয়া পৃষ্ঠগামী।
ঘৃত অবশেষে ঘোল ছাঁকি লৈলুঁ আমি ॥
বিশেষ মহন্ত আজ্ঞা না যায় লঙ্ঘন।
এ কারণে কষ্ট-পন্থে করিলুঁ গমন ॥
শ্রীযুত সোলেমান জ্ঞানে সুপণ্ডিত।
যদ্যপি সংসারে ভোর প্রভুগত চিত ॥
তাহান আদেশমাল্য শিরেত ধরিয়া।
হীন আলাউলে কহে পঞ্চালি রচিয়া ॥···
শ্রীযুত ইসুফ, গদা মহা দানেশমন্দ।
কিতাব তোহ্ফা নামে রচিলা সুছন্দ ॥···
শেখ মাহ্মুদ নামে জান তান পীর। ···
আবুল ফতেহা নামে পুত্র গুণবান।
রচিলা তোহ্ফা গ্রন্থ নিমিত্তে তাহান ॥ ...
'তোহ্ফা' কেতাব জান শরীয়তের ঘর।
পঞ্চ উপর চল্লিশ দ্বার মনোহর ॥ ...
আরবী কেতাব হন্তে ফারসী ভাষাএ।
রচিলা বয়েত ছন্দে ইসুফ গদাএ ॥ ··
'তোহ্ফাতুন্নেসায়েহ' বাছিয়া থুইলা নাম।
হাদিয়ারে 'তোহ্ফা' আরবী ভাষে বলে।
মহন্তেরে দেয় ডালি দিব্যবস্তু হৈলে ॥
এথেকে 'তোহ্ফা' নাম থুইল বাছিয়া ॥

অতএব, ইউসুফ গ'দার 'তোহফাতুন্নেসায়েহ্'ও মৌলিক রচনা নয়। এঁর অবলম্বন কোন আরবী 'হেদায়া'। যদিও 'রচিলা বয়েত ছন্দ মনেত আকলি' আছে, তবু

আমরা একে 'স্বাধীন অনুবাদ' বা ছায়াবলম্বন বলে মনে করতে পারিনে। কেননা আক্ষরিক অনুবাদ হওয়া সত্ত্বেও আলাউল বলেছেন—[তোহ্ফা] 'পরিশ্রমে রচিলাম মনে ভাবি উক্তি'। তবে স্থানীয় সমস্যার সমাধান দেবার জন্য কিছু কিছু স্বকীয় যোজনা যে রয়েছে, তাতে সন্দেহ নাই। গ'দার গ্রন্থে বয়েত সংখ্যা ৭৮১।

রচনাকাল

শেখ ইউসুফ গ'দা তাঁর গ্রন্থশেষে রচনার সমাপ্তি সন ৭৯৫ হিজরী বলে উল্লেখ করেছেন। যথা—

[দরখতম কিতাব ও মোনাজাত আখির শরানিস্ত]
হফ্‌সদ নওদ্ পঞ্জে দিগর হিজরত মোহাম্মদ মোস্তফা।
আশের রবিউল আখেরী ওয়াক্ত-এ জোহা রোজে কমর ॥

আলাউলেও গ'দা-প্রদত্ত সনের সমর্থন রয়েছে :

সিন্ধু শত গ্রহ দশ সন বাণধিক।
রচিলা ইসুফ গদা তোহ্ফা মানিক ॥
দুইশত অষ্টোত্তর সত্তর বহিল।
আলিমে পাইল মর্ম 'আমে' না পাইল ॥
এবে আম-লোক সবে গ্রন্থ বুঝিবার।
কহি শুন উপদেশ হৈল যে প্রকার ।। ('চ' পাণ্ডুলিপি)

অতএব, সিন্ধু – ৭, শত – ১০০, গ্রহ – ৯, বাণধিক [= তৎ অধিক বাণ] – ৫, = ৭ × ১০০ + ৯ × ১০ + ৫ = ৭৯৫ হিজরী বা ১৩৯৩ খৃষ্টাব্দ [৭৯৫ হিঃ = ১৭ই নবেম্বর ১৩৯২ খৃষ্টাব্দ থেকে ৫ই নবেম্বর ১৩৯৩ খৃষ্টাব্দ]। উক্ত ৭৯৫ হিজরীর সঙ্গে ২৭৮ হিজরী বছর যোগ করলে ১০৭৩ হিঃ দাঁড়ায়। সুতরাং ১০৭৩ হিঃ বা ১৬৬৩ খৃষ্টাব্দে [১০৭৩ হিঃ = ৮ই জুলাই ১৬৬৩ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৯শে জুলাই ১৬৬৪ খৃষ্টাব্দ] আলাউল তোহ্ফা-রচনায় আত্মনিয়োগ করেন।

তোহ্ফার রচনা-সমাপ্তিকাল—

পুস্তক সমাপ্ত সঙ্ক সন মুছলমানি।
রসাসিদ্ধি রামাধির লও পরিমানি ॥

পক্ষ সাবানের চতুর্দ্দস দিন সমবার।
সম্মুখে বরাত নিসি স্তুব জোগ সার॥
তরুণ ওরুণ সমে বেলা তুই জাম।
তত্ত উপদেস এহি পুস্তকের নাম॥
মগদের সন সক্ষ বুঝহ নিন্যএ।
রিতু জোগ অভ্র এক বসন্ত সমএ॥ ['গ' পুথি]

অথবা

পুস্তক সমাপ্ত সংখ্যা শুন মোছলমানি।
রসসিন্ধু রমধিক লঅ পরিমানি॥
সাবানের চতুর্দ্দস দিন চন্দ্রবার।
সমুখে বরাত নিসি সুভ জোগ সার॥
তরুণ অরুণ সঙ্গে বেলা তুই জাম।
তত্ত উপদেশ করি পোস্তকের নাম॥
মগদের সন সংখ্যা বুজহ নিল্পএ।
রিতু জোগ অভ্রেত জে বসন্ত সমএ॥
ফাল্গুণ মাসেত জান চতুর্থ বিংস সম।
সমাপ্ত হইল পোস্তক মনোরম॥

[চট্টগ্রামের পটিয়া থানার অন্তর্গত হুলাইল গ্রামে এক স্ত্রীলোকের ঘরে সাহিত্য-বিশারদ-দৃষ্ট পুথি থেকে তৎকর্তৃক গৃহীত পাঠ।]

আমাদের অনুমিত বিশুদ্ধ পাঠ :

পুস্তক সমাপ্ত-সংখ্যা সন মুসলমানি।
রাম সিন্ধু নবধিক লও পরিমাণি॥
সাবানের চতুর্দশ দিন সোমবার।
সমুখে 'বরাত নিশি' শুভ যোগ সার॥
তরুণ অরুণ সমে বেলা তুই যাম।
তত্ত্ব-উপদেশ এহি পুস্তকের নাম॥
মগদের সন-সংখ্যা বুঝহ নির্ণয়।
ঋতু যুগ অভ্র এক বসন্ত সময়॥
ফাল্গুণ মাসেত জান চতুর্বিংশ সোম।
সমাপ্ত হৈল এহি পুস্তক মনোরম॥

মুসলমানি সন : রাম—৩ সিন্ধু—৭, নবধিক [নব+অধিক] —১০। অঙ্কস্য বামাগতি নিয়মে ১০৭৩ বা ১৬৬৪ খৃষ্টাব্দ। [১৪ই সাবান বা২৪শে ফাল্গুন ১০২৬ মঘী হয় ১০ই মার্চ ১৬৬৪ খৃষ্টাব্দ]।

আর, মঘী সন : ঋতু—৬, যুগ—২, অভ্র—০, এক—১। এভাবে ১০২৬ মঘী বা ১৬৬৪ খৃষ্টাব্দ হয়। অতএব ১৬৬৩ খৃষ্টাব্দের শেষার্ধে তোহফার অনুবাদ কার্য সুরু হয়ে ১৬৬৪ খৃষ্টাব্দের প্রথমার্ধে শেষ হয়; এবং তৎপূর্বে ১০২৫ মঘীতে [চন্দ্র যোগ কলানিধি গ্রহের স্থাপন] বা ১৬৬৩ খৃষ্টাব্দে কবি 'সপ্ত পয়কর' রচনা করেন।[১]

সুতরাং রহমান আলী-প্রদত্ত ইউসুফ গ'দার মৃত্যু-তারিখটি ভুল।

<u>গ্রন্থালোচনা</u>

আলাউল বাংলায় ধর্মবিষয়ক গ্রন্থ রচনায় পথিকৃৎ নন। তাঁর পূর্বেও কয়েক জন ইসলামের বিধি-নিষেধ বিষয়ক গ্রন্থ রচনা করে প্রাকৃতজনের ধর্মজ্ঞান ও ধর্মভাব জাগ্রত রেখেছিলেন। আফজল আলীর (রচনাকাল ১৫৩২—৩৩ খৃঃ) 'নসীহৎনামা' হাযী মুহম্মদের (আনুঃ ১৫৫০—১৬০০খৃঃ) 'সিফৎ-ই-ইমান', পরাণের (আনুঃ ১৫৭৫-১৬২৫ খৃঃ) 'কায়দানী কেতাব', তৎপুত্র শেখ মুতালিবের (রচনাকাল ১৬৫১ খৃঃ) 'কিফায়তুল মুসল্লিন', নেয়াজের (আনুঃ ১৬০০-১৬৫০ খৃঃ) ও তৎপুত্র আশরাফের (আনুঃ ১৬২৫-৭৫ খৃঃ) 'কায়দানী কেতাব', আবদুল হাকীমের (আনুঃ ১৫৭৫-১৬৫০ খৃঃ) 'নসীহৎনামা' প্রভৃতি এ যুগের বহুলপ্রচারিত ও প্রচলিত গ্রন্থ।

বাংলা দেশে তথা পাক-ভারতে ইসলাম প্রচারিত হয়েছে প্রথমতঃ ও প্রধানতঃ সুফী সাধকদের মাধ্যমে। দেশীয় প্রাকৃতজন—শরীয়তী ইসলামের শিক্ষা-সৌন্দর্য-মুগ্ধতায় নয়—কেরামতীর আকর্ষণে ও প্রভাবেই প্রধানতঃ ইসলাম গ্রহণ করেছিল। ফলে শরীয়তী ইসলামের শিক্ষা ও সৌন্দর্যবোধ তাদের অন্তরে দৃঢ়মূল হতে পায়নি। গৌড়ের স্বাধীনতার যুগে তবু ইসলাম জনমনে জাগ্রত ছিল, কিন্তু ১৫৭৫ খৃষ্টাব্দে বাংলা দেশে নামতঃ মুঘল-অধিকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর মুঘলে-পাঠানে বহুবর্ষ-ব্যাপী যে দ্বন্দ্ব ও সংঘাত সৃষ্টি হল এবং তার ফলে যে শাসনতান্ত্রিক বিপর্যয় ও

১। ১১০ পৃষ্ঠায় সপ্ত পয়করের রচনাকাল-জ্ঞাপক আমাদের নির্ণীত সনটি ভুল। এর বিশুদ্ধ পাঠ ও ব্যাখ্যা এরূপ : 'চন্দ্র শূন্য কলানিধি গ্রহের স্থাপন'। চন্দ্র—১, শূন্য—০, কলানিধি—১৬, গ্রহ—৯=১০১৬+৯=১০২৫ মঘী।

রাষ্ট্রিক অনিশ্চয়তা দেখা দিল, তাতে প্রাকৃতজন ধনপ্রাণ সম্বন্ধে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল। রাজশক্তির উপর আস্থা হারিয়ে তারা জীবন ও জীবিকার নিরাপত্তার জন্যে উপদেবতা সৃষ্টি করে আরাধনা করে। এরূপে ষোড়শ শতকের শেষপাদ থেকে হিন্দুর সত্যনারায়ণ মুসলমানের সত্যপীর, হিন্দুর বনদেবী মুসলমানের বনবিবি, হিন্দুর কালু রায় মুসলমানের কালু গাজী, হিন্দুর দক্ষিণ রায় মুসলমানের বড় গাজী খাঁ প্রভৃতির পূজা-শিরনী প্রচলিত হয়। উত্তরবঙ্গে হতবাঞ্ছা জনগণ বাউল-বৈরাগী জীবনে আত্মপ্রসাদ খুঁজতে থাকে। আকবর–জাহাঁগীরের আমল এভাবে কেটে যাওয়ার পর যদিও শাহজাহান-আওরঙ্গজেবের আমলে দেশে শক্তির দ্বন্দ্ব ছিল না, তবু—সাত সমুদ্র না হোক, তের নদীর ওপারের দিল্লী-অধিকারে জনগণের আর্থিক-দৈন্য ঘোচেনি। শাহজাহানের আমলে এ দেশে দুর্ভিক্ষ হয়েছিল, আর আওরঙ্গজেবের আমলে ইউরোপীয় বেনে-স্বেচ্ছাচার বেড়ে উঠেছিল। তারপরে নেমে এল বর্গী-বর্বরতার অভিশাপ, সুবাদারের স্বেচ্ছাচার, অমাত্যবর্গের স্বৈরাচার, বেনে-দৌরাত্ম্য এবং অবশেষে পলাশী-উত্তর অর্ধ-শতাব্দীর শাসনতান্ত্রিক অব্যবস্থা ও আর্থিক দুর্গতি। ইংরেজের মুসলিম দলন-নীতির ফলে আঠার-উনিশ শতকে মুসলমানদের দৈন্য-দুর্গতি দুর্বিসহ হয়ে উঠেছিল। বাদশার জাত মূর্খ কুলি-কাঙালে পরিণত হল। এক নিঃশ্বাসে শোয়া দু'শ বছরের যে ইতিকথা শোনালাম, তা আপাততঃ অদ্ভুত ও আজগুবি ঠেকলেও ঐতিহাসিক সত্য। ফলে পদ্মার ওপারের জনগণের ধর্মমতে বা জীবন-জীবিকায় বহুকাল কোন পরিবর্তন সূচিত হয় নি। উনিশ শতকে হিন্দুরা রামায়ণ-মহাভারত পড়ে আবার হিন্দুয়ানী ফিরে পায়, আর মুসলমানেরাও ওহাবী আন্দোলনের বদৌলতে নতুন করে ইসলাম বরণ করে।

বাংলার পূর্বাঞ্চলে যে ইস্‌লামের প্রভাব তখনও অক্ষুন্ন থেকেছিল, সত্যপীর, বনবিবি, কালু গাজী বা বাউল মতবাদ যে জনসমাজকে বিভ্রান্ত করতে পারেনি, তার মূলে রয়েছে ১৬শ–১৭শ শতকের আফজল আলী, সৈয়দ সুলতান, শাহ্ বারিদ খান, হাজী মুহম্মদ, শেখ পরাণ, শেখ মুতালিব, শেখ চাঁদ, নেয়াজ, আলাউল, আশরাফ, আবদুল হাকিম, আবদুল করিম খন্দকার নসরুল্লাহ্ প্রভৃতির গ্রন্থের মাধ্যমে ধর্মভাব জিইয়ে রাখার সচেতন প্রয়াস। সে ঐতিহ্য এ অঞ্চলে আজো অম্লান। কেউ কেউ

বলেন, ইসলামি শাস্ত্রচর্চা এমনি ঐকান্তিক নিষ্ঠায় দুনিয়ার আর কোথাও হয় না। শোনা যায়, চট্টগ্রাম বিভাগে আলিমের সংখ্যা যত, দুনিয়ার আর কোন অঞ্চলেই নাকি তত নেই।

শাস্ত্রগ্রন্থ হিসেবে আলাউলের 'তোহফার' চেয়েও উৎকৃষ্ট গ্রন্থ শেখ মুতালিবের 'কিফায়তুল মুসল্লিন বা মোসলেমিন' (১৬৫১ খৃঃ রচিত) গ্রন্থখানা। মধ্যযুগের পূর্ণাঙ্গ দ্বিতীয় মুসলিম ধর্মবিষয়ক গ্রন্থ 'তোহ্ফা'। পদ্যে রচিত হলেও তোহ্ফা 'কাব্য-রস বাক্য নহে নীতিশাস্ত্র কথা'। কাজেই এখানে কবিত্বের ও রসিকতার অবকাশ নেই। ধর্মভীরু কবি মূলের আক্ষরিক অনুবাদ দিতে প্রয়াস পেয়েছেন, তাঁর উপাখ্যানগুলোর মত 'স্থানে স্থানে নিজ মন উক্তি' প্রকাশে এখানে তিনি সাহসী হননি। তবে বাচনভঙ্গীর সরসতা আছে। বাকপটুতার ও অভাব নেই। শাস্ত্র-নীতির কথা epigram বা সুভাষিত বুলির আকারেও প্রকাশিত হয়েছে। কয়েকটি নমুনা:

১। একঠামে নিবাস না করে নিরঞ্জন।
তত্ত্ব সুক্ষ্ম রূপেত পূর্ণিত ত্রিভুবন॥

২। একভাগ শৈশবতা যায় খেলারসে।
আর ভাগ যৌবনতা মত্ত কামবশে॥
শেষকালে জরা ব্যাধি ধরিব আসিয়া।
কোন্‌কালে পুণ্য হৈব বুঝহ ভাবিয়া॥
ক্ষেণে শিরপীড়া ক্ষেণে জরাজন্ম বায়ু।
যার অঙ্গে রোগ হয় তিক্ত লাগে আয়ু॥

৩। সপ্তদ্বীপ-স্বামী যদি হএ বৃদ্ধকালে।
কোন সুখ নাহি অঙ্গে জীবন জঞ্জালে॥

৪। বৃদ্ধেরে যৌবনে কোথা পুছে যুবাজন?

৫। শিশু হস্ত বাড়ায় ধরিতে শশোদর।

৬। রাজার সমাজ হয় সাগরের তুল।
অগাধ সাগরে পৈলে যেন নাহি কূল॥
যথাধিক লাভ দেয় তথোধিক হানি। [তুঃ বড়র পীরিতি বালির বাঁধ।
অপমান পায়ধিক তিলে যায় প্রাণি॥ ক্ষণে হাতে দড়ি ক্ষণেকে চাঁদ।]

৭। যেন মতে তঙ্কা পণ্যান্তরে শূণ্য।
৮। তেকারণে মুক্তাপুঞ্জ বাক্য নিঃসরয়।
৯। পুঞ্জ করি ধন থুইলে কুকুর সমান।
কার্যে না লাগিবে মাল ইটাল পাষান॥
ফকিরে রাখিলে ধন মানুষ না হএ।
দ্বীনের তস্কর প্রায় জানিও নিশ্চয়॥
১০। গ্রাহক থাকিলে রত্ন সমূলে বিকাএ।
১১। মধুর সুস্বর জান প্রাণের আহার॥
১২। লোকেরে আদর দয়া করিয়া বিস্তর।
সশরীরে স্বর্গে গেল ইসা পয়গাম্বর॥
ধন-শস্য-গর্ব করি কৃপণতা অতি।
মৃত্তিকার তলে গেল কারুণ দুর্মতি॥

তোহফায় কোরআন আছে, হাদিস আছে, কেয়াজ-এজমা আছে, আরো আছে লৌকিক বিশ্বাস-সংস্কার, সামাজিক রীতি নীতি ও লোকাচার। যথা ঃ

১। বিদ্যা ও আত্মনির্ভরশীলতা সম্বন্ধে ঃ

নানা বিদ্যা পঠ, শিখ, কর দুঃখকাজ।
লজ্জা না করিও তাহে মাগিলে সে লাজ॥ ।
বিদ্যাগুণ না জানিলে ভ্রমে দ্বারে দ্বারে।
গর্দভ বলদ সম যে আলস্য করে॥......
পৃষ্ঠে মুণ্ডে আনিব পর্বত কাষ্ঠ শিলা।
পরগৃহ অন্নহোতে শতগুণে ভালা॥
শাক অন্ন রুক্ষ শুষ্ক যেই মিলে খাও॥
স্বাদ হেতু নৃপতির গৃহেতে না যাও॥
মনেত করিয়া আশা কতক্ষণে খায়।
পরগৃহে না থাকিব কুকুরের প্রায়॥
পর-গ্রাসে আশ ভাবি না থাকিব মনে।
কুকুর সমান তারে দেখে সর্ব জনে॥

(বাব ১১)

(২) সঙ্গীত ও নৃত্য সম্বন্ধে : সুস্বর ঈশ্বর দান বড়হি পদার্থ।
শ্রুতিমাত্র মনেত উপজে পরমার্থ ॥
হাদিসে খবর দিছে রসুল ঈশ্বর।
তুমি সবে নিজ কণ্ঠ করহ সুস্বর ॥
মধুর সুস্বর জান প্রাণের আহার।
মহৎ চরিত্র সত্যভাব জন্মে যার ॥
ভাব উপজিলে মন উর্ধ্ব গতি হএ।
না মরে জলের হেটে অগ্নি না দহএ ॥
সারে প্রবেশিব মন অসার তেজিয়া।
অশ্রুস্রবে শ্বাস রোখে না দিব ছাড়িয়া ॥
এমত হইলে তারে বোলে শুদ্ধভাব।
কপটে নাচিলে হানি, বিন্দু নাহি লাভ ॥…
গাহিতে শুনিতে কামভাব না ভাবিব।
প্রভু ভাবে মগ্ন মন হইয়া শুনিব ॥…
একরীত হোতে চিত্ত হএ আন রীত।
রহিতে পারিলে না নাচিব কদাচিত ॥
আপনা বিস্মৃত হৈলে দৈবে সে নাচিব।
নহে অশ্রু পাতে প্রভু স্মরণে রহিব ॥…
যন্ত্রকুল হারাম হইছে এই রীত।
তবল বাহিতে মাত্র গাজীর উচিত ॥
তাম্বু ঢোল নিঃস্বার্থে বাহন লিখে দোষ।
বিবাহ উৎসবে মাত্র বাহন সন্তোষ ॥ (বাব ৩২)

(৩) আদব-লেহাজ সম্বন্ধে : মজলিসে গেলে মৌন হইয়া বসিবে।
বিনা জিজ্ঞাসনে কোন কথা না কহিবে ॥
পুছিলে উত্তর দিব আদর প্রমাণে।
নহে পুনি শুনিয়া থাকিব সাবধানে ॥

না ঝুরিব, না বসিব হেলি পদ মেলি।
অঙ্গে নখ না লাগাবে হেট বস্ত্র তুলি ॥ (বাব ২২)

(৪) বিয়ে সম্বন্ধে :

[যে নারী] অতি স্থুল, পুষ্টকায়া, অধিক দুর্বল।
কর পদে লোমাবলী থাকে যে-সকল ॥
না ঢাকএ মস্তক, সাক্ষাতে দেএ গালি।
অন্ধকার রাখে গৃহ প্রদীপ না জ্বালি ॥
কেলি-রস হেতু যদি ডাকে প্রিয়ভাষে।
করিয়া পীড়ার ছল নিকটে না আসে ॥

[তার চেয়ে] আপনা হরিষ যদি চাহ চিরকাল।
কিনিয়া সুন্দর দাসী গোড়াইলে ভাল ॥
দাসীভাবে মনে করে ঈশ্বরের কর্ম।
সদা ত্রাসযুক্ত থাকে, বুঝে কার্য-মর্ম ॥ (বাব ১২ নিকাহ)

(৫) সম্ভোগ সম্বন্ধে : যদি দাসী কিনি গৃহে আনে কোন জন।
তৎমাত্র না কর চুম্বন আলিঙ্গন ॥
উদর পবিত্র আছে বুঝিয়া মরম।
তার সঙ্গে কেলিরস কর নিভরম ॥
বেচিলে বেচিবে দাসী পবিত্র উদরে।
মাসাধিক যায় সে চরিত্র বুঝিবারে ॥ (বাব ১৮, সদাগরী)

(৬) ভিখিরীর প্রতি কর্তব্য সম্বন্ধে ইদানীং কোরআন-হাদীসের বাণী-সম্বলিত বহু কবিতা রচিত হয়েছে। আলাওলের এ অংশ ওসব কবিতার পাশে হীনপ্রভ হবে না :

কৃপা ভাবে ভিক্ষুক করিলে এক দৃষ্টি।
তোমা 'পরে ঈশ্বরে করিব কৃপা বৃষ্টি ॥
নিজ অঙ্গে দুঃখ সহে পরদুঃখ লাগি।
তার সম কেহ নহে প্রভু-কৃপা-ভাগী ॥

দ্বারে আসি ভিক্ষুকে মাগিলে এক রুটি।
না দিয়া ফিরাএ যদি নষ্ট পরিপাটি ॥
ঈশ্বরে বোলএ, 'আমি গেলু তোর দ্বারে।
এক গ্রাস ভক্ষ্য তুমি না দিলা আমারে' ॥
দ্বার হন্তে কেহ যদি মাগুয়া খেদাএ।
'মোকে খেদাইল'—হেন বোলএ খোদাএ ॥
গ্রাস এক না দিয়া খেদাএ ভিক্ষুক।
সহস্র বৎসর দোজখেত পাইব দুঃখ ॥ (বাব ৩০, দান)

(৭) লৌকিক-সংস্কার সম্বন্ধে ঃ

১। না লেপিঅ ঘর বেড়া গো-লাদ মিশ্রিত।
ফেরেস্তা না আসে কাছে জানিহ নিশ্চিত ॥

২। পতি পত্নী অনুক্ষণ কলহ করিলে ঘন
গৃহ হতে লক্ষ্মী দূরে যাএ।

(৮) জীবনসায়াহ্নে কবি আল্লাহ্‌র কাছে পাপ-মুক্তির জন্যে যে আকুল-আবেদন জানিয়েছেন, তা মুমুক্ষু মানুষ মাত্রেরই প্রাণের চিরন্তন কামনা ঃ

কাতরের কাকুতি শুনহ করতার।
দোষ ক্ষমি কৃপা কর, সেবক তোহ্মার ॥
কৃপাসিন্ধু তুমি এক ত্রিজগৎ-পতি।
বিনু-লক্ষ্য মহিমা-উজ্জ্বল জগ-জ্যোতি ॥
নাহিক দাসের লক্ষ্য তুমি বিনু আর।
ঘোর পাপ হন্তে মোরে করহ উদ্ধার ॥
হীনমতি বহু মোর বৃত্তি দাগাবাজি।
ক্ষমাদানে ফকির-ফোকরা কর রাজি ॥
চিত্ত হন্তে খণ্ডাউ যথেক ধন্দভাব।
দ্বীন-দ্বারে ইমা হৈলে মূলাধিক লাভ ॥
ভক্ষ্য লাগি মন না করিঅ ছত্রাকার।
তুহ্মি বিনু অন্য আশা খণ্ডাউ আমার ॥

সবর-শোকর প্রভু কর মোরে দান।
এ দোন প্রসাদে পাইমু দুই কূলে মান॥
দৈবে মহাপাপী আমি নাহি পুণ্য আশা।
কেবল করিম-কৃপা পাপীর ভরসা॥

এ প্রসঙ্গে বিদ্যাপতির বিখ্যাত পদ—'মাধব, বহুত মিনতি করি তোয় ..' স্মরণীয়।

এরূপে কোরআন-হাদিসের নির্দেশের সঙ্গে সঙ্গে ইউসুফ গ'দা তথা আলাউল সমাজের গরজ ও রীতির পরিপ্রেক্ষিতে স্বকপোলকল্পিত ফতোয়া বা পাঁতি দিয়েছেন। এতে তাঁদের সমকালীন প্রবহমান সমাজ-ও জীবনবোধের প্রকৃষ্ট পরিচয় মিলে। জগৎ ও সমাজ-জীবনের গতি, প্রকৃতি ও প্রবৃত্তির প্রতি যে সশ্রদ্ধ উদার মনোভাব তাঁরা পোষণ করতেন, তাতে আজকের দিনেও গোঁড়াপন্থী ধর্মধ্বজীরা চিন্তার খোরাক পাবেন বলে আমাদের বিশ্বাস।

তোহফায় ইসলামি আচার-আচরণ সম্বন্ধে যে-সব বিধি-নিষেধ রয়েছে, সমাজে সেগুলোর আবেদন ও প্রয়োজন আজো শেষ হয়নি। সে দিক দিয়ে তোহফা আজো উপাদেয় গ্রন্থ বলে বিবেচিত হতে পারে। আরো এক হিসেবে এর মূল্য কম নয়, এ গ্রন্থে লোকাচার সম্বন্ধীয় বিধি-নিষেধের আড়ালে আমাদের সেকালীন নৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবন-চিত্রও উঁকি দিচ্ছে। পরোক্ষভাবে আমরা জানতে পারি, জন-জীবনে জুয়া, নাচ-গান, বাঁদী-সম্ভোগ, দাস ক্রয়-বিক্রয় প্রথা, খেলা-ধূলা, শিকার, বিয়েতে গান-বাজনা প্রভৃতি অধিক লোকপ্রিয় ছিল। এদিকে গণ-প্রবণতা ছিল বলে এগুলো বহুল প্রচলিত ছিল। যাত্রার 'শুভাশুভ' প্রভৃতির ন্যায় নিতান্ত লৌকিক সংস্কারও ধর্মীয় পাঁতি-ফতোয়ার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে! এ যুগে বাচাল না হলে 'চৌকস' বলা হয় না। আর সে যুগে বিনা প্রয়োজনে মজলিসে কথা বলা ছিল বড় বেয়াদবী। আজকাল শিষ্টাচারের সংজ্ঞা ও স্বরূপ বদলে গেছে। তাই পুরানো শিষ্টাচার-পদ্ধতিতে আমরা কৌতুকবোধ করি।

সংযোজন

পৃ ৬৮, ১৮ পংক্তির পর

বহু মোহন্তের পুত্র মহা মহা নর।
পাঠ-নীতি-সঙ্গীত শিখাইলুঁ বহুতর॥
বহুল মোহন্ত লোক কৈল গুরু ভাব।
সকলের কৃপা হন্তে ছিল বহু লাভ॥

পৃ ৮৫, ১০ পংক্তি

"আকুলেস পড়া হয়।" এর পরে—'আবার পুথিতে 'কু' ও 'স্ন' দেখতে প্রায় একইরূপ। তাই'—শ্রদ্ধেয় ....'।

পৃ ৯২, ৩ পংক্তি

'হৃদয়ানুভূতির ছাপ থাকত।' এর পরে—"আর জালালপুরের নাম একবার মাত্র (পদ্মাবতীতে) উল্লেখিত হয়েছে। মাতৃভূমি হলে এ নামের সোচ্ছ্বাস পুনরাবৃত্তি হতো।"

পৃ ৯৩,১৯ পংক্তি—দীঘিও রাস্তিখানের না হয়ে যায় না। ২ পাদ টীকা

রাস্তিখানের মসজিদের প্রাচীন-সৌষ্ঠবহীন আধুনিক সাধারণ রূপ দেখে কেউ কেউ মনে করেন, রাস্তিখানের মসজিদ অন্যত্র ছিল। সে মসজিদ ভেঙ্গে যাবার পর কোন ইতিহাস-সচেতন ব্যক্তি শিলালিপিটি এনে আলাউলের দীঘির পাড়স্থ মসজিদগাত্রে বসিয়ে দিয়েছেন। চিরকালীন মুসলমান-বসতি-ঘন অঞ্চলে কোন প্রাচীন মসজিদ জীর্ণ হয়ে ভেঙ্গে গেলেও তৎস্থলে নতুন মসজিদ তৈরী হওয়াই স্বাভাবিক। মসজিদ নিশ্চিহ্ন করতে ধর্মসংস্কারের বাধা আছে। অতএব, উক্ত অনুমান অযৌক্তিক। বরং এটাই সম্ভব যে, রাস্তিখান-নির্মিত মসজিদ চারশ' বছরে ভেঙ্গে পড়েছে এবং তৎস্থলে গ্রামবাসীদের দ্বারা নির্মিত বর্তমান মসজিদটির গাত্রে শিলালিপিটি পূর্ববৎ বসিয়ে দেয়া হয়েছে।

এ পুথি সম্পাদনায় প্রবর্তনা দিয়েছিলেন শ্রদ্ধেয় অধ্যক্ষ জনাব মুহম্মদ আবদুল হাই। আর 'সাহিত্য পত্রিকা'র মাধ্যমে প্রকাশের ব্যবস্থাপনাও তাঁরই। তাঁর প্রতি রইল আমার অশেষ কৃতজ্ঞতা। আলাউলের অপ্রকাশিত-পূর্ব গ্রন্থটি এভাবে সুধী-সাধারণের সামনে তুলে ধরতে পেরেছি বলে আমিও আত্মপ্রসাদ লাভ করছি।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথিশালার তত্ত্বাবধান-সহকারী জনাব মীর ওয়াহেদ আলী ইউসুফ-গ'দার গ্রন্থটির সন্ধান দিয়েছিলেন। ইউসুফ গ'দার পরিচিতির খোঁজ দিয়েছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের অধ্যাপক ডক্টর মুহম্মদ ইসহাক। ফারসীপাঠের সঙ্গে অনুবাদের পাঠ যাচাইয়ে সাহায্য করেছেন তরুণ সাহিত্যিক জনাব নেয়ামাল বাসির ও উর্দু সাহিত্যিক জনাব মৌলানা আবদুল খালেক নদভী। আর প্রুফ দেখার কাজে অকৃপণ সহায়তা পেয়েছি, তরুণ গবেষক জনাব আনিসুজ্জামানের।

তোহ্ফা

॥ প্রস্তাবনা ॥

॥ না'ত ॥

…শিরেত লৌলাক[১] ছত্র প্রসাদ অমুল।
ডাকুয়া সমান সঙ্গে যথেক রসুল ॥
যাবতে না যাবে নবী ভেহেস্ত মাঝারে।
যথেক রসুল নবী থাকিবেক দ্বারে ॥
হেন মোহাম্মদ নবী সংসারের সার।
স্বর্গ মর্ত্য পাতালে সমান নাই যার ॥
পাতকী তরান হেতু অবতার পূর্ণ।
গিরিসম পাতক স্মরণে হএ শূণ্য ॥
নবীকুল কেরামত ক্ষিতিতে প্রচণ্ড।
আকাশের শশীকে করিলা দুই খণ্ড ॥
ক্ষিতিতলে যখনে নবীর জন্ম হৈল।
পূজ্যমান মূর্তিসব ভাঙ্গিয়া পড়িল ॥
তান দ্বীন প্রচারে কুফর হৈল নাশ।
বাল-চন্দ্র-প্রায় নিত্য কীরিতি প্রকাশ ॥
চার মিত্র নবীর পাতক নাশ-গুরু।
দীন হীন জন প্রতি মহা কল্পতরু ॥
তা সভান কীর্তিগুণ জগতে প্রচার।
লক্ষ এক শক্তি নাই কহিতে আমার ॥

॥ গ্রন্থ পরিচিতি ॥

শ্রীযুত ইস্যুফ গদা মহা দানেশমন্দ।
কিতাব 'তোহ্ফা' নামে রচিলা সুছন্দ ॥
মহন্ত পণ্ডিত গুরু কেরামত কারী।
তাহান মহিমা কথ কহিবারে পারি ॥
'শেখ মাহমুদ' নামে জান তান পীর।
কহিছন্ত মহিমা কেতাব সুরুচির ॥
'আবুল ফাতেহ্' নামে পুত্র গুণবান।
রচিলা তোহ্ফা গ্রন্থ নিমিত্তে তাহান ॥
আর যেবা পড়ে শুনে তার হিত লাগি।
শাস্ত্রপন্থ জানাই হইলা পুণ্যভাগী ॥
চারিদশ পঞ্চ বাব আছে ভিন্ন ভিন।
শরীয়ৎ তরিকৎ ইসলামি দ্বীন ॥
হাকিকৎ তৌহিদ ইমান মহারত্ন।
সকল আছএ যদি পড়ি বুঝ যত্ন ॥
দ্বারকে বোলএ 'বাব' আরবী ভাষাএ।
বিনু দ্বারে গৃহে প্রবেশন নাহি যাএ ॥
তোহ্ফা কেতাব জান শরীয়তের ঘর।
পঞ্চ উপর চল্লিশ দ্বার মনোহর ॥
কিবা দ্বীনি কিবা দুনি কিবা ধর্মকর্ম।
ভোজন, পিয়ন, রতি, বাহ্য-শৌচ-কর্ম ॥
গৃহ-স্থিতি, কর্মনীতি, লক্ষ্মী বাড়ে-টুটে ॥
কোন্ কর্মে নরকে পড়এ স্বর্গে উঠে ॥

১। লাওলাকা লামা খালাক্ তুল আফ্লাক্—এর সংক্ষিপ্ত সার 'লৌলাক'। আল্লাহ্ হযরত মুহম্মদকে (দঃ) বলছেন—যদি তুমি না হতে (অর্থাৎ যদি তোমাকে সৃষ্টি না করতাম), তবে দুনিয়ায় কিছুই হত না (অর্থাৎ কিছুই সৃষ্টি করতাম না)। তোমার শিরের উপরই 'ওহি'রূপ অতুলনীয় মর্যাদার ছত্র প্রসারিত হল, তুমি হলে গোটা সৃষ্টির উপলক্ষ্য। ভাবার্থ।

নামাজ, যাকাত, রোযা, ফরয, নফল।
ওযু, তৈয়ম্মম আদি যথেক গোসল॥
গোরের সওয়াল আছে যথেক কথন।
কোন্ কর্ম কৈলে হএ পাপ বিমোচন॥
আর বহুনীতি শাস্ত্র, নানা কথা আছে।
বিবরিয়া সকল কহিমু আগে পাছে॥
কল্পনা-বচন নহে সাক্ষী কোরকান।
ইমান সবের কথা হাদিসে ফরমান॥
হেদায়া কাফির-কুঞ্জী, কুফুরীর কথা। ২৫
গ্রাসিলা আদি-কেতাবীর যথেক ব্যবস্থা॥
আরবী কিতাব হন্তে ফারসী ভাষাএ।
রচিলা বয়েত ছন্দে ইসুফ গদাএ॥
ভক্তিভাবে একচিত্তে যে জনে পড়এ।
জ্ঞান-বৃদ্ধি অতি হএ পাতক নাশএ॥
অল্প পড়িয়া যদি হএ বহু জ্ঞান।
কোথা আর বস্তু আছে এহার সমান॥
অল্পবস্তু হন্তে যবে হএ বহু কাম।
'তোহ্‌ফাতুন্নেসায়েহ্‌' বাছিয়া থুইলা নাম॥
'হাদিয়ারে' তোহ্‌ফা আরবী ভাষে বলে।
মহতেরে দেয় ডালি দিব্যবস্তু হৈলে॥ ৩০
এথেকে 'তোহ্‌ফা' নাম থুইল বাছিয়া।
বহুজ্ঞান উপার্জয়ে অল্প পড়িয়া॥
সিন্ধুশত গ্রহদশ সন বাণধিক। [৭৯৫ হিঃ]
রচিলা ইসুফ গদা তোহ্‌ফা মাণিক॥
দুইশত অষ্টোত্তর সত্তর বহিল।
আলিমে পাইল মর্ম 'আমে' না পাইল॥
এবে 'আম'-লোক সবে গ্রন্থ বুঝিবার।
কহি শুন উপদেশ হৈল যে প্রকার॥

॥ আদেষ্টা-প্রশস্তি ॥

রাগঃ দীর্ঘছন্দ

সুধন্য রোসাঙ্গ দেশ, নাই মন্দ পাপলেশ
শ্রীচন্দ্র সুধর্মা তাতে রাজা। ৩৫
অধিক মহিমা যার, দৈবের নিবন্ধ তার
নৃপকুলে আসি করে পূজা॥
তানপাত্র দিব্যজ্ঞান, শ্রীযুত সোলায়মান
শুভক্ষণে সৃজিলা বিধাতা।
নানা শাস্ত্র অবধান, দৌত্য,-সত্য,-শান্তিমান
গুণবন্ত গুণিগণ জ্ঞাতা॥
ক্ষমাশীল দয়াবন্ত, রসসিন্ধু ভাগ্যবন্ত
সঙ্গীত আদি বাদ্য সুগায়ক।
পর উপকার লাগি, নিজকর্ম পরিত্যাগি
হীনজনে মহিমা দায়ক॥ ৪০
আলিম সভান মেলা, শাস্ত্রতত্ত্ব নিত্যি খেলা
রাগরঙ্গ বিনোদ সদাএ।
বৈভব অধিক মাফ, সর্বমতে সম দাপ
গর্বহীন সুপবিত্র কায়॥
বাক্যামৃত হীনকটু, সরস হৃদয় পটু
অতিথি ভকতি অনুক্ষণ।
সংসার অসার মানি, মনে তত্ত্ব সার জানি
প্রভুভাবে দ্রবিত লোচন॥
ইষ্টমিত্র বন্ধুজন, জ্ঞাতি পালে অনুক্ষণ
পরদেশী সন্তোষন্ত নিত। ৪৫
মহিমা তাহান যথ, আমি বা কহিব কথ
শান্তি-মূর্তি উদার চরিত॥

আলিম সকল তথা, নানা কেতাবের কথা
সর্ব অর্থ বাখানি কহিতে।
তোহ্‌ফা কেতাব বাণী, মনেত কৌতুক মানি
মোক আজ্ঞা কৈলা হরষেতে॥
দেখ এই সুকেতাব, পড়িলে অনেক লাভ
কেহ বুঝে কেহ হএ ধন্ধ।
যদি হএ দেশী ভাষা, পূরএ মনের আশা
রচ তাকে পয়ার প্রবন্ধ॥
হইলে মহন্ত আজ্ঞা, না আইসে কারো শঙ্কা
অন্নদাতা সমান পিতার।
তান আজ্ঞা লক্ষ্য করি, হৃদয়ে সাহস ধরি
রচিতে করিলুঁ অঙ্গীকার॥
মুই আলাওল হীন, দৈববশ অনুদিন
বিধি বিড়ম্বিল বৃদ্ধকাল।
পাইতে ঈশ্বর মর্ম, না করিলুঁ কোন কর্ম
বৃথা কর্মে গোঞাইলুঁ কাল॥
আজকালু হৈব ভাল, এইমতে গেলকাল।
না পূরিল মনের বাঞ্ছিত।
আছে প্রভু কৃপামএ, সে পুনি অন্যথা নএ
ধর্ম লক্ষ্যে নিবারন্ত চিত॥
দেখ কাল বহি যাএ, নিশ্চিন্ত তরণী প্রাএ
মিছা কাজে বৃথা উতরোল।
যথেক কৌতুক রস, তিলে হৈব সব ভস্ম
যবে আসি যমে দিব কোল॥
নিদ্রাতুল্য জাগরণ, না শুনএ তেকারণ
অর্ধমৃত নিদ্রার অধিক।
সহস্র সহস্র সাক্ষী, শতবার দেখি আঁখি
না হৈল প্রত্যয় খানিক॥
'মোর মোর' সবেকএ, ভাবিচাহ কারো নএ
ভুলি মিথ্যা জগতে জঞ্জাল।
সঙ্গে পাপপুণ্যকর্ম, জগতে কীরিতি ধর্ম
নিশ্চল রহিল চিরকাল॥
তাকে বলি সাধুব্যক্তি, শেষে রহে যার কীর্তি
তার মৃত্যু জীবন সমান।
হীন আলাওল ভাণ, শ্রীযুত সোলায়মান
পুণ্য স্মৃতি রসের সুজান॥

॥ গ্রন্থ সূচনা ॥

পীর মুরশীদ গুরুজন পদে লাগি।
গুণিগণ চরণেত পরিহার মাগি॥
বিচারি পাইলে দোষ ক্ষেমিবা বিদ্বান।
তত্ত্বমাত্র না দুষিবা বিনি অবধান॥
ছোট শক্তি নহে জ্ঞান গুনীণের[১] কর্ম।
মহাজন সকলে জানএ তার মর্ম॥
আছিলা পূর্বের কবি মহাবুদ্ধি বন্ত।
সর্বটুটি[২] আসে যথ কাল হএ অন্ত॥
সে সকলে যে করিছে পরাকলি বুদ্ধি।
পরিশ্রমে শিখিলে অখনে পাএ শুদ্ধি॥
অখনেহ গুণী বিচারিলে জ্ঞান পাএ।
গ্রাহক থাকিলে রত্ন সমূলে বিকাএ॥
ক্ষুদ্রশক্তি হই মোর আশা গুরুতর।
শিশু হস্ত বাড়াএ ধরিতে শশোদর।
সাধিতে অসাধ্য কর্ম গুরু কৃপামএ।

১। পাঠান্তর: গ্রন্থের, 'চ' পাণ্ডুলিপি।
২। পাঠান্তর: শক্তিটুটি 'চ' পাণ্ডুলিপি।

আদেশকারীর ভাগ্য প্রবল আছএ ।।[১]
যে বোলে বলোক কর্ণ-পন্থে না করিয়া ।
নির্দোষী ঈশ্বর মাত্র, মনেত ভাবিয়া ॥
'সাহসেত সিদ্ধি' কহিআছে মহাজন ।
চলিলুঁ বিকট-পন্থে তাহার কারণ ॥
অঙ্গীকার করিলুঁ যে সাধুর সাক্ষাত্ ।
আগুহৈয়াপাছেহৈলেলজ্জাআছেতাত্ ।।
ঘোর পন্থে গুরু ভাবি করিলুঁ গমন ।
কঠিন কেতাব কথা করিতে রচন ॥
আল্লার ফরমান বহু নানা শাস্ত্র-কথা ।[২]
তেকারণে ভবিয়া না কৈলুঁ বহুলতা ॥
ইস্থুফ গদার পদে করি পরিহার ।
হীন আলাওলে কহে রচিয়া পয়ার ॥

॥ প্রথম বাব—তৌহিদ ॥

খর্বছন্দ

আদ্যে তৌহিদের কথা শুন বুধজন ॥
দঢ় চিত্তে ভাব সত্য প্রভু নিরঞ্জন ॥
সমান সীমানা নাহি তাহান দোসর ।[৩]
মাতাপিতা পুত্র দারা বর্জিত ঈশ্বর ।।
ভোজন পিয়ন নিদ্রা কাম বিবর্জিত ।
নাহিক কাহারে ছল কার সঙ্গে স্থিত ॥
সেই বিন্দু-আর্তি জগ তাহার যাচক ।
রক্ষক বিহীন আপে সভান রক্ষক ॥
নহেক শরীরবস্তু দীর্ঘাল পাতল ।
নহে খণ্ড অন্ধ বর্ণ শ্বেত পীত লাল ॥
স্বাদ নাহি গন্ধ নাহি বর্জিত মুরতি ।
নিয়ম নাহিক তান কোন স্থানে স্থিতি ॥
হেট ঊর্ধ্ব নাহিক সে দক্ষিণ কি বাম ।
নাহিক সম্মুখ পিছু বিবর্জিত ঠাম ॥
সদা জীএ বিন্দু চক্ষে দেখে কর্ণে শুনে ।
তম জুতি আদি যথ সৃজিল কল্পনে ॥
চিন্তা কাতরতা নাই ভাবনা বিষম ॥
ত্রিজগ সৃজিতে তিল নাহি পরিশ্রম ।
সর্বজগ নবীন সে আপনি পুরান ।
সকল বাখান তিল নাহিক দোষন ॥
কর্তব্যাকর্তব্য ভক্ষ্যাভক্ষ্যের বিচার ।
পূর্বে এক বাক্যে হৈল জগতে প্রচার ॥
প্রভুর বচন নহে মাত্রাক্ষর শব্দ ।
বুদ্ধি উক্তি প্রায় বিন্দু গুরু হএ তব্ধ ।।
স্বর্গপুরে সুখশেষে প্রভু দরশন ।
পাইবা মুমীন সবে হরষিত মন ॥
এক জুতি দেখি তবে বুদ্ধি হারাইয়া ।
রহিবেন্ত আনন্দে আপনা পাসরিয়া ॥
একঠামে নিবাস না করে নিরঞ্জন ।
তত্ত্ব সূক্ষ্মরূপেত পূর্ণিত ত্রিভুবন ॥
প্রভুর দর্শন এক স্থানেত না পাএ ।

১। পাঠান্তর : আস্তের কবির বাক্য প্রবল্ আছএ । -'চ' পাণ্ডুলিপি ।
২। ঐ কাব্য-রস-বাক্য নহে নীতি শাস্ত্র কথা ! ঐ
৩। ঐ সমান নাহিক কেহ, নাহিক দোসর ঐ
সমান সমস্তা নাহি তাহান দোসর। 'খ' ও 'ঙ' পুথি ।

স্থূল-দীর্ঘ আকার উপরে নাহি ভাএ ॥
স্বপনে দিদার পাএ শাস্ত্রে হেন কএ।
কিন্তু সত্যবাদী হৈলে করএ প্রত্যএ ॥
শাস্ত্রে লেখে আল্লাএ স্বপনে দেখা করে।
মহাসত্যবাদী হৈলে দেখে সেই নরে ॥
প্রভুরে স্বপনে দেখে মহা কর্ম ফলে।
মহাশুদ্ধ আলিম যে ফকির সকলে ॥
প্রভু ভাবে এক চিত্তে মহাভক্ত জন।
স্বপনে সে সবে দেখা পাএ নিরঞ্জন।
যে সাধু প্রভুর দেখা নিদ্রাতে পাইব।
নির্মল পণ্ডিত যোগী নিতান্ত হইব।
সংসারের মিছা কর্ম সকল তেজিয়া ॥
ক্ষেমামূলে প্রভু ভাবে মহাভক্ত হৈয়া।
সংসারের সুখ ভোগে না বাঞ্ছিব মন।
ছবর সোকর পালি থাকে সর্বক্ষণ ॥
নিদ্রাত প্রভুর দেখা যেই জনে পাএ।
লক্ষ মুখে সে মহিমা কহন না যাএ।
শৈশব খণ্ডি এবে বুদ্ধি হৈল যদি।
জানিও উচিত ফর্য তৌহিদ অবধি ॥

॥ দ্বিতীয় বাব—ইমান ॥

তৃতীয় বাবেত শুন ইমান বয়ান।
পুণ্যকর্মে ফল নাহি বেগর ইমান ॥
পয়গাম্বর সকল না হৈত অবতার।
কেহ না পারিত নিরঞ্জন চিনিবার ॥
এক স্বামী সত্যচিত্তে প্রত্যয় করিব।
যেই মত দিলে সেই মুখেত কহিব ॥
যেই মনে দঢ় জানে মুখেত অস্থির।
মুমীন খালেক পাশে খলকে কাফির ॥
লোক লাজে মুখে কহে পৈত্য[1] নাহি চিত।
আদ্য পদে যে কহিলুঁ তার বিপরীত ॥
বুদ্ধিবন্ত হই যদি না শুনে না করে।
অজন্ম যাহিল থাকে নরকেত পড়ে ॥
ইমা আনি না বুঝিলে মহত্ত্ব খবর।
আমের ইমান মোকল্লিদ মোতব্বর ॥[2]
আমের ইমান জান দুই মত হএ।
এক মোকল্লিদ নাম মোতব্বর কহে ॥
আর ইমা মোকল্লিদ ফাসিদ সে বোলে।
দোহান মর্তবা কহোঁ শুন কুতুহলে ॥
ইমা মোকল্লিদ মোতব্বর বোলে তারে।
কলেমা সিফাতে ইমা পড়িবারে পারে।
না বুঝি তাহার যদি অর্থের বাখান।
এহা জানে এই পড়ি হএ মুসলমান ॥
তাকে বোলে ইমা মোকল্লিদ মোতব্বর।
মোকল্লিদ ফাসিদের শুনহ উত্তর।
কলেমা সিফাতে ইমা অর্থ না জানএ।
পড়া নহে শুনি পড়ি মুসলমান হএ ॥
উপকথা দৃষ্টান্তেত কর্তব্য সে মূল।
এই ইমা মোকল্লিদ ফাসিদ আমূল ॥
তথাপিহ ইমা রত্ন সভার পূজিত।

১। পৈত্য-প্রত্যয়।
২। উৎলেবুল ইল্‌মা ওয়ালাউ কামা বিসসীন ওয়া তালাবুল ইলমে ফারিযাতোন্ আলা কুল্লে মুস্‌লেমিন ওয়া মুস্‌লিমাতিন। —হাদিস।

অবশ্য উদ্ধার হৈব থাকিলে কিঞ্চিত ।।
যদি বা মুমীনে পাপ করি থাকে অতি ।
দোজখেথু[১] অবশ্য পাইবে অব্যাহতি ।।
মেঘে বৃষ্টি তুল্য হৈলে ফকিরের পুণ্য ।
উদ্ধার নাহিক যার মনে ইমা শূণ্য ।।
ভ্রম মন না হইঅ বুঝহ প্রত্যেক ।
অবশ্য সবার কর্তা আছে জান এক ।।
মুমীন দোযখে না থাকিব চিরকাল ।
পাপ ভোগ ভুঞ্জিলে পশ্চাতে হৈব ভাল ।।
যদি বান্দা সবে গুণা করি থাকে অতি ।
তওবা করিলে শীঘ্রে হৈব অব্যাহতি ।।
করিম রহিম কৃপাময় করতার ।
বকসিব রহম গুণা না করিলে আর ।।
শ্রীযুত সোলায়মান গুণী সুচরিতে ।
রচাইলা পুস্তক লোকের হিতাহিতে।।
গুণিগুণ গ্রন্থি নাই সমান দুনিয়া ।
নিগুণীও যোগ্যতম গুণবন্ত প্রিয়া ।।
রোসাঙ্গ শহরে এক মহাগুণী আছে ।
অল্প পড়ি মুর্খসব ভুত কাছে কাছে ।।
বান্দা মোহন্ত সবে করে ফুশাফুশি ।
এই স্থানে সকল সমানে থাকে বসি ।।
সর্বস্থানে সাঁচা মিছা কহে ইতিহাস ।
কাজীর দেওয়ানে গেলে ভুতের প্রকাশ ।।
তথাপিহ যথ কিছু মনে না করিয়া ।
জগৎ দানে তোষন্ত প্রচার না করিয়া ।।

১। থু < থেকে

॥ তৃতীয় বাব—গোর সওয়াল ॥

তৃতীয় বাবেত গোর সওয়ালের কথা ।
আর বহু শাস্ত্রনীতি আছএ ব্যবস্থা ।।
দুগ্ধরস সম বিচারিলে আছ্য ভাগ ।
মথিতে মথিতে শেষে পাএ ঘৃত লাগ ।।[১]
গোরেত পুছার[২] আছে জানিও নিশ্চএ।
কিবা বৃদ্ধ যুবক বালক কিবা হএ ।।
মনকির নকির সে ফিরিস্তা দুইজন ।
শীঘ্রে আসে মাটি দিয়া গেলে নরগণ ।।
কিবা অগ্নি কিবা জল কিবা ব্যাঘ্রে ধরে ।
অবশ্য পুছার আছে যেখানে যে মরে ।
নাড়িয়া ঝাঁকিয়া কষ্টে জিজ্ঞাসিব কথা ॥
কিন্তু পুণ্যবন্তরে না দিব ধিক ব্যথা ।।
জিজ্ঞাসিব পাপীরে চাপিয়া অতিশয় ।
যে মত তুলারে চাপে অঙ্গার শলাএ ।।[৩]
কাফিরের শিশুর দুখ সে অল্প হৈব ।
মুমীন সবের সেবা স্বর্গেত করিব ।।
মোশরেক শিশুর সুসম অল্প হৈব ।
স্বর্গপুরে মুমীনের সেবাতে থাকিব ।।
উম্মত-চেরাগ-খুবী[৪] আবু হানিফাএ ।
এই মত কহিছন্ত নিজ ফতোয়াএ ।।
মুমীন পাপীর গোরে দুঃখ অল্পকাল ।

১। পাঠান্তরঃ দুগ্ধরস আগ্নে বিচারিলে সমভোগ ।
ঘৃত লভে পায় শেষে মথন সঞ্জোগ ।।
২। পুছার (< পুছ)-জিজ্ঞাসা ।
৩। পাঠান্তর : যেমত দলনে চিবি ইক্ষুরস পাএ।
৪। পাঠান্তর : কুপি ।

কেয়ামত অবধি কাফির দুঃখ-জ্বাল ॥
যেই বান্দা নেকী হএ গোরের ভিতর।
প্রভুর কৃপার দান পাএ নিরন্তর ॥
জীবন সমান গোরে রহিব যতনে।
ছটক পড়িলে গোরে নর-মাদী চিনে ॥
দুখ সুখ যথ কিছু গোরের ভিতর।
সর্বে বুঝিবেক জান জিন পরী নর ॥ [১]
একপদে ইস্রাফিল শিঙ্গাহ বয়ানে।
হস্তে লই শিঙ্গা আজ্ঞা হএ কোন ক্ষেণে ॥
প্রলয় ফুকেত সর্ব জীব মরিবেক।
দুই ফুকে নর গোর হস্তে উঠিবেক ॥
হইব স্বর্গের বৃষ্টি চল্লিশ বরিষ।
উঠিব সবের অঙ্গ গেজের[২] সদৃশ ॥
তরু-গেজ তুল্য গাছ হৈব ভূমি হোতে।
বৃষ্টিজলে শরীর হইব তরু মতে ॥
যথ অঙ্গধারী সব সুবুদ্ধি পাগল।
দেও-পরী-পশু-পক্ষী উঠিব সকল ॥
সাক্ষাতে আসিয়া সবে দিবেক বিচার।
নিয়মের শাস্তি বিনু না হৈব আর ॥
টাঙ্গিবেক তরাজু 'মিযান' যে নাম।
তৌল হৈব যথ যার পাপ-পুণ্য-কাম।
পুণ্যের দিকেত পালা ভার হৈব যার।
আনন্দে রহিব কোন ক্লেশ নাহি তার ॥
যার ভার হৈব পাপের দিকে পালা।
মহা দুঃখ বাসি সেই লাজে মুখ কালা ॥

১। পাঠান্তর : সর্বজীবে ত্রাণ পাএ বিনু পরী নর।
২। গেজের—অঙ্কুরের।

অতিবড় লেখক ফিরিস্তা দুই আছে।
যথ কিছু পাপ-পুণ্য তথাতে লেখিছে ॥
সে সব কাগজ উড়ি সাক্ষাতে আসিব।
মুমীনের দক্ষিণ হস্তে ঝরিয়া পড়িব ॥
কাফিরে দক্ষিণ হস্তে ধরিতে চাহিব।
পৃষ্ঠা ছিঁড়ি নিকালিয়া বাম হস্তে দিব ॥
নরকের পৃষ্ঠে সাঁকো সে পুল ছিরাত।
সর্বজন পার হৈতে উঠিব তথাত ॥
খড়গ হস্তে ধার তীক্ষ্ণ কেশের চিকণ।
যাইবা বিদ্যু-দুর্গতি[১] যথ মহাজন ॥
কেহ অশ্ব-উষ্ট্র-বোরাকের গতি প্রাএ।
পিপীলিকা সম কেহ বুকে হাটি যাএ ॥
কার মুখ জুতি হৈব পূর্ণচন্দ্র সম।[২]
কার মুখ অমাবশ্যা নিশির অধম ॥
তবে হস্ত পদ অঙ্গ সবে সাক্ষি দিব।[৩]
তব্ধ হই সর্বজন ত্রাসিত হইব ॥
দেখ ভাই নিজ অঙ্গ না হএ আপনা।
কি করিব পুত্র দারা ইষ্ট মিত্র জনা ॥
তখনে বান্ধব—দান-পুণ্য-গুরুভক্তি।
সংসারেত কীর্তি রহে পরলোক-মুক্তি ॥

১। পাঠান্তর : বিদ্যুৎগতি
২। প্রথম যেদল বেহেস্তে প্রবেশ করবে, তাদের মুখ চাঁদের মত উজ্জ্বল হবে, দ্বিতীয় দলের মুখ থাকবে তারার মত দীপ্ত।—হাদিস।
৩। লাম্ আশ্‌হাৎতুম্, আলায়না কালুনতাক্-নাল্লাহুল্ আয়াহ্।—কোর্‌আন।

'হাউজ কওসর' হস্তে জান বুধগণ।
স্বর্গপুরে চারি নদী বহে অনুক্ষণ॥[1]
নীর-ক্ষীর-মধু-সুরা প্রতি দ্বারে বহে।
মখলুক নর্ক স্বর্গ মাত্র ফানি নহে॥
'মাল্লিক' নরক রাজ্যে রহে নিরন্তর।
'রিজোয়ানে' স্বর্গেত তোলাএ টঙ্গিঘর॥
মুমীনের সদাএ স্বর্গেত নাহি রোগ।
কাফির নরকে অবিরত দুঃখ-শোক॥
পাপ অনুরূপ শাস্তি পাইয়া মুমীন।
হেমগৃহ স্বর্গেত থাকিব অনুদিন॥
দোযখে মুমীন যদি যাএ কদাচিত।
না যাএ আনল কাছে ইমানের ভিত॥
পড়িব কাফির পাপী নরকে নিশ্চএ।
স্বর্গেত রহিব সুখে মুমীন যে হএ॥
ইমাম মালিক আর ইস্তুফ মোহন্ত।
ভেহেস্তে যাইব 'রোয়া' দোঁহ কহিছন্ত॥
স্বর্গে পাপী যাইবা কি না যাইবা করি।
আবু হানিফাএ না কহিলা দঢ় করি॥
প্রভু হস্তে কাফির যে না হৈব নৈরাশ।
প্রতীত না কর—স্বর্গ পাইবার আশ॥
ওলি হতে নবীর মর্তবা গুরুতর॥
ফিরিস্তার গতি নাহি ওলি সমসর॥
মগর[2] চারি মাত্র ওলিধিক হএ।
আর কোন ফিরিস্তা ওলির সম নএ॥
নবীগণ পাছে জান আবুবকর সিদ্দিক।
তাহান মর্তবা জান সবার অধিক॥
তান শেষে উমর, উসমান জান পাছে।
ক্ষিতি তলে আলির সমান কেবা আছে॥
স্ত্রীকুলে শ্রেষ্ঠ যে খদিজা সুচরিতা।
তার পাশে আয়েশা অধিক জগমাতা॥

১। পাঠান্তর—দুগ্ধঘন।
২। মগর—কিন্তু।

কন্যা মধ্যে মর্তবা ফাতেমা যোহরার।
পৃথিবীতে তাহান সমান নাহি আর॥
আসহাব সকলেরে হেন কর জ্ঞান।[1]
পুণ্য দর্শাইতে সব নৈক্ষত্র সমান॥
সাক্ষি দিছে দশজন স্বর্গবাসী বুলি।
সিদ্দিক, উসমান আর উমর সে আলি॥
সায়াদ, সয়িদ, তালহা, যুবায়ের সুজান।
আর ওবায়দা[2] আর আবদুর রহমান॥
মিছাকের রোজেত ভাবিয়া নিরঞ্জন।[3]
আত্মাকুল সৃষ্টি প্রভু কৈলা জিজ্ঞাশন॥
মুঞিনি ঈশ্বর সত্য হঁউ তো সবার।
অস্তু[4] বুলি রুহ কুলে কৈল নমস্কার॥
স্বর্গ নর্ক আরশ কুরশী এ লোহ্ কালাম।
এ ছয় না হৈব ফানি বুঝহ নিভ্রম॥
যথ কিছু লোহ্ মধ্যে লেখিছে সকল।[5]
সেই বিনু অন্য নাহি নিশ্চএ কহিল॥
যদি ছল বল করে আপনে নৃপতি।[6]
মুখ ফিরি না যুঝিব তাহান সংগতি॥
আর কেহ মুখ ফিরাইলে তাহা হোতে।
তাহাকে মারিবা পুনি পার যেই মতে॥

১। আস্হাবি কান্-নযুমে বে-আইয়োহিম একতাদায়তুম্ এহতাদায়তুম্-ওয়া ফিহে ইশারাতুন্ ইলা ইন্না কুল্লেহুম্ কানুমিন্ আহ্লিল্ ইজ্তেহাদে কামা ফিল্ খোযানাতুল্ যালালিয়াহ্।—হাদিস ২। পাঠান্তর : সিদ্দিকের সুত ৩। পাঠান্তর : মিছাকের রোজ হস্তে ভাব নিজ মন। ৪। পাঠান্তর : স্তুতি। ৫। য়াস্আলুহু মান্-ফিস্সামাওয়াতে ওয়াল আর্দেকুল্ য়াউমিন হুয়া ফি শান।—কোরআন। ৬। মিনখারাযা ইন্নাৎতাআতা ওয়া ফারেকুল যামা আতা ফামাতা মাতা মাইয়েতাতান্ যাহেলিয়াহ্। লা যুগলেলো ওয়ালা য়ামলি আলাইহে ওয়া কেতাউৎতারিকে কাল্ বাগাতো কামা ফি শব্হে মশারেকুল আন্ওয়ার।—হাদিস।

কিবা পীড়া অঙ্গে হএ কিবা মুসাফির।
রোযার হুকুম নাহি না হৈলে স্থির ॥
যদি ভাঙ্গে ফর্য রোযা মনে করি সাধ।
এক দাসী কিনি তবে করিবে আযাদ ॥
এমত করিতে যদি যোগ্যতা না ধরে।
পূর্ণরসে ভুঞ্জাইব ষাট ফকিরেরে ॥
এথেক না পারে যদি হএ শক্তিহীন।
অনুক্রমে রাখিবেক রোযা ষাট দিন ॥
ইচ্ছাএ ভাঙ্গিলে রোযা 'কফ্ফারা' এই রীত।
সফর, পীড়াএ রোযা না হএ উচিত ॥
সফরেত ফর্য চারি রকাত যথাএ।
দুই গুজারিলে দুই বক্সিব খোদাএ ॥
কষ্টাধিক বুলি যেবা করিতে না চাএ।
আজ্ঞা লঙ্ঘি ঈশ্বরের প্রসাদ ফিরাএ ॥
সঙ্কট পড়িলে দোয়া পড়িঅ পড়াইঅ।
বন্দেগীর মজ্জা দোয়া নিশ্চএ জানিঅ ॥
কেয়ামত নিকটেত দজ্জাল আসিব।
ঈসা নবী নামি সেই দজ্জাল মারিব ॥
'এয়াযুজ মায়াযুজ' ভরিবেক ক্ষিতি।
বিঘত প্রমাণ কেহ কেহ দীর্ঘ অতি ॥
পশ্চিমে উঠিব ভানু হই জ্যুতিহীন।
তওবার দ্বার বান্ধা যাইব সেইদিন ॥
নারীকুল বিস্তর পুরুষ অল্প হৈব।
অশ্বে চড়ি রামাকুল কৌতুকে ভ্রমিব ॥
বহুল অকর্ম করি পাপ আচরিব।
মসজিদ বিস্তর নমায অল্প হৈব ॥
আহমদ মোহাম্মদ আর তাজদ্দীন।
এসব নামের লোক হৈব অতি হীন ॥[১]
সাদী আকবুলা জিরাকিয়া যেই নাম।
সে সব আসিয়া হৈব উপরেত ঠাম ॥
গ্রামবাসী জঙ্গলি গোপাল হলধর।
নাহিক পাদুকা পাএ জরাজীর্ণ ঘর ॥
শহরে সে সব লোকে মহত্ত্ব পাইব।
অর্ধ-অধি আসঙ্গ সে কুটিয়া[২] রমিব ॥
প্রভুতে মাগিব নিত্য জীবন-জঞ্জাল।
সেকালেত বুধজন-মৃত্যু অতি ভাল।
শ্রীযুত সোলায়মান জ্ঞানী সুচরিত ॥
জগমিত পরহিত কৃতিচিত নিত ॥
সুমহন্ত কৃপাবন্ত পুণ্যবন্ত মন।
শান্তমূর্তি সাধুবৃত্তি সুকৃতি ভাজন ॥
সদাশয়, গুণালয়, রসময় নিধি।
দানেমানে গুণ জ্ঞানে সৃজিলেক বিধি।
আয়ুযশ কৃতিগুণ বাড়ুক সদাএ।
ভক্তিস্তুতি বাঞ্ছাসিদ্ধি আলাওলে গাএ ॥

॥ চতুর্থ বাব—এলম ॥

চতুর্থ বাবেত জ্ঞান এলম প্রবন্ধ।
বিদ্যাবিনু যে রহে যুগল আঁখি অন্ধ ॥
যত্ন কর সর্ব হন্তে বিদ্যা পঠ ভাল।
না পড়িলে অনুশোচে গোঁয়াইব কাল ॥
শিশুকালে পড়ে যদি পাষাণের রেখা।
যুবাকালে পাঠ যেন জল 'পরে লেখা ॥
সর্বশাস্ত্র শিখ আগে পড়িয়া কোরান।

১। পাঠান্তর : জ্যোতিহীন। ২। কুটিয়া—কুষ্ঠরোগী

সংসারে মহিমা তার স্বর্গেত পয়াণ ॥
জ্ঞান, মুক্তি, ঈশ্বর চিনিতে মনে ভাব।
এই জ্ঞানবস্তু জ্ঞান পড়ি মহা লাভ॥
ঈশ্বর চিনিতে বিদ্যা পঠ জন্মভর।
বিদ্যার নির্মল জোতে[1] চিনিব ঈশ্বর ॥
সংসারের কর্ম যথ তেজিয়া সকল।
সারযোগে সাধ বিদ্যা রতন নির্মল ॥
সার সত্য যোগ বিদ্যা পড়িব সদাএ।
ঈশ্বর চিনিতে পঠ যথ গুরু পাএ ॥
কোরান পুরাণ শাস্ত্র যথেক সংসারে।
সর্বশাস্ত্রে সাক্ষি দিচ্ছে তত্ত্ব চিনিবারে॥
সত্যভাবে পঠে বিদ্যা জীবন সফল।
আনভাবে পঠে পাঠ সকল নিস্ফল ॥
কাযী মুফ্তি হৈব কিবা উপরে বসিব।
দানকালে ধন দ্রব্য বহু কিছু পাইব ॥
কিবা ধন উপার্জিব লেখনে পড়নে।
আলিম হৈয়া হেন গর্ব কৈলে মনে ॥
পড়িলে এসব ভাবে বৃথা গেল কাল।
পাঠ ছাড়ি অন্য বিদ্যা শিখে সেই ভাল ॥
পড়িব ঈশ্বর ভাবে হৈতে দিব্য জ্ঞান।
সংসারেত বস্তু নাহি এলম সমান ॥[2]
মুমীন সবের গুণা করিমে ক্ষেমিব।
আলিমে অশুদ্ধভাবে[3] শীঘ্রে শাস্তি পাইব ॥

১। জোতে—জ্যোতিতে।

২। মিন্ হুব্বুল ইল্মে ওয়াল উলামায়ে খাতইয়াতো ফি ইমামে·······হাদিস।

৩। পাঠান্তর : কৈলে।

প্রভুভক্তি ক্ষেমা শাস্তি পণ্ডিত ব্যভার।
অন্যভাবে আলিমের জীবন অসার ॥
আলিমকে দয়া যদি করে শুদ্ধ ভাবে।
জন্মাবধি কৃত পাপ খণ্ডিবেক তবে ॥[1]
তালেব-এলম দেখি আদর করিব।
কার্য হেতু যথ পারে সহায় হইব ॥
যদি করে ভগ্ন কলমের কাষ্ঠ দান।
আখেরে পাইব স্বর্গ সংসারে কল্যাণ॥
যদি বা আলিমে করে অল্প এবাদত।[2]
আবিদ অধিক প্রভু নিকটে মহত্ ॥
এক আলিমের যথ গুণের বাখান।[3]
হাজার আবেদ নহে আলিম সমান ॥
ইব্লিস আলিম কাছে ডরে নাহি যাএ।
বহুল যাহেদ এক শ'তানে ভুলাএ ॥
নারদে ভোলাএ শীঘ্রে বহুল দর্বেশ।
না পারে পণ্ডিত কাছে করিতে প্রবেশ ॥
এলমের বহুগুণ আলিমে বিচারে।
ব্যবস্থার ভাল মন্দ কিতাব ভিতরে ॥
ভাল মন্দ যথ কর্ম আলিম সে জানে।
সে ডরে আলিম পাশে না যাএ শ'তানে ॥

১। মান জারাল উলামায়া ফাকান্নামা যারনী ওয়ামিন সাফেহুল্ উলামায়া ফাকানামা সাফেহানী ওয়ামনি যালাসাল্ উলামায়া ফাকান্নামা যালাসানী ওয়ামান্ যালাসানী ফিদ্ দুনয়ায়ো আদ্খেলুল্লাহো ফিল্ যান্নাতে য়াউমুল কেয়ামহ্।—হাদিস।

২। কালিলুল ইলমো মা আল আমালা খায়রুম মিন কাসিরুল ইলমো মাআল জহ্লো।

৩। ফজলুল আলেমে আলাল আবেদে কাফায্লি আলা আদ্নাকুম।—হাদিস

কহিয়াছে পয়গাম্বরে হাদিস খবর।
সপ্তদিন আলিমেরে সেবে যেই নর ॥
করিলে প্রভুর সেবা হাজার বৎসর।
হাজার শহীদ পুণ্য পাএ সেই নর ॥
যাহিদে সারিব মাত্র আপনার অঙ্গ ।
শতজন মুক্ত হৈব আলিমের সঙ্গ ॥
এথেকে আলিম সেবা কর ভক্তি ভাবে।
জাহান্নাম তরিয়া ভেহেস্ত পাইবা তবে॥
তালিব-এলম দেখি হীন জ্ঞান করে।
না যাইব তার ইমা সঙ্গেতে আখেরে ॥
গুরু এ শিশুরে যদি বিসমিল্লা পড়াএ।
গুরু, মাতা পিতা, শিশু ভেহেস্তেত যাএ ॥
পড়নে যাইতে যথ ধুলা লাগে পাএ।
নরক হারাম তার করন্ত খোদাএ ॥
যদি দ্বীন-দুনিয়াই মাগে কোন জন।
পড়িলে পাইবা দোহ জানিঅ কারণ ॥
কোনে[১] বা কহিতে পারে এলম বাখান।
যথ কিছু কহিলুঁ হাদিস পরমাণ ॥
জাহিলের নিকটে না যাও কদাচিত।
পড়িবা নরক ঘোরে তাহার সহিত ॥
পড়িলে নাহিক ফল নেক-আমল[২] বিনু।
আমল বিহীনে পাঠ গুণহীন ধনু ॥[৩]
প্রভু ডরে এবাদত হীন মতি ভোর।
সে আলিম জানিঅ দ্বীনের ঘটে চোর ॥
শ্রীযুত সোলায়মান আলিমের ভক্ত।
শাস্ত্রকথা নীতি ধর্মে সদা অনুরক্ত ॥
আয়ু-বৃত্তি-কৃতি-বুদ্ধি বাড়ুক নিত্য নিত।
ঈশ্বর ভাবেত চিত্ত রহুক অতুলিত॥
আলাওলে পাই তান আজ্ঞা পূজ্যমান।
রচিল চতুর্থ বাবে এলম বয়ান ॥

॥ পঞ্চম বাব — শাস্ত্রব্যবস্থা ॥

পঞ্চম বাবেত কহি শাস্ত্রের ব্যবস্থা।
বাহ্য-শোচ-তৈয়ম্মম-ওযু-স্নান কথা ॥
বাম পদে ভার বহির্দেশেত [১] বসিতে।
মুখ মেলা না বসিবে পশ্চিমের ভিতে ॥
না ফেলিব ছেব শ্লেষা বহির্দেশ বেলা।
কাষ্ঠ হস্তে না করিব ভুমি-অঙ্গে খেলা ॥
কাগজ থাকিলে কভু না রাখিব সাথে।
মধ্যম আঙ্গুল-বামে ধোনা[২] ভাল মতে ॥
মলমূত্র চাপি কভু না রাখ তিলেক।
এই দোষে ব্যাধি হএ জানিঅ প্রত্যেক ॥
বিনি ওযু না থাকিঅ বস্ত্র অপবিত্র।[৩]
এথেক জানিঅ সাধু-সুজন চরিত্র ॥
শ্রীঘ্রগতি করিঅ যদি সে ওযু যাএ।

১। কোনে < কোন, কে।
২। নেক-আমল—পবিত্র মনে হৃদয়ে ধারণ।
৩। আল্ উলামায়ো আমনাউর রোসোল মা-লাম্ য়াখালেতুস্ সালাতিন—হাদিস।

১। বহির্দেশ—বাহ্যাদি, বাহিরে-যাওয়া, গাছান, টাট্টিতে-যাওয়া, শৌচাগারে-যাওয়া, পুকুরে-যাওয়া প্রভৃতি বাগ্বিধি বাংলার বিভিন্ন স্থানে প্রচলিত আছে।
২। ধোনা—ধৌতব্য
৩। আল্ ওয়াযুয়ো শাৎরুল ইমান—হাদিস।

বিনি ওযু কোরান হেরিতে না জুয়াএ ॥
না চাহিঅ আকাশ নৈক্ষত্র শশী ভানু।
না চাহিব পশ্চিমে আলিম মুখ তনু ॥
না পড়িব সবক[1] যিকির না কহিব।
মাতাপিতা গুরুজন মুখ না হেরিব॥
মসজিদে প্রবেশ, সালাম, পত্যুত্তর।
নিদ্রা, ভক্ষ্য, মওতার কাফন সফর ॥
বিনি ওযু এসব করিতে না জুয়াএ।
'আদব' করিয়া তারে শাস্ত্রেত বোলএ ॥
এ নিয়মে পাইবা খোদার রহমত।
আগে ওযু তৈয়ম্মম পাছে এবাদত ॥
বেগর[2] গোসল-ওযু যে জন থাকএ।
পাপ বাড়ে লক্ষ্মী টুটে জানিঅ নিশ্চএ ॥
মত্তভাব হৈলে যদি বিন্দু নিঃসরএ।
কিবা নফস-মস্তক[3] যোনিতে প্রবেশএ॥
পরনারী রমিলে গোসল ফর্য জান।
পশু, মৃতেরে রতি করিলে অজ্ঞান ॥
খলরতি ঋতুপাতে গোসল উচিত।
নারীর গোসল ফর্য জান তিন রীত ॥
রতিকর্ম, রজঃস্বলা, শিশু প্রসবিলে।
শুদ্ধ না হৈব সে গোসল না করিলে॥
দুই ঈদ, জুমা আর ওফাত[3] সিনান।
এ চারি গোসল সুন্নত হএ জান ॥

১। সবক—পাঠ।

১। বেগর (ফারসী)—বিহীন। ২। নফস-মস্তক—লিঙ্গ-শীর্ষ। ৩। পাঠান্তর-আর্কার।

মওতার গোসল জানিঅ ওয়াযীব।
যে জনে করাএ সে করণ মোস্তাহাব॥
কাফির হইয়া যদি[1] মুসলমান হএ।
সে গোসল মোস্তাহাব জানিঅ নিশ্চএ ॥
যদ্যপিহ সে কাফির নাপাক থাকিলে।
সে গোসল ওয়াযীব হিন্দুএ করিলে ॥
প্রতি অঙ্গ গোসলেত ধোনা তিন বার।
শাহাদৎ কলেমা পড়িব প্রতি বার ॥
খণ্ডিব সকল পাপ পাইব জান্নাত।
ওযু আন্তে মেছোয়াক করিব নিয়ত ॥
রোযাকালে মিছোয়াক করিতে উচিত।
রোযা ভঙ্গে গরগরা করিতে অনুচিত॥
যথ পার সুগন্ধি পরিবা পরাইবা।
সুগন্ধি সম্পূর্ণ তবে আখেরে পাইবা ॥
ওযু সঙ্গে গোঁফ দাড়ি করিবা খিলাল।
দাড়িতে ফিরাএ ফণী প্রভু হএ কৃপাল ॥
ভুরুযুগ দাড়ি চুল কপালে কি বুকে।
সুগন্ধি দিবেক স্বর্গে রহিব কৌতুকে ॥
কিবা ওযু কিবা জানাবাতের গোসল।
তৈয়ম্মম হতে অঙ্গ করহ নির্মল ॥
কিবা জল দূরে থাকে কিবা পন্থে ভএ।
কিবা জল পরশনে ব্যাধিধিক হএ।
তৈয়ম্মম করিয়া নামাজ গুজারিবা।
জল দরশনে তৈয়ম্মম না করিবা ॥
যেই যেই কর্ম হন্তে ওযু ভঙ্গ হএ।

১। পাঠান্তর : হিন্দু কেহ আসি যদি

তৈয়ম্মম ভঙ্গ হএ জানিঅ নিশ্চএ ॥
পবিত্র মৃত্তিকা কিবা শিলা পাটিকেল।
নতুবা নবীন ভাণ্ড যদি হএ ভাল ॥
কিবা বালু সুরমা 'নাকোছা' হএ ভারি।
এই সবে তৈয়ম্মম করিবারে পারি ॥
পায়েত পবন ধূলি ঘন পড়ি থাকে।
আরবীর ভাষে'নাকোছা'বোলে তাকে।
একবারে দুই হস্ত তাহাতে ক্ষেপিব।
ওযুর সীমাতে মুখ মুছিয়া নামাইব॥
আরবার ক্ষেপি কর-সীমা মুছিবেক।
অঙ্গুলির সন্ধিএ অঙ্গুলি নাড়িবেক ॥
গোসল ওযুর কালে না দিব উত্তর।
শেষে পড় তিনবার সুরাত কদর ॥
কথা না কহিয়া শোকরানা গুজারিবা।[১]
এক চিত্তে ভক্তিভাবে প্রভুক সেবিবা ॥

॥ ষষ্ঠ বাব—এবাদত ॥

ষষ্ঠ বাবেত কথা শুন দিয়া মন।
জুমা আদি যথেক নমায বিবরণ।
শীঘ্রে গুজারিব হৈলে নমায সমএ।
নমায তরকে আদি-অন্তে ভাল নএ ॥

না করিলে নমায মুখের ছিরি[১] টুটে।
দোযখেত পড়ে, লক্ষ্মী না রহে নিকটে ॥
যদি মনে ভাবএ এখনে না করিমু।
নিশিদিশি নমায একত্রে গুজারিমু ॥
এই ভাবে নরকে থাকিব চিরকাল।
সংসারে অসুখ পড়ে নানান জঞ্জাল ॥
ইচ্ছাগতে পঞ্চ ওক্তে নমায তরকে।
চিরকাল দুঃখভোগ ভুঞ্জিব নরকে ॥
ফযর গুজারি কোন কথা না কহিব।
সূর্যের উদয়ে দোয়া পড়িয়া থাকিব।
প্রভুস্থানে মহিমা বাড়িব নিত্য নিত।
মহৎ পুরুষ হৈব সিদ্ধি সুবাঞ্ছিত ॥
শুনিলে নমায বাঙ্গ[২] নিঃশব্দে রহিব।
ছাড়িয়া সকল কর্ম পত্যুত্তর দিব ॥
পত্যুত্তর না দিয়া কহিলে আন কথা।
নানান সঙ্কট আসি পড়িব সর্বথা ॥
হাদিসে এমত কহিছন্ত পয়গাম্বর।
বাঙ্গ শুনি অন্য কথা দিলে পত্যুত্তর॥
মরনের কালে তার জিহ্বা ভারী হৈব।
সাহাদত কলেমা পড়িতে না পারিব ॥
দুই দণ্ড বেলা যদি হৈল উদিত।
'এশ্‌রাক' নামায গুজার প্রতিনিত ॥
ছয়দণ্ড-বেলা ওক্তে যোহর গুজারিব।
সম্পদ বাড়িবে নিত্য স্বর্গেত থাকিব ॥

১। মান্ হাদাসা ওয়া তুযাআ ওয়ালাম্ য়াস্থ-ল্লো রাক্‌য়াতাইনিউ' ওয়া ইসালে মিন্নি ফাকাদ যাফানিউ ওয়ামিন্ সালে হাজাত্তাউ ওয়ালাম্ আক্‌যো হাযাতান্ ফাকাদ যফুতহু ওয়া নাস্‌তো আনা বেরাব্বে থাফ্‌ফে সালাসা মারাত্তিন্। —হাদিস।

১। ছিরি > শ্রী। ২। বাঙ্গ—(ফাঃ) ডাক, আহ্বান।

অর্ধ নিশিতে 'তা'জ্জত,[১] গুজারিলে নিত।
মহা কৃপা করে প্রভু খণ্ডে সর্ব ভীত ॥
মহৎ জনের কর্ম নিশি শেষে জাগি।
করএ নামায ওযু সর্ব কর্ম ত্যাগি ॥
নিত্য নিত্য হএ সেই প্রভুর নিকট।
বাড়এ সম্পদ ছিরি না পড়ে সঙ্কট ॥
প্রাতঃকাল জান ভক্ত-লোকের সময়।
ভক্তি বিনু মুক্তি নাহি জানিঅ নিশ্চয় ॥
বিনু এশা গুজারিয়া না শু'ব সর্বথা।
'বিতির' গুজারি না কহিব কোন কথা ॥
দোয়া পড়ি প্রভুতে বান্ধিয়া নিজ মন।
ঈশ্বর ভাবিয়া চিত্তে করিব শয়ন ॥
করহ আদায় ফর্য হৈয়া এক মতি।
দঢ় ভাবে প্রভুতে মাগিবা অব্যাহতি ॥
নমায হৈলে সাঙ্গ না কহিও কথা।
'আয়াতুল কুরসী' আগে পড়িঅ সর্বথা ॥
এ নিয়মে নবীর নমায সমতুল।
স্বর্গ তবে মাগিবেক হইয়া ব্যাকুল ॥
মুমীনের ওফাত শুনিলে তথক্ষণ।
হাযির হইবা যাই যানাজা দফন ॥
প্রভুস্থানে ভালাই পাইবা অতিশএ।
শুনিয়া না গেলে দোষ বহুল আছএ ॥
জুমা তরক না করিঅ কদাচিত।
নিঃসম্বল হএ কিবা দুঃখ ধান্ধা ভীত[২] ॥
বহু পুণ্য পঞ্চ ওক্তে আযান কহিলে।

১। রাক্ আতানা ফি যওফিল্ লাইলে খায়রুম মিনাদ দুনয়া ওমা মাফিহা।—হাদিস।
২। পাঠান্তর : নৃপ খল হএ কিবা হএ সুচরিত।

ততোধিক পুণ্য হয় কিছু না লইলে ॥
বাঙ্গ, ইমামত কিবা শিশুরে পড়াএ।
এথা কিছু না লইলে আখেরে ধিক পাএ ॥
আযুরা[১] না লই যদি এই কর্ম করে।
প্রভুর নিকটে বহু সম্পদ আখেরে ॥
নমাযেতে খাড়া হৈলে ভাবিঅ অন্তরে।
যেন দাণ্ডাইলা 'পুলছিরাত' উপরে ॥
দক্ষিণেতে স্বর্গ বামে নরক জানিবা।
পিছে আছে আয্রাইল মনেতে ভাবিবা ॥
যাহারে সজিদা কর ভাবিঅ বিদিত।
আন ভিতে মন না নাড়িঅ কদাচিত ॥
যদি 'প্রভু-সাক্ষাতে' না পার ভাবিবারে।
ভাবিঅ যাহারে সেবি সে দেখে আমারে ॥
ঈশ্বর সেবার মূল এই দঢ় ভাব।
ভাবস্থির নহে যদি গুরু পদে সেব ॥
ভ্রমে ভুলি না থাকিঅ মনে করি হেলা।
মনুষ্য হইছ তরিবারে এই বেলা ॥
ভাবি দেখ জীবন স্বপন পরমাণ।
এ ভুবন মিছা ধান্ধা[২] না হৈঅ অজ্ঞান ॥
বুদ্ধি রত্ন পাইছ বিধাতা দিছে শক্তি।
হেলা, ভ্রমে কার্যনাশ ভক্তিভাবে মুক্তি ॥
শ্রীযুত সোলায়মান জ্ঞানে সুপণ্ডিত।
যদ্যপি সংসারে ভোর প্রভুগতে চিত ॥
সৎকর্ম নীতিধর্ম পবিত্র সুচারু।
গুণে জ্ঞানে দানে মানে তুমি কল্পতরু ॥

১। আযুরা—পারিশ্রমিক।
২। পাঠান্তর : ঝাটে সার এই তার।

তাহান আদেশ মাল্য শিরেত ধরিয়া।
হীন আলাওলে কহে পঞ্চালি রচিয়া ॥
কহিলুঁ সহস্র কথা এক না রাখিলুঁ।
মিছা মায়াজালে বাঝি[১] আপনা নাশিলুঁ ॥
লোকে করে ভরম, শরীর হীন পুণ্য।
যেন মতে বাজে তঙ্কা পণ্যান্তরে শূন্য ॥
না করিয়া সেবা ভক্তি অপরাধী হৈলুঁ।
তাহার উচিত ফল হাতে হাতে পাইলুঁ ॥
সৎকর্মে বিমতি পাপের নাহি অন্ত।
কি মুখে মাগিমু মুক্তি হই লজ্জাবন্ত ॥
তথাপিহ মাগিবারে নাহি অন্য দ্বার।
বিনু-বাঞ্ছা কৃপাময় এক করতার ॥
তরিতে উপায় মাত্র নবীর চরণ।
সেই জুতি বিনু পন্থ না দেখি নয়ন ॥

॥ সপ্তম বাব—যাকাতের ব্যবস্থা ॥

সপ্তম বাবেত শুন যাকাতের কথা।
কোরানেত কহিয়াছে যেমত ব্যবস্থা ॥
যাকাত জানিঅ ফর্য হুকুম আল্লার।
যেন রোযা নমায কলেমা হজ আর ॥
এই পঞ্চ কর্ম কৈলে হএ মুসলমান।
মহাপাপ যাকাত না দিলে দঢ় জান ॥
বিধাতা যাহারে দিছে বৈভব সম্পদ।
যদি চাহে সে ধন করিতে নিরাপদ ॥
চিরকাল রহে পুত্র-পৌত্র ভোগ করে।
চল্লিশ তঙ্কাতে এক দিব ফকিরেরে ॥
ঋণহীন ভোগ'ধিক ধন হএ যবে।
চল্লিশ হইলে পূর্ণ এক দিব তবে ॥
সুবর্ণের যাকাতে শুনহ তার ভাতি।
কুড়ি মাষা সঞ্চিলে দিবেক ছয় রতি ॥
যথেক গঠন[১] পত্র আছে অলঙ্কার।
যদি দিল যাকাত কন্টক নাহি তার ॥
পবিত্র হইয়া ধন রহে চিরকাল।
যাকাত করিলে ধন নির্মল হালাল ॥
নষ্ট পন্থে না চলএ থাকে অনুদিন।
উড়িতে না পারে পক্ষী হৈলে পাখাহীন ॥
ভাগ্যবন্ত হৈলে অশ্ব উষ্ট্র থাকে যার।
প্রতি মুণ্ডে দিব দান একেক দিনার ॥
ত্রিশে এক গোধন, চল্লিশে এক ছাগ।
শস্যের যাকাত দিব বিশে এক ভাগ ॥
চিরকাল থাকে ধন বংশে অংশ খাএ।
অগ্নি-পানি চোর-দণ্ড-জঞ্জাল এড়াএ ॥
যাকাত না দেএ যেবা না করে নমায।[২]
না পাইবে রত্ন টঙ্গি ভেহেস্তের মাঝ ॥
খএরাত করিবে যে পবিত্র নিজ ধনে।
পারিতে যাকাত ধন না লৈব সুজনে ॥
অপবিত্র ধন দানে পুণ্য নাহি রতি।

১। বাঝি—বদ্ধ হইয়া; বাঝ < বদ্ধ।

১। গঠন > গহন > গয়না।

২। আতাফি মিনাল্লাহো তাআলা জিব্রাইলো ফাকালা লি য়া মোহাম্মদো সাল্লে আম্‌লা সালাতো লেমান্ লা যাকাতো কালা সুলাসাউ ওয়া য়া মোহাম্মদো ইন্না সানেউয্ যাকাতো ফিন্নার।—হাদিস।

যদি পুণ্য আশা করে পাপ বাড়ে অতি ॥
নিজ উপার্জিত শুচি-ধন দিব দান।
অপবিত্র ধন-দান যেন সুরাপান ॥
যেই জনে অপবিত্র ধন দান লএ।
তকবির, বিসমিল্লা যে পড়িলে পাপ হএ॥
অপবিত্র ধন দিতে বিচমিল্লা যে পড়ে।
কাফির হইয়া সেই নরকেত পড়ে ॥
আমার বচন যদি প্রত্যয় না মান।
কিতাব তোহ্ফাখানি কর নিরীক্ষণ ॥৩৬০
গুপ্তদানে আয়ুবৃত্তি, হএ নিরাপদ।
ঈশ্বর হইব রাজি বাড়এ সম্পদ ॥
খোদা রাজি হইতে দিবেক মাত্র দান।
নাম-কার্যে মুখ চাহি দিলে অকল্যাণ ॥
দুঃখীজন দেখিয়া তুষিব যোগ্য দানে।
'মুই দিলুঁ' হেন জ্ঞান না রাখিব মনে ॥
মনে দুঃখ না দিঅ, বিমুখ কটু বাকে।
ভাবিঅ, 'যে মোরে দিছে সেই দিল তাকে'॥
নিজ হস্ত হেটে রাখ ভকতি করিয়া।
যেন দান লই যায় উপরে থাকিয়া ॥ ৩৬৫
রোযার ঈদের দান শুন তার ভাতি।
তণ্ডুল আড়াই সের দিবা জন প্রতি ॥
বকর-ঈদে কোরবানী করিব যতনে।
উট, বৃষ, মেষ, ছাগ কিনি পূত ধনে ॥
দিবেক ছাগল মেষ প্রতি জনে জনে।
উট, গরু, সপ্ত ভাগ দিব শক্তি হীনে ॥
না দিবেক কানা খোঁড়া কর্ণ পুচ্ছহীন।
দুর্বল, পাগল, অঙ্গে হৈলে রোগ চিন ॥
পুলছেরাতে পশু আসি হৈব বাহন।
শীঘ্র সাঙ্কু তরিবেক বিদ্যুৎ প্রমাণ ॥ ৩৭০
কিবা পীড়া হয় কিবা সঙ্কট বিষম।
শীঘ্রে দান দিলে প্রভু করিব সুসম ॥
দুঃখিত কুটুম্ব দেখি শীঘ্রে দেও দান।
আখেরে ভেহেস্ত পাইবা সংসারে কল্যাণ॥
দানে ব্যাধি নাশ হএ খণ্ডে বিঘ্ন দোষ।
ঈশ্বরের রোষ খণ্ডি জন্মএ সন্তোষ ॥

॥ অষ্টম বাব—রোযা ॥

অষ্টম বাবেত শুন করি অবধান।
ফরয নামায আদি রোযার বয়ান ॥
প্রথমে মনের মাঝে নিয়ত করিব।
রমযান রোযা শুদ্ধ-শরীরে ধরিব ॥ ৩৭৫
না করিব নিন্দাচর্চা মনে কাম ভাব।
না করিব পরহানি যদি হএ লাভ ॥
পরিহাস্য তেজিয়া কহিব পুণ্য কথা।
না করিব মিথ্যা দিব্য, না কহিব মিথ্যা ॥
সন্ধ্যাকাল হৈলে ইফ্তার কর জলে।
শীতল সময় হৈলে আদা কিবা ফলে ॥
ইফতার সময়ে মাগিবেক প্রভু স্থান।
সঙ্কট খণ্ডিব শীঘ্রে হইব কল্যাণ ॥
নমায শেষে যেমত মাগএ মুনাযাত।
রোযা শেষে তেমত মাগিব জুড়ি হাত ॥৩৮০
শুদ্ধভাবে রাখ রোযা অন্তে হৈতে ভাল।
নামচর্চা কর,—ছাড়ি কপট জঞ্জাল ॥
মুখের বন্ধন খণ্ডে সূর্য অস্ত গেলে।

সলিল ভক্ষিলে পুণ্য[১] ইফ্তারের কালে ॥
রাখিলে নফল রোযা অন্তে মহাসুখ।
সতত মুমীনে না থাকিব মুক্ত-মুখ ॥
রাখিব আইআম রোযা যতন বিশেষ।
রজবেত তিন রোযা আন্ত, মধ্য, শেষ ॥
জিল্‌হজে অষ্ট, নব, দশ অর্ধ দিন।
কোরবানী পর্যন্ত থাকিব ভক্ষ্যহীন ॥
শাওয়ালের ছয় রোযা মহা পুণ্যমান।
পুণ্যাধিক পুণ্য হএ যদি দেয় দান ॥
প্রতি সপ্তা মধ্যেত নফল রোযা তিন।
সোম, গুরু, শুক্রবারে রাখিব মুমীন ॥
মুসাফির হয়ে যেবা ভ্রমে প্রতিনিত।
না রাখি নফল রোযা ইফতার উচিত ॥
রোযা মুখে নিশি-ভক্ষ্য তাম্বুলের রঙ্গ।
ব্যক্ত হৈলে মকরূহ—যেন অর্ধ-ভঙ্গ ॥
রোযা কালে চেহের খাইব প্রতিনিত।
খাইলে সোয়াব না খাইলে অনুচিত ॥
রোযা সে খোদার ছিরি যতনে ছাপাইবা।[২]
মুক্রি রোযাদার বুলি কাকে না কহিবা ॥
গোপ্তে রোযা রাখিলে পুণ্যের নাই সীমা।
প্রভুর নিকটে বহু অতুল মহিমা ॥
মহৎ পুরুষে রোযা গোপতে রাখএ।
কিবা অন্যজন নারী-পুত্রে না জানএ ॥
নিন্দাচর্চা যে যারে করএ ছলবল।

১। পাঠান্তর : সমান ভক্ষিব নিশি।
২। ছাপাইবা—গোপন করিবা।—আস্সওমো লি ওয়া আনা আযযি বিহি।—কোর্‌আন।

কেয়ামতে তার পুণ্য পাইব সকল ॥
জালিমের যথ পুণ্য মজলুমে পাইব।
কেবল রোযার পুণ্য নিতে না পারিব ॥
রমযান চান্দের ত্রিশ রাত্রির ভিতর।
লুকাই রহিছে লাএলাতুল কদর ॥
যার ইচ্ছা থাকে নিশি কদর পাইতে।
শেষে দশ রাত্রি বসি থাক মসজিদে ॥
বে-জোড়া রাত্রিতে লও কদর উদ্দেশ।
একুশ, তেইশ, পঁচিশ, সাতাইশ ॥
কিবা উনত্রিশ জাগ প্রভাত অবধি।
কদর পাইলে হএ বাঞ্ছা কার্য সিদ্ধি ॥[১]
শ্রীযুত সোলেমান ধর্মে কর্মে লীন।
রোযা নমাযেত মজুরথ অনুদিন ॥
অবিরত রোযা ধরে করত নমায।
তাহান ঘরেত নিত্য ভরিয়া সমাজ ॥
ভক্তিভাবে সে সবেরে তোষে যোগ্যদানে।
পুণ্যবন্ত ভক্ত পুণ্য বাড়ে দিনে দিনে ॥
আরতি তাহান হীন আলাওলে গাএ।
যে পড়ে যে শুনে তার জ্ঞানবৃদ্ধি হএ ॥

॥ বাব কদর[১] ॥

আর এক রোয়াইতে কহিছে যেমন।
কদর নিশির কথা শুন গুণিগণ ॥
রমযান চান্দের প্রথম দিন লএ।
কোন বারে চন্দ্র হৈলে কয় দিনে হএ ॥

১। এই বাবটি প্রক্ষিপ্ত বলে মনে হয়, শুধু ছুটো পুথিতে এ অংশ আছে।

চন্দ্রের প্রথম যদি রবিবারে পাএ।
উনত্রিশ দিবসে কদর সর্বথাএ।।
সোমবারে চন্দ্র যদি হইল উদিত।
একবিংশ দিনে হৈব কদর নিশ্চিত।।
রমযান চন্দ্র যদি মঙ্গলে উদয় হএ।
সাতাইশে কদর নিষ্ঠা হইতে বোলএ।।
রমযানের চন্দ্র সে বুধেত উগিলে।
উনবিংশ নিশিতে কদর হৈতে বোলে।।
গুরুবারে চন্দ্র যদি প্রথমে উগিব।
পঞ্চবিংশ রমযানে কদর হইব।।
শুক্রবারে যদি চন্দ্র উদিত প্রথমে।
কদর হইবে সপ্তদশ নিশি সমে।।
যদি সে উদিত চন্দ্র হএ শনিবারে।
তেইশেতে কদর হএ কভু নাহি নড়ে।।
এবে শুন কদরের নিশি আলামত।
মহা বৃষ্টি অন্ধকার হৈব জগত।।
ঘোর মেঘ তুফান সে রাত্রি বহু হৈব।
কুকুর কি পশু-পক্ষী শব্দ না কহিব।।
সূর্য জুতি মন্দ মন্দ হৈব সেই দিনে।
চন্দ্র-তারা-জুতি মন্দ হইব গগনে।।
সে নিশিতে চন্দ্র তারা সর্ব লুকাইব।
নরপুরী জীবকুল নিদ্রাগত হৈব।।
বৃক্ষতরু সেই দিনে করিব নমস্কার।
ভূমিগতে সেজ্‌দা করিব একবার।।
সেইক্ষণে যেই জনে সেজ্‌দা করি মাগে।
যে মাগে তুরিতে প্রভু দিব অনুরাগে।।
কদরেত নূরবৃষ্টি হইব সংসারে।
সকলের কপালেত সে ফল না ধরে।।
অধিক মহিমা প্রভু যে সবেরে দিব।
সে সব জাগিব নিশি কদর পাইব।।
যে ক্ষণে কদর হৈব বৃক্ষ দণ্ডবৎ।
মহা জ্যোতির্ময় হৈব সমস্ত জগৎ।।
বিলম্ব না হৈব অতি কদর হইতে।
হইয়া যাইব শীঘ্রে চপলার মতে।।

॥ বাব নবম—মুছাফিরের বয়ান ॥

নবম বাবেত শুন বুদ্ধিমন্ত ধীর।
কোন মতে গৃহ তেজি হৈব মুসাফির।।
গৃহে বসি নিত্য নিত্য ঈশ্বর ভাবিব।
পারিতে যে গৃহ হোন্তে বাহির না হৈব।।
বাহিরে জঞ্জাল বহু ঘরেতে আনন্দ।
কিবা জুমাজমাতেত কিবা কার্যঅনুবন্ধ।।
কার্যহেতু মাত্র নিঃসরিব তেজি ঘর।
সফর ইচ্ছিলে কর মক্কায় সফর।।
প্রদক্ষিণ করি আগে ঈশ্বরের ঘরে।
চুম্বিয়া ধাইব শিলা সাফা মারোআরে।।
হজেত যাওন ফর্য হুকুম আল্লার।
পন্থের খরচ শক্তি থাকএ যাহার।।
বৎসরের ভক্ষ্য দিব পরিজন প্রতি।
যার মাতা পিতা থাকে লইব আরতি।।
আদায় করিলে হজ অপাপ হএ অঙ্গ।
পাইব ভেহেস্তে টঙ্গী হুর সঙ্গে রঙ্গ।।
সাধু সঙ্গ বিনু না চলিব একসর।
সুপড়শী চাহিয়া কিনিয়া রহ ঘর।।

মদিনা অবশ্য যাইব মোস্তফার গোরে।[1]
তান জেয়ারত কৈলে সর্ব পাপ হরে ॥
মুসাফির হৈব সোম কিবা বৃহস্পতি।
কিবা পন্থে কিবা স্থলে লভ্য হএ অতি ॥
কিবা শনিবারে নিঃসরিব গৃহ হোন্তে।
তুরিতে আসিব ফিরি নিষ্কণ্টক পন্থে ॥
কর্কটে থাকিতে চন্দ্র যাত্রা না করিব।
চৌদিকে উলটাবার বুঝিয়া চলিব ॥
না যাইব আদিত্য, শুক্রে পশ্চিমের ভিতে।
সোম শনি পূর্বে না যাইব কদাচিতে ॥
গুরুবারে দক্ষিণেত নাহিক কুশল।
উত্তরে মঙ্গল-বুধে বড় অমঙ্গল ॥
রহিতে না পার যদি যাইবে অবশ্য।
মন দিয়া শুন তার ঔষধ রহস্য ॥
শুক্রেত পশ্চিমে যাইতে মুখে দিব রাই।
গুরুবারে দক্ষিণে চলিব গুড় খাই ॥
উত্তরে মঙ্গলে যে ধনিয়া মুখে দিব।
দর্পণ হেরিয়া সোমে পূর্বেত চলিব ॥
রবিবারে পশ্চিমেত তাম্বুল দিয়া মুখে।
বাহাঙ্গ ভক্ষিয়া শনি[2] পূর্বে চল সুখে ॥
দধি ভক্ষি উত্তরে চলিঅ বুধবারে।
কোন বিঘ্ন না হইব কহিলুঁ সাদরে ॥
নির্জন বনের পন্থ যদি বা হারাএ।
উচ্চস্বরে বাঙ্গ দিলে শীঘ্র পন্থ পাএ ॥
আযানের কথেক মহিমা গুণধরে।

১। মিন হাযযাউ ওয়া জারা কব্‌রি বা'দা মউতি। —হাদিস ২। রাই ভক্ষি শনিবারে

ভূত দেও বহুল সঙ্কট ধাএ দূরে ॥
বাঙ্গ-নামাযের গুণ-মহিমা অপার।
উজ্জ্বল যাহার জোতে সকল সংসার ॥[1]

॥ দশম বাব—কোরাণ ও দোয়াপাঠ ॥

দশম বাবেত শুন করি অবগতি।
পড়িব কোরান দোয়া যেই যেই ভাতি ॥
কোরান পড়িতে তথা চিত্ত ডুবাইব।
যেই অর্থ জানে সেই বুঝিয়া পড়িব ॥
যথেক কায়দা আছে যথেক মহল।
এক না এড়িব সুধী পড়িব সকল ॥
পড়িতে এমত ভাব করি নিজ মনে।
প্রভু সনে কহে কথা প্রভুবাক্য শুনে ॥
সেইভাবে বিভোর হইব আনন্দিত।
না কহিব আন কথা না নাড়িব চিত ॥
কোরান জানিব সত্য রাজরাজেশ্বর।
লুকাই আছে শত অন্তঃপটের ভিতর ॥
ভকত ভাবক যদি বিচারিয়া চাহে।
সেই ভাবে মগ্ন হইলে তার লাগ পাএ[2] ॥
ঠকিবাজি হেজে করি পড়ে যে সকলে।

১। ইউসুফ গদার পুথিতে নবম বাবের শেষ তিন বয়েতে জেহাদের কথা আছে :
জঙ্গে বকুন বা কাফেরাঁ ফর্‌জে বেদাঁ আঁ জঙ রা।
ওয়াক্তে কে বিনি কাফেরাঁ করদন্দ গওগা আমতর ॥
আজ হরব্‌ নুগরেজি গহে বুজকার গরদি দোজখি।
আকবর কবায়েরইগুনহ্‌ জিঁ কারকুনকুল্লি হজর ॥
গর্‌মোমেনাঁ বাশান্দদাওয়াঁ বিস্তওয়েকঅহলেহারাব
আঁদনআগারতাবন্দরুদানিমবাহইআয়পেসর ॥

২। পাঠান্তর : সত্য হৈলে সেই ভাব তার লাগ পাএ।

পুণ্য দর্জা কি পাইব, ধিক পাপ ফলে ॥
যেই ছিপা হতে[১] মাগে দরশন লাভ।
চিত্ত হোন্তে ঝারিয়া ফেলায় সেইভাব ॥
সুরা 'এয়াসিন' পড় ফজর সমএ।
জোহরে সুরত 'নুহ্' পড়িবা নিশ্চএ ॥
আছরেত 'আম্মা', 'ওকেয়া' মগরিব।
'তবারক' এশাতে পড়িবা ভক্তিভাবে ॥
পাপ ক্ষয় হৈব, নিত্য বাড়িব সম্পদ।
সংসারেত সতত থাকিব নিরাপদ ॥
পড়িব সুরত 'তাহা' হৈলে জুমারাতি।
ঈশ্বর প্রসাদ পাইব খণ্ডিব দুর্গতি ॥
সুরত 'কাহাফ' যদি পড়ে জুমা আগে।
নিঃসঙ্কট সপ্তদিন পাপ নাহি লাগে ॥
সুরত 'ইসুফ' যদি পড়ে নিত্যনিত।
তাহার মহিমা না খণ্ডিব পৃথিম্বিত ॥
'তগাবুন' সুরত পড়িলে সর্বদাএ।
দেও পরী যক্ষ প্রেত কাছে না ঘনায়ে ॥
পঞ্চ ওক্তে নামাজ যিকির অবিশ্রাম।
যেন শির-কেশে স্মরে ঈশ্বরের নাম ॥
বন্দীতে পড়িলে শীঘ্রে পাইবা খালাস।
অবিরত পড়িলে সুরত 'এখলাস' ॥
বিচ্মিল্লা সহিত মনে ভক্তি করি সার।
আল্হামদু পড়িব চল্লিশ একবার ॥
প্রতিবার ফুক দিব অঙ্গে মুখে মুণ্ডে।
জ্বর আদি শিরঃপীড়া সব ব্যাধি খণ্ডে ॥
তুমি যদি যিকির জপহ অনুক্ষণ।

১। পাঠান্তর ঃ সিদ্ধি পাইতে।

সতত তোমারে প্রভু করিব স্মরণ ॥
কোরাণে কহিছে প্রভু জপ মোর নাম।[১]
আমি তোরে জপনা করিমু অবিশ্রাম ॥
প্রতি প্রভাতেত উঠি মন করি স্থির।
পাইব গুলির পদ করিলে যিকির ॥
গোপতে যিকির কহ ব্যক্ত না করিবা।
একচিত্তে ভক্তিভাবে,—দিদার পাইবা ॥
এবাদত মজ্জা দোয়া জানিঅ প্রকট।
পড়িয়া মাগিলে বর খণ্ডিব সঙ্কট ॥
ভক্ষ্য, বস্ত্র শুদ্ধ হৈব মিথ্যা না কহিব।
নিন্দাচর্চা ভণ্ড বাক্য সকল তেজিব ॥
তবে দোয়া পড়িয়া মাগিলে পাএ বর।
বাক্য সিদ্ধি পক্ষীরূপ ধরে দুই প'র ॥[২]
মিথ্যাবাক্য নষ্ট ভক্ষ্যে-পক্ষী উড়ি যাএ।
ভাঙ্গিলে সে দুই পাখা যে মাগে সে পাএ ॥
যদি দোয়া কবুল হইতে রাখ সাধ।[৩]
আগে পাছে দোয়ার পড়িবা সলওয়াদ ॥[৪]
অবধান কর এবে শুন মহাজন।
দোয়া হএ কবুল পড়িলে যেইক্ষণ ॥
জুমার বাঙ্গের অন্তে প্রতিবাঙ্গ[৫] শেষ।

১। এয়াজকুরুকুম ফাজকুরুনা……।

২। প'র—পালক।

৩। আল্ আ'মালো মওকুফাতু'উ ওয়াদ দাওয়াতো মাহবুসাতুন্ হাৎতা য়ুসাল্লে আলা।—হাদিস।

৪। সলওয়াদ-দরুদ।

৫। প্রতিবাঙ্গ—একামত, ক্যায়াম।

জুমার নমায পড়ি মাগিব বিশেষ ॥
'কামত' শুনিলে মাগিবেক জুড়ি হাত।
কিবা অর্ধরাত কিবা সময় প্রভাত ॥
বুধবারে জোহর আছর মধ্যভাগে।
প্রাপ্ত হএ দোয়া পড়ি যেই বর মাগে ॥
জুমারাত্রি দুই ঈদে মাগিবেক বর।
মাগিবেক অকালেত না হৈতে বাদর ॥
রোযা ধরি মুক্ত হইলে ইফ্‌তারের কালে।
কোরাণ সুরাত পড়ি যেই মাগে মিলে ॥
সাবানের[1] অর্ধ নিশি রজনী-প্রভাত।
মাগিবা প্রভুর স্থানে জুড়ি দুই হাত ॥
ফযর নমায পড়ি মাগি প্রভু স্থান।
হজে যাইতে মক্কা দিষ্টি পড়এ যখন ॥
মুসাফির জন হৈলে পীড়ায় কাতর।
প্রভুস্থানে তার লাগি মাগ দোয়াবর ॥
সে যে প্রভু দাতা বড় কৃপার সাগর।
কাতরে স্মরণ কৈলে তরায় সত্বর ॥
মাতাপিতা দোয়াএ বহুল ধরে ফল।
বাঞ্ছা সিদ্ধি দো-জাহানে আনন্দ কুশল ॥
মাতাপিতা গুরুবাক্য মহা তীক্ষ্ণ ধার।
মা বাপ বরকতে সুখ অনন্ত অপার ॥[2]
মা বাপের দোয়াএ অবশ্য ধরে ফল।
মনে রাখ মহারত্ন কহিলুঁ সকল ॥

১। পাঠান্তর—রজবের।

২। ওয়া কোজায়া রাব্বোকা ইল্লা লা তা'বদু ইল্লা আইয়াহো ওয়া বিল ওয়ালি দাইনে ইহ্‌সানান। —কোরআন।

॥ একাদশ বাব—কছর ॥

একাদশ বাবে শুন কছরের নীতি।
বিদ্যাগুণে খণ্ডিবেক মাগন দুর্গতি ॥
নানা বিদ্যা পঠ শিখ কর দুঃখ কাজ।[1]
লজ্জা না করিঅ তাহে, মাগিলে সে লাজ ॥
বিদ্যাগুণ না জানিলে ভ্রমএ দ্বারে দ্বারে।
গর্দভ বলদ সম আলস্য যে করে ॥
সেই সে পুরুষ ভুজার্জিত যে ভক্ষএ।
শক্তি হৈলে দেয় কিছু আপনি না লএ ॥
পৃষ্ঠে-মুণ্ডে আনিব পর্বতকাষ্ঠ শীলা।
পরগৃহ অন্ন হন্তে শতগুণে ভালা ॥
শাক অন্ন শুষ্ক ভক্ষ্য যেই মিলে খাও।
স্বাদ হেতু নিত্য পরগৃহেত না যাও ॥
মনেত ভাবিয়া আশা কতক্ষণে খাএ।
পরগৃহে না থাকিব কুকুরের প্রায় ॥
পরের গ্রাসের আশা ধরি থাকে মনে।
কুকুর সমান তাকে দেখে সর্বজনে ॥
উপার্জিত খাইব সবর ধরি মন।
না মাগে পিতৃর ঘরে যেবা মহাজন ॥
ভিক্ষা কৈলে মানহানি 'মাগুনিয়া' নাম।
যদি দিতে পার হএ সিদ্ধি মনস্কাম ॥
না মাগিব, মনোদুঃখ না কহিব কারে।
এক সন্ধ্যা ভক্ষ্য যদি থাকে নিজ ঘরে ॥
না খাই না পিয়া যদি নিত্য সঞ্চে মাল।

১। তালাবাল্ কাস্‌বো ফারিযাতুন আলাকুল্লে মুস্‌লেমিন। —হাদিস।

জ্বলন্ত আনল সম হএ প্রাণকাল ॥
যথেক বিদ্যাএ হএ ধন উপার্জিত।
তার মাঝে কৃষিকর্ম সবার পূজিত।
ধনুর্বান, খড়্গাবিদ্যা, অশ্ব-আরোহন
প্রতিষ্ঠিত বিদ্যা এই শুন মহাজন ॥

॥ দ্বাদশ বাব — বিবাহ ॥

দ্বাদশ বাবেত কথা শুনহ পণ্ডিত।
বিবাহ নিকাহ্ করিবেক যেই রীত ॥
প্রথম বয়সে নারী না কর তৎকাল।
যথ দিন বিলম্ব করিতে পার ভাল ॥
বিনে নারী রহিতে না পার যদি ভাই।
করিবা স্বরূপ ভার্যা আজ্ঞাপাল চাহি ॥
না হএ কুলটা,[১] হএ সত্য প্রিয়বাদী।
ভক্তি দয়া প্রিয়কথা কহে নিরবধি ॥
করিতে পতির সেবা না করে আলস্য।[২]
না দেয় মনেত দুঃখ বুঝএ রহস্য ॥
খোদার তরফে থাকে—পাপ পন্থে ভয়।
ক্রোধ মুখ নহে, নিত্য সরস হৃদয় ॥
পাইলে এমত প্রিয়া কর গৃহবাস।
যেই নারী না করিবা শুনহ প্রকাশ ॥
অধিক বয়স নারী অতি উঞ্চ গোত্র।
অতি দীর্ঘ অঙ্গ কিবা সঙ্গে কন্যা পুত্র ॥

১। পাঠান্তর—যে হএ গম্ভীর নাভি।

২। পাঠান্তর:
করিতে সোয়ামীর কর্ম না হএ বিরস।
না দেখে আপনা দুঃখ সতত সন্তোষ ॥

অতি স্থুল পুষ্ট কায়া অধিক দুর্বল।
করপদে লোমাবলী থাকে যে সকল ॥
না ঢাকএ মস্তক সাক্ষাতে দেএ গালি।
অন্ধকার রাখে গৃহ প্রদীপ না জ্বালি ॥
কেলিরস হেতু যদি ডাকে প্রিয় ভাষে।
করিয়া পীড়ার ছল নিকটে না আইসে ॥
স্বামীএ কহিলে ধীরে কার্যের অন্তর।
উঞ্চ স্বরে কহএ উলটা পত্যুত্তর ॥
আপনা ইচ্ছাএ চলি যাএ আন ঘরে।
স্বামীর অকীর্তি মন্দ কহে যারে তারে ॥
কেশেত না দেয় ফণী ময়লা সর্ব গাএ।
অতিথিকে শত্রু সম দেখএ সদাএ ॥
পুরুষে তু ধিক[১] খাএ, হএ অগ্রভক্ষ্যা।
পতি-গুপ্ত-ছিদ্র-মর্ম না করএ রক্ষা ॥
যার হেন রমণী জিয়তে নর্ক ভোগ।
সুনারীর সঙ্গ স্বর্গ-হুরের সংযোগ ॥
আপনা হরিষ যদি চাহ চিরকাল।
কিনিয়া সুন্দর দাসী গোঞাইলে ভাল ॥
দাসীভাবে মনে করে ঈশ্বরের কর্ম।
ত্রাসযুক্ত থাকে সদা বুঝে কার্য মর্ম ॥
যদি ত্রাসযুক্ত না থাকএ কদাচন।
নহে তারে বেচি কিন ভাল অন্যজন ॥
কামভাবে পরনারী ভিতে না হেরিঅ।

১। পুরুষেতুধিক—পুরুষ থেকে অধিক।
তু=থেকে। স্থান> থান> থু> তু> তুন
ঠাই> ঠে> টে।
=স্থান হইতে, নিকট হইতে, কাছ থেকে।

রতি কর্ম কদাচিত মনে না করিঅ ॥
পর নারী অঙ্গে হস্ত চুম্ব দেএ যবে।
পাপ হএ, জন্মার্জিত পুণ্য নষ্ট তবে ॥

॥ ত্রয়োদশ বাব—সঙ্গম ॥

ত্রয়োদশ বাবে কথা শুন সুধীরেক।
যেন মতে নিজ নারী গৃহে আনিবেক ॥
পিতৃগৃহ হস্তে নারী গৃহেত আনিব।
প্রথমে তাহার দুইপদ পাখালিব ॥
তবে সেই রমণীর পাখালনা[১] পানি।
চারিকোণে বাসগৃহে ছিটিবেক আনি ॥
প্রভাতে শক্তি অনুরূপ করি মেহমানি।
উত্তম লোকেরে ভাল ভুঞ্জাইব আনি ॥
রতিকালে প্রথমে আল্লার নাম লৈব।
দেও-পরী রক্ষা হেতু 'আউজ' পড়িব ॥
মনে না করিঅ পরনারী কাম ভাব।
যদি গর্ভ হএ তবে হএ অন্যলাভ ॥
ফলবন্ত বৃক্ষতলে না করিঅ রতি।
অপত্য জন্মিলে হএ জালিম দুর্মতি ॥[২]
বিনি ওযু না করিঅ কভু রতিরণ।
পুত্র-কন্যা হইব কৃপণ অভাজন ॥
চন্দ্র-তারা হেটে যদি করএ সঙ্গম।
অপত্য জন্মিলে হএ কুরূপ অধম ॥
মোহন্ত করিতে কেলি উদ্যান জমাএ।
সেই লাগি উপরেত চান্দোয়া টাঙ্গাএ ॥
সঙ্গমকালেত কথা কহন অশুভ।
অপত্য জন্মিলে হএ সেই দোষে বোব ॥
যদি সে ভ্রমে, লোভে রসে কহে কথা।
খলনের কালে কথা না কহ সর্বথা ॥
রতির সমএ যোনি-দ্বার না হেরিব।
বালক আন্ধল কিবা নির্লজ্জ হইব[৩] ॥
পূর্ণোদরে সঙ্গম করিতে না জুয়াএ।
উপস্থিত নানা ব্যাধি হএ তার গাএ ॥
প্রথম রজনী রতি নাহি ধিক সুখ।
নিশি শেষে রতিরস বড়হি কৌতুক ॥
চন্দ্রের প্রথম, মধ্য কিবা শেষ কাল।
রতিকর্মে ব্যাধি জন্মে এহে সেই ভাল ॥
রতিসাঙ্গে শীঘ্র ভিন্ন হৈঅ নারী হোতে।
তপ্তজলে অঙ্গ পাখালিবা ভাল মতে ॥
শির-পীড়া জ্বর হন্তে পাইবা কল্যাণ।
কোন কর্ম না করিবা বিনু রতি-স্নান ॥
যুবা নারী সঙ্গে সুখে ভঞ্জ রতি-রঙ্গ।
সুখহীন শক্তিহীন বৃদ্ধরামা-সঙ্গ ॥
ঘন ঘন পশু-প্রায় না করিঅ রতি।
আয়ু বল ক্ষীণ হএ নয়ানের জুতি ॥
দাগা দিলে শ'তানে করিঅ আগে স্নান।
তবে সে রমণী সঙ্গে সঙ্গম কল্যাণ ॥
বিনি স্নানে যদি সে রমণী পাশে যাএ।

১। পাখালনা—প্রক্ষালণ-করা (পানি)।

২। পাঠান্তর : অপত্য হইতে নারী পাইব দুর্গতি।

৩। পাঠান্তর :
রতিকালে দৃষ্টি না করিবা লজ্জাস্থান।
বালক নির্লজ্জ হএ কিবা হএ কান ॥

সে সঙ্গমে শ'তানে সুখের ভাগ পাএ ।।
সঙ্গম করিবা যেন কেহ না জানএ ।
অন্ধকার গৃহে, শিশু কাছে না থাকএ॥
গোপতের রতিকলা মহা সুখকর ।
পশুপক্ষী নর কেহ না পাএ খবর ॥
বিধবা দেখিলে নারী পাশে না বসিব ।
পিতাহীন নারী দেখি মুখ না চুম্বিব ।।
মন-শোকে[১] এক যদি 'আহা' নিঃসরএ ।
পর্বত স্থাবর মহী সকল জ্বলএ ।।
রজঃস্বলা হইলে না যাইঅ নারী পাশ ।
ভ্রমে গেলে দান দেঅ হৈব পাপ নাশ ॥
জুহুদের প্রায় না থাকিঅ শয্যা ভিনে ।
সর্ব রস লও এক রতি রস বিনে ।।
পুত্র কন্যা হৈলে শুদ্ধ ভাল নাম রাখে ।
'হামদ' কিবা 'আব্‌দ' যার উপরেত থাকে ॥
সপ্তম দিবসে শির-কেশ ফেলিবেক ।
পুত্র হৈলে দুই অজা সুতা হৈলে এক ॥
আকিকা দিবেক তার গায়ের বদল ।
সর্ব বিঘ্ন নাশ হএ বাড়ে আয়ু বল ॥
জাহিলের প্রায় শিরে না রাখিঅ কেশ ।
নিয়তে রাখিলে টিকি শ'তানের বেশ ॥

॥ চতুর্দশ বাব — ভোজন ॥

চতুর্দশ বাবে শুন মনের হরিষে ।
ভক্ষ্যবস্তু যেমত ভক্ষিব সুপুরুষে ॥

১ । পাঠান্তর : সুখে ।

নিশি দিশি এক সন্ধ্যা ভক্ষণ উচিত ।[১]
শরীর সুসার থাকে করে অতি হিত ॥
ক্ষুধা ভক্ষ্যে স্বাদ গুণে যেই দ্রব্য খাএ ।
আকণ্ঠ ভোজনে অসুখ জন্মে গাএ ॥
আপনা সমুখে যেই পাএ সেই খাইব ।
কদাচিৎ আন আগে হস্ত না ক্ষেপিব ॥
ছোট গ্রাসে ভক্ষিবেক বহুল চর্বনে ।
আগে পাছে দুই হস্ত ধুইব সাবধানে ॥
প্রতি গ্রাস মুখে দিতে বিচমিল্লা পড়িব ।
পরম সাদরে অন্ন ভক্তিএ খাইব ॥
খাট 'পরে না খাইব অঙ্গ হেলাইয়া ।
যে কিছু সমুখে পড়ে খাইব তুলিয়া ॥
আরম্ভে নিমক শেষে মিষ্ট দ্রব্য খাএ ।
যে খাএ সে জীর্ণ হএ ব্যাধি সে পলাএ ।।
নিমন্ত্রণ লইলে ঘরে কিছু না খাইব ।
কার অন্ন না দুষিব যেই পাএ খাইব ॥
না বুলিব তিক্ত কটু তাহাতে অস্বাদ ।
সোকরেত সুখ প্রভু-নিকটে প্রসাদ ॥
অতিথ আইলে করি বহুল আদর ।
যে থাকে তরল ভক্ষ্য করিব গোচর ।।
আপনে অতিথ হই পরগৃহে গেলে ।
যথাস্থল পাও তথা বৈস কুতুহলে ।।
কোন বস্তু না মাগিব গৃহপতি স্থানে ।
যেই পাএ যথোচিত খাএ হৃষ্টমনে ॥
যদি কেহ আসি নিমন্ত্রণ সংবাদএ ।

১ । লাম্ য়াস্‌বেঘু ওয়ালাম্ য়াক্‌তেরু আর্‌কানা বায়না জালেকা কাউয়ামা । —কোর্‌আন ।

এই সব স্থানে না যাইব সদাশএ ॥
যদি জান তথা গেলে কলহ বিবাদ।
ক্ষেমা সে মাগিবা গেলে পাইবা বিষাদ ॥
সন্দেহ থাকিলে মনে না যাইবা তথা।
মৃত্যু-অন্ন ঢোল রাগযন্ত্র বাজে যথা ॥
ভণ্ডবাক্য কহে কিবা নিন্দাচর্চা করে।
কিবা সুরাপান তথা করে খল নরে ॥
সৎকর্ম না হুএ কপট নিমন্ত্রণ।
আদর করএ মাত্র দেখি ধনীজন ॥
নিধনীরে হেলা, ফকিরেরে মন্দ বোলে।
শুন সাধু কদাপি না যাইবা সেই মেলে ॥

॥ পঞ্চদশ বাব — জলপান ॥

পঞ্চদশ বাবেত শুনহ বুদ্ধিমান।
যেন মতে সুজনে করিব জল পান ॥
কদাচিত একবারে না খাইব জল।
অল্পে অল্পে তিনবারে পিয়ন কুশল ॥
আর্ত্তি না পুরাই খাইব তৃষ্ণা অল্প থুইয়া।
না করিব জলপান সুতি দণ্ডাইয়া ॥
মাত্র চারিস্থানে পিতে পারএ দণ্ডাই।
অযুশেষে কিবা কেহ দেএ অর্ধখাই ॥
কিবা পন্থক্রমে যাইতে জলপান-স্থল।
কিবা মক্কা গেলে কূপ জমজমের জল ॥
চারিস্থল ছাড়ি আর পিয়ন অহিত।
মনেতে রাখিঅ এই হই একচিত ॥
প্রাতকালে বিস্ম ভক্ষ্যে রতি অবশেষ।
নিদ্রাভঙ্গে কিবা আসি গিয়া বহির্দেশ[1] ॥
তপ্ত অন্ন মিষ্টদ্রব্য ভক্ষহ যখন।
তিল ব্যাজ করি জল ভক্ষিবা তখন ॥
আর এক কথা কহি শুন দিয়া মন।
যদি বহু পাপ করি থাকে কোন জন ॥
তৃষ্ণাকুল জনেরে করাইলে জলপান।
জন্মার্জিত পাপ খণ্ডি হইব কল্যাণ ॥

॥ ষষ্ঠদশ বাব — বস্ত্র পরিধান ॥

ষষ্ঠদশ বাবে শুন সাধু সুরচিত।
যে মতে বসন পরিব শাস্ত্র-রীত ॥
অতি ঢিল না পরিব কিবা অতি টান।
চিরদিন থাকে হেন পরিব সমান ॥
কীটসূতা তানা হৈলে না পিন্দিব তারে।
পাগ বাজুর হস্তে খাট পরিব ইজার ॥
সর্ববস্ত্র হতে পিন্দ ইজার মলিন।
তবে তার ধিক শোভা হইব প্রবীন ॥
ধবল বসন পরিবেক অনুক্ষণ।
পীত রক্ত কুসুম্বিত না পর সুজন ॥
চর্ম পাট বাজু যদি যুবা জনে পরে।
বহুক্ষণ না রাখিব গাএর উপরে ॥
পাটবস্ত্র চর্মেত সেজদা না জুয়াএ।
তূলাবাসে সেজদাএ বহু পুণ্য পাএ ॥
সপ্ত গজ নিয়মিত বান্ধিব দস্তার।
বান্ধিব পাতল বস্ত্র দেখিয়া ওসার[2] ॥

১। বহির্দেশ—মলত্যাগ।
২। ওসার—বিস্তার, চওড়া।

পিঠভাগে 'শামলা' রাখিব অনুমানি।
শামলাবিহীনে পাগ জানিঅ শয়তানি ॥
বহুদিন থাকে বস্ত্র রাখিলে পবিত্র।
শাস্ত্র অনুরূপ বাস সুজন চরিত্র ॥
কৌশা মৌজা পরিলে জরদ অতি ভালা।
চৌস্ত দেখে সুজনে যদি সে পরে কালা ॥
মৌজা কৌশা পরিব দক্ষিণ পদে আগে।[1]
নিকালিব পদ তার উলটা সজোগে ॥
বসিয়া ইজার পিন্দ আগে বামপদ।
দণ্ডাই বান্ধিলে পাগ খণ্ডিব আপদ ॥
ধুইতে নবীন বস্ত্র জল লই কর।
দশবার পড়িবেক ছুরত 'কদর' ॥
ফুকি ফুকি সেই জল বসনে ছিটিব।
সেই বস্ত্র পরিলে পুণ্য, দোষ না রহিব ॥
লোহা তাম্র রাঙ সীসা পিত্তল কাঞ্চন।
এসব অঙ্গুরী না পরিব বুধজন ॥
ইচ্ছা সুখে ছাপাঙ্গুরী সাধু না পরিব।
হাকিম হইলে ছাপ রজতে গঠিব ॥
হেমরত্ন অলঙ্কার বিচিত্র বসন।
যুবতী নারীকে মাত্র শোভএ ভূষণ ॥
পৌরুষ কেবল পুরুষ অলঙ্কার।
বিশেষতঃ দান ধর্ম পর উপকার ॥
অলঙ্কার পুরুষে পরিলে সে হারাম।
বিদ্যাগুণ অলঙ্কার প্রতিষ্ঠা সুনাম ॥

১। ইন্নাল্লাহো য়োহিব্বুৎ তায়ামেনা লিকুল্লে শাইইন্ হাৎতাৎ তান্‌ওলো ওয়াৎতারজোলো।
—হাদিস।

॥ সপ্তদশ বাব — নিদ্রা ॥

সপ্তদশ বাবে শুন সাধু সদ জন।
যেন মতে নিদ্রা যাইব দেখিব স্বপন ॥
যিকির মুখেত করি নিদ্রা আচরিব।
জাগিতে যিকির মুখে-মনেত জপিব ॥
নিশিকালে গৃহ হন্তে বাহির না হৈব।
পন্থে ঘাটে নগরে কদাপি না ভ্রমিব ॥
শয়ন সময় হৈলে দুয়ার বান্ধিব।
ভাণ্ডসব-মুখ ঢাকি প্রদীপ নিবাইব ॥
একসর না সুতিব গৃহের মাঝার।
দেও পরী দাগা দিতে আসে বার বার ॥
আদায় করিয়া এশা সুতিব তুরিত।
জাগিলে প্রসঙ্গ রসে পাপ অবিহিত ॥
রজনী জাগিলে পাপ খণ্ডে বহুতর।
কিন্তু নিদ্রা না গেলে বিউগ কলেবর ॥
কৈলুলার পদার্থ জানিঅ তার চিন।
অতি মজ্জা, শাক্তি, অঙ্গ রোগহীন ॥
প্রাতকালে ভক্ষ্য শেষে মধ্যাহ্ন সমএ।
সুতিলে আরবীভাষে কৈলুলা বোলএ ॥
প্রভাতে দশ দণ্ড বেলা উদ হৈলে।
ভোজন করিয়া মাত্র শয়ন করিলে ॥
তখনে সুতিলে তারে আরবীর ভাষে।
কৈলুলা বলিয়া জ্ঞানে কহে মক্কা দেশে ॥
নবীর সুন্নত হএ তখনে শুতিলে।
শরীরে কুশল অতি কহিছে রসুলে ॥
না পারিলে কিঞ্চিত সুতিলে ভাল।

ভক্ষ্যশেষে দিনে সুতে, খণ্ডে দুঃখ জাল ॥
রাত্রির ভোজন করি তুরিতে না সুতে।
শরীরে নানান ব্যাধি জন্ম হএ তাতে ॥
নিশিতে ভোজন শেষে হাটিব বিস্তর।
যথেক বিলম্ব হাটে গুণ বহুতর ॥
ভূমি শয্যা শয়ন করিলে নহে ভাল।
কীট পিপীলিকা অঙ্গে পড়এ তৎকাল ॥
স্বপ্ন দেখি পরীক্ষিঅ পণ্ডিতের স্থানে।
না কহিঅ শিশু, শত্রু, নারী হীনজ্ঞানে ॥
মন্দ স্বপ্ন পরীক্ষিয়া ভাল কৈলে হিত।
ভালরে বুলিলে মন্দ ফলএ কুচিৎ ॥
শ্রীযুত ইসুফ গদা পুরুষ মোহন্ত।
এইমত কিতাবে হাদিসে কহিছন্ত ॥
স্বপ্নকথা হেলা না করিঅ কদাচিত।
পয়গাম্বর সকলে বুঝিছে স্বপ্ন-রীত ॥
ভাগ্যমন্তে স্বপ্নে মোস্তফার দেখা পাএ।
শাস্ত্রের বিহিত কথা প্রত্যয় জুয়াএ ॥[1]
না পারে নবীর রূপ ধরিতে শ'তানে।
কিবা মক্কা কিবা সুর-শশীর প্রমাণে ॥
আরফা, আসুরা, জুমা, দুই ঈদ-নিশি।
না শুতি ঈশ্বরভাবে জাগি থাক বসি ॥
রমযান-শেষ-দশরাত্রি জাগ যবে।
ভক্তিভাবে বসিলে কদর পাইবা তবে ॥
জ্ঞানচিত্তে নিদ্রা যাও মনে ভাবি সার।
যে কর সে কর মিত্র বাড়ে এইবার ॥

শ্রীযুত সোলায়মান জ্ঞানে সুচরিত।
দীনে-দানে জ্ঞানে ধর্মে স্বামীগত চিত ॥
তত্ত্বকথা-রসে গোঞাইয়া তিন যাম।
সত্য চিত্তে শয়নে জপএ প্রভু নাম ॥
কদাচিত অন্তরে না রাখএ কোন বস্তু।
অতিথ ভকতিধিক প্রভুভক্ত রুস্তু ॥
তাহান আদেশে হীন আলাওলে গাএ।
মালতী চন্দন যশ বাড়ৌক সদাএ ॥

॥ অষ্টদশ বাব — সদাগরী ॥

অষ্টদশ বাবে কথা শুন মন করি।
শাস্ত্রমত যেমন বেপার সদাগরি ॥
সত্যধর্মে বেচ কিন না কর কপট।
লোক মুখে ভাল, অন্তে না পড়ে সঙ্কট ॥
আন বিদ্যা হন্তে জান সদাগরি ভাল।
বেপারেত নিত্যধিক হএ শুদ্ধ মাল ॥
ছাগলে বর্কত শেষে মেষ অশ্ব গাভী।
দুগ্ধ বাচ্চা নিত্য লাভ বুঝ মনে ভাবি ॥
মহার্ঘের আশে কিনি বেচে যেই নর।
এ সব সদাএ হএ পাপ গুরুতর ॥
এই মালে বর্কত না হৈব কদাচন।
কাফন না পাএ মৈলে অন্যে খাএ ধন ॥
তৃণজন্ম শিলা ইটালেত ভাল নহে।
নিজ অঙ্গে দুঃখধিক লোকে হীন কহে ॥
নেকীর নিয়তে শস্য ভাণ্ডার পূরণ।
রাখিলে তাহাতে কিছু নাহিক দোষন ॥
ধনে দাস কিনি না বেচিব কদাচিত।

১। পাঠান্তর :
কিতাবের সত্য কথা প্রতীতি জুয়াএ।

ভ্রাতৃসম আদরিবা দয়া করি নিত ॥
কিনিতে বেচিতে কোন দিব্য না করিব ।
সত্য দিব্য করিলে বিউগ অল্প হৈব ॥
কিবা তুল কিবা আঢ়ি[1] গৃহেত আনিয়া ।
না কিন না বেচ বিনু ওজন করিয়া ॥
যদি দাসী কিনি গৃহে আনে কোন জন ।
ত্বরামাত্র না কর চুম্বন আলিঙ্গন ॥
উদর পবিত্র আগে বুঝিয়া মরম ।
তার সঙ্গে কেলিরস কর নিভরম ॥
বেচিলে বেচিব দাসী পবিত্র উদরে ।
মাসেক অবধি লও চরিত্র বুঝিবারে ॥
ধন বৃত্তি লাগাইয়া খাইলে মহাদোষ ।
শাস্ত্রের বচন কহোঁ না করিঅ রোষ ॥
ধনদিয়া লাভ খাইলে শাস্ত্রে কহে সার ।
নিজ মাতৃ যেহেন রমএ শতবার ॥
আর এক কথা কহি কর অবধান ।
ধনধিক হএ বস্তু বেপার কারণ ॥
সদাগরি সঙ্গেত বৈসএ কৃপণতা ।
চিত্ত মাঝে স্থল তারে না দেও সর্বথা ॥

॥ উনবিংশ বাব — দরবেশী ॥

উনবিংশ বাবে কথা প্রচারি কহিব ।
যেন মতে দরবেশ নির্জনে বসিব ॥
বিরলে বসিব নির্জনেত করি বাসা ।
চিত্ত হন্তে খণ্ডাইব নিজ প্রাপ্তি-আশা ॥
ক্ষেমারাজ্যে রাজা হই বান্ধিবেক মন ।
সেই গৃহে পূর্ণ হৈব কাঞ্চন রতন ॥
দঢ়ভাবে লোক-আশা তেজ যদি ভাই ।
করতারে সব কিছু মিলাইব তথাই ॥
লোক প্রতি আশা তেজি শুদ্ধ কর মতি ।
যার কথা ঈশ্বরের সনে প্রতিনিতি ॥
প্রভুর নিকটে সত্য নিত্য যার মন ।
মনুষ্যের সঙ্গে তার কথা কি কারণ ॥
কদাচিত না যাইব নৃপতি দেয়ানে[1] ।
নৃপতি দেয়ান সিন্ধু-এক ভাব মনে ॥
যথ কিছু লাভ দেখ তথোধিক হানি ।
পরিশ্রম আছে বহু তিলে যাএ প্রাণী ॥
রাজ-দয়া-দান হন্তে ফিরাইব মন ।
বৃত্তি লৈলে দ্বারে পড়ে থাকে অনুক্ষণ ॥
না করিব নৃপ যদি কার্যে নিযুজএ ।
সুসমএ অল্প বহু দুর্গতি আছএ ॥
কষ্ট সহি ক্ষেমা শান্তি গোঞাইব কাল ।
উত্তম বসন হন্তে পরি তেনা ভাল ॥
মুখ লুকাইব ধনমন্ত আইলে দ্বারে ।
যে থাকে ভুঞ্জাইব শীঘ্রে দেখি ফকিরেরে ॥
ধনীরে আদর যদি কর ধন আশে ।
দীনের তৃতীয় ভাগ সমূলে বিনাশে ॥
নৃপতির দয়া-দানে মনে ক্ষমা মান ।
নৃপতির মধু মিষ্টি বিষপ্রায় জান ॥
নৃপতির দয়া যেন ঈশ্বরের রোষ ।

১ । আঢ়ি—ধান চাল মাপবার ষোল সের পরিমাপক বেত বা কাষ্ঠনির্মিত আধার ।

১ । দেয়ানে < দেওয়ানে ।

যথেক ভালাই দেখ পরিপূর্ণ দোষ ।।
নৃপতি সাক্ষাতে মাত্র যাইব শীঘ্র করি ।
সুনিয়মে বসিয়া থাকিব মৌন ধরি ।।
জিজ্ঞাসিলে ভক্তিভাবে দিব পত্যুত্তর ।
নহেত থাকিব কালা-বোবা সমসর ।।
দ্বীনের কার্যেত রাজা যেই আজ্ঞা করে ।
আজ্ঞা অনুরূপ কর্ম করিব সত্বরে ।।
নৃপতি আদেশ কৈলে শাস্ত্রে হেন কএ ।
ষষ্ট অব্দ এবাদত ধিক পুণ্য হএ ।।
যেই দ্বীন পন্থে সত্য সাধু মহারাজা ।
তার আজ্ঞাপালনে নাহিক দোষ সাজা ।।
দ্বীনপাল নরপতি করিলে সাদর ।
সেই কৃপা হন্তে গুণ ধরে বহুতর ।।
কেয়ামত ঘনাইলে শুন তার চিন ।
অখণ্ডিত বসিব চল্লিশ রাত্রি দিন ॥

॥ বিংশতি বাব – সুপ্রকৃতি ॥

বিংশতি বাবের কথা শুন সাধু ব্যক্তি ।
যেন মতে সুপ্রকৃতি হৈব সাধু মুক্তি ॥
সুপ্রকৃতি হইলে পুণ্যের নাহি সীমা ।
ভক্তি মুক্তি প্রেমভাবে সর্বত্রে মহিমা ।।
অজ্ঞানে বুলিলে মন্দ জবাব না দিব ।
ভাবিয়া আপনি পাছে লজ্জাবন্ত হৈব।।
মন্দ সহি আপে কাহে মন্দ না বুলিলে ।
অধিক আদর তারে করএ সকলে ॥
অভ্যাসহ সুবুদ্ধি সহিতে অঙ্গে ভার ।
সংসারে মহত্ব অতি স্বর্গে গতি তার ॥
সর্বস্থানে মৌনরূপী হৈব প্রেমভাবে ।
প্রাণসম সকলে দেখিব তোমা তবে ॥
ভাল মানুষের সঙ্গে আগে করি যুক্তি ।
করিব সকল কর্ম কার্য হৈব মুক্তি ॥
যুক্তি বিনে কার্য না করিছে পএগাম্বর ।
সর্বত্রে বিজয় হৈল ত্রিজগ ঈশ্বর ॥
যদি দাস কিন ভ্রাতৃসমান দেখিবা ।
সম ভক্ষ্য দিবা যোগ্য বস্ত্র পরাইবা ॥
অপরাধ করিলে ক্ষেমিবা ধর্ম মানি ।
পাত্র ভাঙ্গে, গালি না দি' আর দেও কিনি ॥
মনে দুঃখ পাএ হেন কার্যেত না দিবা ।
রোযাদার হৈলে যোগ্য কাজে নিযোজিবা ॥
পড়শীরে মনদুঃখ কদাপি না দিবা ।
দয়া করি যথ পার সহায় হইবা ॥
পড়শীরে মনদুঃখ দেয় যেই জন ।
দোজখে পাইব দুঃখ বহুল লাঞ্ছন ॥
যদি বা পড়শী কেহ দুঃখ দেয় তোমা ।
তারে দুঃখ না দিয়া করিবা বহু ক্ষেমা ॥
হাদিসে কহিছে জান রসুল-ঈশ্বরে[১] ।
তাহার মাণিক-ভূমি দিবেক তোমারে ॥
যথ আউলিয়া আর সুমোহন্ত নর ।
পড়শীর দুঃখ সহিছন্ত বহুতর ॥
সকলেরে সেবা আগে করহ আপনে ।
পশ্চাতে তোমারে সেবিবে সর্বজনে ॥

১ । পাঠান্তর : কোরাণেত প্রভু করতারে ।

অশ্ব আদি চতুষ্পদী করিলে পোষণ।
জল ভক্ষ্য দর্শাইবা তারে অনুক্ষণ ॥
মুখবন্ধ সে সবে কহিতে কিছু নারে।
অল্পাধিক যেথাএ দেখইবা বারে বারে ॥
মোহন্ত অমাত্য শ্রীযুত সোলায়মান।
হীন আলাউলে ভণে আদেশে তাহান ॥

॥ একবিংশ বাব – ঋণ ॥

একবিংশ বাবে কথা শুন মহাজন।
কোনমতে দিবা কর্জ লইবা কেমন ॥
চেষ্টা দুঃখে কার্য সার না করিঅ ধার।
ঘুন-কীট সম কর্জ অস্থির মাঝার ॥
উঞ্চ হস্তে পড়িলে ভাঙ্গএ হস্ত পাও।
কর্জেত পড়িলে হএ কলিজাতে ঘাও ॥
সারিতে নারিলে কর্জ লইব তিন ঠাম।
মৃত্যুর কাফন আর পুত্র কন্যা কাম ॥
নতুবা না থাকে ঘরে ভক্ষণের আশ।
ক্ষুধাতুর পরিজনে করে উপবাস ॥
কামভাবে খেলারসে যদি লএ ধার।
এথা চিন্তা ক্লেশ ওথা পাএ দুঃখ ভার ॥
যদি কেহ কর্জ মাগে 'হাস্‌না' সে দিব।
'না মাগিব' দর্প করি মন্দ না বলিব ॥
কারে না কহিনা তুলি কার বিদ্যমানে।
যদি দেএ লৈব,নহে, পুণ্য-আশা মনে ॥
এহিমতে কর্জ যদি দেএ দশবট।
হেমতঙ্কা-দান-পুণ্য ঈশ্বর নিকট ॥
কর্জ ক্ষেমা করিলে বহুল পুণ্য পাএ।
কার ধার-গণ্ডা না রাখিব নিজ গাএ ॥
কোন লাভ না লইব কর্জ ধার হস্তে।
বান্ধা লইলে সে বস্তু রাখিব ভাল মতে ॥
নৌকা বান্ধা লৈলে তার 'পান' না খাইব।
'পান' খাইলে শীঘ্রে নৌকা ঈশ্বরেরে দিব।
যথ বস্তু বান্ধা লএ এই ব্যবহার।
ধেনু যদি রাখে দুগ্ধ না খাইব তার ॥
বান্ধা বস্তু লভ্য ধনে কিবা কর্ম করে।
পারাইব নিজ মূল্য ধারের ভিতরে ॥
বান্ধা দ্রব্য লভ্য ধনে কিবা করে কর্ম।
বট-গণ্ডা প্রায় লেখিবেক জানি ধর্ম ॥
মূলধন সমসর হএ যথ দিনে।
খত ছিড়ি বান্ধা ফিরাইবে সেইক্ষণে ॥

॥ দ্বাবিংশ বাব – মজলিস ॥

দ্বাবিংশ বাবে শুন হই একচিত।
মজলিসে গেলে বসি থাকিব কি রীত ॥
আর নানা কথা সব আছে এই বাবে।
প্রকাশিয়া কহোঁ তাহা শুন গুণী সবে ॥
মজলিসে গেলে মৌন ধরিয়া বসিব।
বিনি জিজ্ঞাসনে কোন কথা না কহিব ॥
পুছিলে উত্তর দিব আদব প্রমাণে।
নহে পুনি বসিয়া রহিব সাবধানে ॥
না ঝুরিব না বসিব হেলি পদ মেলি।
অঙ্গে নখ না লাগাইব হেট বস্ত্র তুলি ॥
সর্বক্ষণে মৌন রূপে রহিব সুজন।
বাক্য প্রকাশিব করি ঈশ্বর স্মরণ ॥

কিবা কার উপকার হএ যে কথাএ।
সে বচন কহিলে প্রভুর কৃপা পাএ ॥ ৭১৫
দ্বীন-ইসলাম তত্ত্ব কথা বিনু আর।
ব্যর্থ কথা যে সকল জানিঅ অসার ॥
চর্চা না করিব, শুনি না হৈব সন্তোষ।
কার দোষ প্রকাশিলে অতি বড় দোষ ॥
পর-পাপ-চর্চা কৈলে সকল পুণ্য যাএ।
চর্চাকারী যেহেন মৃতের মাংস খাএ ॥
মন্দ চর্চা যথা শুন না রহ খানিক।
সংসারেত পাপ নাহি চর্চা তু অধিক ॥
চর্চাকারী অতি শীঘ্রে নরকে যাইব।
কদাচিত স্বর্গের সৌরভ না পাইব ॥ ৭২০
আপদ দোষের বাসা জিহ্বার মাঝার।
দেখিতে পাতল চর্ম তিলে হএ ভার ॥
কুফুর শিরিক গালি মিথ্যা যথা রহে।
মৌনী সম উত্তম সংসারে কেহ নহে ॥
যেই মিথ্যা কহএ সভান ধিক তারে।
কেহ না লেখিব তারে মনুষ্য ভিতরে ॥
সদা মিছা মন্দ গালি যাহার বয়ান।[1]
তার মুখ রজঃস্বলা যোনির সমান ॥
পাপের সমান গালি জানিঅ নিশ্চএ।
গালি দিলে পাপের রজক মাত্র হএ ॥ ৭২৫
সেবকেরে গালি দিলে নাহি কোন ফল।
আখেরে তাহান মুখ না হৈব উজ্বল ॥
যেই গালি দেএ সেই পাইব লাঞ্ছন।
এথেকে পণ্ডিত সাধু কহে সুবচন ॥
যাহার অভ্যাস গালি দিয়া কহে কথা।
আখেরে কলেমা মুখে না হৈব সর্বথা ॥
আমার বচনে যদি অপ্রত্যয় মন।
তউফা সিরাজী মাঝে কর নিরীক্ষণ ॥
পারিতে না কর দিব্য শুন মহাশএ।
সত্য দিব্য কর যদি বৈভব টুটএ ॥ ৭৩০
প্রভু বিনু অন্য দিব্য কৈলে মহা দোষ।
দিব্যকারী উপরে প্রভুর অসন্তোষ ॥
পুত্র-দারা-বন্ধু-দিব্য মুখে না আনিব।
ঈশ্বর দঢ়াই মাত্র শপথ করিব ॥
ত্রিভুবনে যেই হএ সকলের বড়।
তাকে দঢ়াইয়া মাত্র কহিবেক দঢ় ॥
অন্য দিব্য কৈলে যেন তান সম হএ।
শপথ মোশরেক হএ জানিঅ নিশ্চএ ॥
যদি বোল পুত্র দারা প্রতি দয়া মন।
না হএ ঈশ্বর হস্তে কৃপার ভাজন ॥ ৭৩৫
পুত্র দারা বন্ধু নহে প্রাণের সমান।
প্রাণের অধিকমাত্র এই স্বামী জান ॥
ধন বস্তু লাগি শত্রু পুত্র বন্ধুগণ।
প্রভুসম দয়াকারী নহে কোন জন ॥
মিথ্যা দিব্য করিলে শুনহ কফারত।
দশ রোযা ধরিবেক করি সুনিয়ত ॥
তবে সেই দোষ ক্ষেমিবেক কৃপামএ।
কহিলুঁ তত্ত্বকথা রাখিবা হৃদএ ॥

১। পাঠান্তর :
সদা লজ্জাবন্ত থাকে পিঙ্গল নয়ান।

মুসলমান দেখি আগে দিবেক সালাম।
বহু পুণ্য পাইবেক করিলে এ কাম॥
মুমীনে সালাম দিলে দিবে পত্যুত্তর।
কাফিরেরে সালাম করিব সমসর॥
সবেরে[১] সালাম আগে দিবা নৃপমণি।
দাসেরে ঈশ্বর দিব ফকিরেরে ধনী॥
একেলা-আলিম দেখি দুই তিন জন।
প্রথমে সালাম দিব হরষিত মন॥
আসোয়ার পদাতিক দৃষ্টি আগে দেখি।
প্রথমে সালাম দিব মনে প্রীতি রাখি॥
মুমীনে হাঁচিলে 'হাম্‌দ' কহিব তৎকাল।
বুলিলে 'রহমতুল্লাহে' অতি হএ ভাল॥
যদি কেহ আগে শীঘ্র পারে কহিবারে।
না রহিব কর্ণপীড়া দসন উপরে॥
শ্রীযুত সোলায়মান মোহন্ত চরিত।
দানবৃক্ষে পুণ্যফল ধরে প্রতিনিত॥
আপন সদগুণে গুণী পালে নিরবধি।
সত্যধর্ম উপকারী[২] রসময় নিধি॥
আয়ু বৃদ্ধি বাঞ্ছা সিদ্ধি কীরিতি নির্মল।
তাহান আদেশে কহে হীন আলাওল॥

॥ ত্রয়োবিংশ বাব — পিশুন ॥

ত্রয়োবিংশ বাবে শুন পিশুনের কথা।
সাধু লোকে হাসদ না কর সর্বথা॥
পিশুণী সকলে কভু ভালাই নাহি পাএ।
আনন্দেত তৃণ যেন সব পুণ্য খাএ॥
তেজ ঝাটে গর্ব কেনা[১] হও শুদ্ধ মতি।
কেনার নরক বিনু আর নাহি গতি॥
যদি তুমি লোক আগে কার দোষ কও।
শত দোষ আপনা-আঞ্চলে বান্ধি লও॥
কঠিনতা মক্কর চক্কর তেজ ঝাটে।
শীঘ্র ঘটে তার ফল আপনা নিকটে॥
কহিবার যোগ্য হৈলে না কহিব দোষ।
ঈশ্বরে ভেহেস্ত দিব হই পরিতোষ॥
গর্ব না করিঅ সকলেরে জান বড়।
গরবে গরল ধিক মন্দ জান দঢ়॥
দেখিলে শিশু বা বৃদ্ধ করিঅ আদর।
শিশু পাপহীন বৃদ্ধে পুণ্য বহুতর॥
মুমীনে গরব কেনা মনে না রাখিব।
চিত্তের পীষুন ধুই নিশিতে শুতিব॥
থাউক মনুষ্য, বৃক্ষ দেখিলে উত্তম।
করিব সালাম তারে হইয়া নরম॥
লোকেরে আদর দয়া করিয়া বিস্তর।
সশরীরে[২] স্বর্গে গেলা ইসা পয়গম্বর॥
ধন শস্যে গর্ব করি কৃপণতা অতি।
মৃত্তিকার তলে গেল কারুণ দুমতি॥

॥ চতুর্বিংশ বাব—নমায, খরাত, রোযা ॥

চতুর্বিংশ বাব কথা শুন সাধুরাজ।
যেমতে করিব রোযা ছদ্গা নমায॥

১। পাঠান্তর : সৈন্তেরে।
২। পাঠান্তর : উপকর্তা=উপকারী।

১। কেনা— প্রতিশোধবাঞ্ছা।
২। পাঠান্তর : সংসারেতু।

নমায খ'রাত রোযা কর শুদ্ধমতে।
কেবল ঈশ্বর রাজী হইতে কারণে॥
না করিব ভেহেস্ত টঙ্গীর হুর আশ।
না করিব কদাচিত দোজখ তরাস॥
যদি ইচ্ছে প্রতিষ্ঠা নতুবা হীন তুনি।
মুলুয়া খাটিয়া যেন মাগএ খাটনি॥ ৭৬৫
প্রভুরে পাইতে কর্ম কৈলে প্রাণ লাগি।
শুদ্ধভাব হৈলে হৈব দরশন ভাগী॥
শুদ্ধভাবে প্রতি কর্ম করণ উত্তম।
কপট কুফর জান অধিক অধম॥
শুনিবারে মনুষ্যে জিকিরে উঞ্চ রাএ।
কোতোয়ালি পাইকে যেন তস্কর খেদাএ॥
উঞ্চস্বর জিকির করিলে মুনাফেক।
কুকর্ম সে জিকির কবুল নহে এক॥
সংসার পাইতে কিবা পাইতে জান্নাত।
আশা ধরি করিলে এবাদত খ'রাত॥ ৭৭০
যেই মাগে করতারে দিবেক তুরিত।
কেবল দিদার হস্তে হইব বঞ্চিত॥
নমায করিতে যে দক্ষিণ বামে চাএ।
গঞ্জণাস্বরূপ তারে বোলএ খোদাএ॥
'করিতে আমার সেবা কারে বা চাহিলা।
আমা হোতে ভাল নাকি তাহারে দেখিলা॥'
লোকেরে দেখান হেতু করিলা বহুল।
কোন ফল না ধরিল বিনাশিলা মূল॥
দান দিতে না মাগিব প্রতিষ্ঠা সোয়াব।
ধর্মভাবে প্রভু কৃপা খণ্ডাইব পাপ॥ ৭৭৫

শ্রীযুত সোলায়মান পুণ্যকারী গুরু।
নমায রোযাএ বড় দাতা কল্পতরু॥
তাহানে আরতি হীন আলাওলে গাএ।
নিত্য কীর্তি বৃদ্ধি চন্দ্র চন্দনের প্রাএ॥

॥ পঞ্চবিংশ বাব — কজা ॥

পঞ্চবিংশ বাবে শুন পণ্ডিত সকল।
কজাত হইব রাজি করিয়া আকল॥
কজাত হইব রাজি ঈশ্বর না ভুলি।
গাঁথিবা মহস্ত মেলে পথ পাইবা ওলি॥
যথ ইতি নিজ কর্ম প্রভুতে সঁপিব।
এক স্বামী বিনু কার ত্রাস না রাখিব॥৭৮০
দঢ়াইব মুই সম পাপী কেহ নাই।
করিব কৃপার আশা—দয়াল গোঁসাই॥
আশা-ভীতি মধ্যে যে মুসলমানি বাস।
কৃপার অধিক রাখ ঈশ্বর তরাস॥
ষাট [1] লক্ষ বৎসর ইব্লিস সেবা কৈল।
তিলেক গরব করি দুষ্ট নষ্ট হৈল॥
মুর্তি সেবে ছিল আবুবকর সিদ্দিক।
দঢ় সত্য ভাবে হৈল প্রভু কৃপাধিক॥
ভক্ষ্য লাগি চিন্তা না করিঅ কদাচিত।
ভক্ষ্যদাতা আছে প্রভু মনে ভাব নিত॥৭৮৫
যথাতে যে কিছু পাও প্রভু তার দাতা।
কেহ কারে দিতে নারে না দিলে বিধাতা॥
বলা হস্তে রাজি থাক করতারে বোলে।

১। পাঠান্তর : সপ্ত।

নহে না থাকিও মোর আকাশের তলে ॥
আর এক ঈশ্বর ভাবহ গিয়া তুমি।
যদি রাজি না থাক যেমত রাখি আমি ॥
আপনার কার্যে না করিঅ পর ভীত।
করিলে অধিক সেবা গর্ব অনুচিত ॥
বলআম বরসিসিয়া [১] তিলে হৈল নষ্ট।
প্রভুসেবা কষ্ট ভাবিয়া হইল ভ্রষ্ট ॥

॥ ষষ্ঠবিংশ বাব – সবর ॥

ষটবিংশ বাবে শুন সবরের কথা।
সবরেতু ধিক বস্তু নাহিক সর্বথা ॥[২]
প্রতি স্থানে সুসম সবর হন্তে পাএ।
কিবা কার্য হেতু কিবা অঙ্গের পীড়াএ ॥
যদি শত্রু তোমা হন্তে বলধিক হএ।
সবর করিলে সত্য বিধি দিব জএ ॥
জালিমে জুলুম কৈলে করিব সবর।
কাকে না কহিলে দাদ দিবেক ঈশ্বর ॥
অর্ধ ইমা সবর শোকর অর্ধ আর।
এ দুই হইলে দঢ় মুমীন সুসার ॥
কার আশা না করিঅ ছাড়িয়া বিধাতা।
পশু পক্ষী কীটের যে সেই ভক্ষ্যদাতা ॥
মনে যদি ভাব উপার্জিলে মাত্র পাএ।
পশুপক্ষী প্রতিনিতি কোথা হন্তে খাএ ॥
সর্বকার্য করিব ভাবিয়া নিরঞ্জন।
সে না দিলে কভু না হএ উপার্জন ॥
যে আছে সোকরবন্দি করহ তাহারে।
অধিক মাগিলে পাএ অধিক সোকরে ॥
যদি বা সোকরে ধনী ধিকে ধিক পাএ।
সাবির ফকির সম নহে মর্তবাএ ॥
সোকরে পাইল ধিক নবী সোলেমান।
মেঘবায়ু আদি সর্বজীব সোলতান ॥
মোস্তফাএ ফকিরিতে করিলা সবর।
কোথা সোলেমান হৈল তান সমসর ॥
শ্রীযুত সোলেমান সাবির সাকির।
সোকরে সম্পদ বৃদ্ধি তথাচ ফকির ॥
সবর কারণে সব শত্রু ছিরি নাশ।
বালচন্দ্র সম নিত্য কীরিতি প্রকাশ ॥
সতত ঈশ্বরভাবে লীন রাখে মন।
পুণ্যের বাণিজ্য হেতু না রাখন্ত ধন ॥
তাহান আদেশে হীন আলাওলে গাএ।
সেই ধন্য যাহার কীরিতি ভবে রএ ॥

১। বল্অম্ ও বর্সিসিয়া দুজন আওলিয়ার নাম। বল্অম হযরত মূসার আমলে কেনানে বাস করতেন, তিনি হযরত ইব্রাহিমের নবুয়তে বিশ্বাসী ছিলেন এবং 'ইসমে আজম' জানতেন। কিন্তু অত্যধিক কামাশক্ত হওয়ায় তিনি 'ইসমে আজম' ভুলে যান এবং পাপীরূপে গণ্য হন। বর্সিয়াও সিদ্ধ পুরুষ ছিলেন। শয়তানের ভাই আবিজ বহু চেষ্টায় তাঁকে কামোন্মত্ত করে ধর্মভ্রষ্ট করেন।

২। ইন্নাল্লাহা মাআস্ সাবেরীন।—কোরআন। আস্সাব্রো মিফ্তাহুল্ ফারাজ।—হাদিস।

॥ সপ্তবিংশ বাব – তওবা ॥

তওবার কথা শুন সপ্তবিংশ বাবে।
এথধিক বস্তু নাহি ভাবি বুঝ সবে ॥
আজু কর তওবা কালুকা না জুয়াএ।
না জানি প্রভাত লাগ পাই কি না পাই॥
সত্যভাবে তওবা কর দঢ়াইয়া মন।
গত পাপ মনমাঝে করিয়া শোচন ॥
না করিব মনেত পুর্বের পাপ সুখ।
যদি বা স্মরণ হএ মনে ভাব দুখ ॥
ধনবৃদ্ধি আশাধিক তেজি স্বামী ভাব।
যথেক সম্পদ তত আছএ অভাব।
পাপকর্ম দেখি মনে না রাখ খানিক।
প্রভু আগে পাপ বাড়ে সেবার অধিক ॥
যদি বান্দা তওবা করে মনে দঢ়ভাবে।
পূর্বকৃত পাপ যথ খণ্ডএ যে তবে ॥
দ্বীন ছাড়ি সর্বস্থানে ধাএ ধন লাগি।
প্রভু হন্তে নৈরাশ হইব ক্রোধভাগী ॥
সংসারের প্রেমধিকে পাপধিক হএ।
অতিলোভে প্রভুসনে শত্রুতা বাড়এ॥
ধন হন্তে মন যদি করিল খালাস।
সেবাকালে শ'তান না আসে তার পাশ॥
পুঞ্জ করি ধন থুইলে কুবের[১] সমান।
কার্যে না লাগিলে ধন ইটালি পাষাণ ॥
ফকিরে রাখিলে ধন মনুষ্য না হএ।
দ্বীনের তস্কর প্রাএ জানিঅ নিশ্চএ॥

১। পাঠান্তর : কুকুর।

সহজে দুনিয়া ফানি ধিক ভাবে পাপ।
অর্জিতে বহুল দুঃখ রাখিলে সন্তাপ ॥

॥ অষ্টবিংশ বাব – কৃপণ ॥

অষ্টবিংশ বাবে শুন বখিলের কথা।
সভান অধম যার মনে কৃপণতা ॥
চিত্ত হন্তে দূর কর কৃপণতা ভাব।
পাইবা রতন টঙ্গী দুর হৈব লাভ ॥
বখিলে করিব চিন্তা মনে ভাবি কষ্ট।
আমাসবে বখিলি করিয়া হৈলুঁ নষ্ট ॥
দানকর্ম শিখ না মাগিও কার ঠাঁই।
যাচকতায় মন না দিলে অধিক ভালাই ॥
কেতাবেতে কহিয়াছে তার উপাখ্যান।
মন দিয়া শুনিলে যে অধিক কল্যাণ ॥
শতাধিক মহাজন সফরেত গেল।
পন্থক্রমে সবলোক তৃষ্ণাতুর হৈল ॥
একজন স্থানে মাত্র ছিল অল্প পানি।
আপে না খাইয়া অন্যেরে দিল আনি ॥
সেই দিল অন্যেরে, অন্যেরে দিল আনে।
এইমতে সর্বস্থানে গেল দানে দানে ॥
তৃষ্ণাএ অন্তর দহি মৈল সর্বজন।
অবশেষে যে পাইল করিল ভক্ষণ ॥
দানপাত্র নাহি দেখি কৈল জল পান।
বহুল আক্ষেপ করি রাখিল পরাণ ॥
সবে মুক্তি পাইল বঞ্চিত আমি মাত্র।
আয়ুলেশ আছিল না ছিল দানপাত্র ॥
ধিকে ধিক অল্পে অল্প দিবা অনুরূপে।

সন্তান অধিক ফল পাইবা স্বরূপে ॥
কৃপণ ঈশ্বর বৈরী তপ কৈলেও ভারী।
ঈশ্বরের মিত্র দাতা যদিও মন্দকারী ॥
ভূমি হেটে রাখে ধন ভাবি দুঃখ দিন।
কাজ উপস্থিতে না পাইব তার চিন ॥
পুত্রকন্যা খাইতে গাড়িয়া রাখে ধন।
কেহ বার্তা না পাইব হইব গোপন ॥
এইরূপে বহু ধন আছে মহীতল।
দান হস্তে পুত্রকন্যা সর্বত্রে কুশল।
হস্তে ধন হৈলে সাধুলোকে করে দান।
পুত্রকন্যা সুখে খাএ দোহা জোগে মান ॥

॥ ঊনত্রিংশ বাব — ভাল কর্ম ॥[1]

সাবধানে শুন সাধু ঊনত্রিশ বাবে।
যেন মতে ভাল কর্ম করে লোক সবে ॥
সকলের সঙ্গে কর নেকীর অভ্যাস।
মিত্র হৈব সর্বজন হৈব বিঘ্ননাশ ॥
সুজনের সঙ্গে নেকি কর যথোচিত।
ধিক না করিঅ যার প্রকৃতি কুৎসিত ॥
ধিক আদর করিঅ আদর যেই করে।
অনাদরি জনেরে উচিত অনাদরে ॥
যদি খল সঙ্গে বাস হএ চিরকাল।
মন্দরে বুলিলে ভাল, বোল ধিক ভাল ॥
দিবসেরে নিশি যদি বোলে খল রীত।
কহিঅ উদিছে শশী কীর্তিকা সহিত ॥
তোমার সুকথা যদি খলে না ধরএ।

১। এই বাবটি পুরোপুরি মূলানুগ নয়।

গর্দভেরে অশ্ব যদি বোলে, বোল 'হএ' ॥
খলে মন্দ বুলিলে না হৈঅ রুষ্ট মন।
ঈশ্বরেরে কত মন্দ বোলে পাপিগণ ॥
বাখানে না হৈঅ তুষ্ট, মন্দ বোলে রুষ্ট।
বাখানেত কিবা ভাল মন্দে কিবা কষ্ট ॥
তাহান মরম যদি বুঝিলা স্বরূপ।
মূর্খ সনে কহ তারে মূর্খ অনুরূপ ॥
পণ্ডিতের সঙ্গে কথা বৃষ্টি-মুকুতা।
মূর্খেরে কহিঅ যেন তার ভাল কথা ॥
মূর্খেরে না কহ তথ জ্ঞান সুকথন।
চিনা-ভক্ষী পক্ষী মুক্তা কোন প্রয়োজন ॥
শাস্ত কৃপামত্ত হই কর বিকিকিনি।
লাভ দেখি বেচ কিন যেন নহে হানি ॥
লোকলাভ চিন্তিব না চিন্তি নিজলাভ।
মুক্তি পদ পাইব যাহার এহি ভাব ॥
নাহি দেখি নাহি শুনি কিতাব মাঝার।
উপকারী সম আর ফল আছে কার ॥

॥ ত্রিশ বাব — দান ॥

ত্রিশ বাবে শুন দান শক্তির চরিত।
জাহিদের স্বর্গ সিদ্ধি প্রভু হএ মিত ॥
ফকির দেখিলে এক রুটি কৈলে দান।
দোহো লোকে নাহি তার সম পুণ্যবান ॥
কৃপা ভাবে ভিক্ষুকে করিলে এক দৃষ্টি।
তোমা 'পরে ঈশ্বরে করিব কৃপা বৃষ্টি ॥
নিজ অঙ্গে দুঃখ সহে পর দুঃখ লাগি।
তার সম কেহ নহে প্রভু কৃপা ভাগি ॥

দ্বারে আসি ভিক্ষুকে মাগিলে এক রুটি ।
ন দিয়া ফিরাএ যদি নষ্ট পরিপাটি ॥
ঈশ্বরে বোলএ 'আমি গেনু তোর দ্বারে ।
এক গ্রাস ভক্ষ্য তুমি না দিলা আমারে' ॥
দ্বার হন্তে কেহ যদি মাঙুয়া খেদাএ ।
'মোকে খেদাইল' হেন বোলন্ত খোদাএ ॥
গ্রাসেক না দিয়া যদি খেদাএ ভিক্ষুক ।
সহস্র বৎসর দোজখেত পাইব দুখ ॥[১]
যদি তুমি দান দিতে মনে কৈলা সার ।
প্রভু হন্তে পাইবা শিরতাজ অলঙ্কার ॥
ফকির দুয়ারে আসে খোদার হাদিয়া ।
ভক্তিভাবে লও তারে চালাও তুষিয়া ॥
এতিমেরে অন্নে বস্ত্রে সদাএ পালাও ।
যেন তার স্মরণ না হএ বাপ মাও ॥
সেবক হইয়া যেই নিত্য করে সেবা ।
মনোদুঃখ না দি' তারে নিত্য বাড়াইবা ॥
এক দুই রুটি যদি আছএ সাক্ষাৎ ।
বাঁটিয়া খাইলে ধিক মহিমা তাহাত ॥
সকলের ভার উঠাইব যথ পারে ।
সবে কৃপাভাব করে, অধিক ঈশ্বরে ॥
অনুরূপে তার ভার উঠাই সর্বকাল ।
প্রভু পাশে তথধিক নাহি কিছু ভাল ॥
যদি কেহ মন্দ বলে সহিয়া থাকএ ।
সেই ক্ষেমা সাহায্য হইয়া দিব জএ ॥
বিস্তর পড়িলে লোকে বোলএ পণ্ডিত ।
ক্ষেমা না থাকিলে গুণে অঙ্গার চরিত ॥
ক্রোধ যুক্ত না হইঅ মাত্র শান্ত মুর্তি ।
ক্রুদ্ধ জন উপরে ঈশ্বর ক্রুদ্ধ অতি ॥
যদি কেহ ক্রুদ্ধ হএ উত্তর না দিবা ।
সর্বস্থানে ক্ষেমা ধরি নিঃশব্দ হইবা ॥
ঈশ্বর নিকটে তার ধিক নাহি মিত্র ।
দয়ার সমুদ্র ক্ষেমা দয়াল চরিত্র ॥
ক্ষেমা সঙ্গে পাঠ যারে দিলেত গোঁসাই ।
তার সম শান্ত-সাধু সংসারেত নাই ॥
ক্রোধ হইলে মনে না রাখিব নিশাবধি ।
যার ক্রোধ নাহি তারে তুষ্ট করে বিধি ॥
ক্ষেমাবন্ত না পাইব দোজখের গন্ধ ।
সংসারে ভালাই বিনে না হইব মন্দ ॥
যদি কেহ ক্রুদ্ধ হই প্রাণ লৈতে আসে ।
ক্ষেমা ধরি রৈলে দাদ দিবেক খোদাএ ॥
শ্রীযুত সোলায়মান দাতা ক্ষেমাশীল ।
দয়াল চরিত্র করি বিধানা সৃজিল ॥
শক্তি অনুরূপ দানে মাঙুয়া তোষএ ।
শূণ্যহস্তে দ্বার হন্তে কারে না ফিরাএ ॥
ক্ষেমাতে ধরণী সম দানে কর্ণবাড়[১] ।
পরহিতে দুঃখ সহে বিক্রমে সুসার ॥
কৃপাএ এতিম পালে স্মরি পুণ্য ধর্ম ।
করএ সেবক সবে ইচ্ছামত কর্ম ॥
তাহান আদেশে হীন আলাউলে গাএ ।
আয়ু যশ বাঞ্ছাসিদ্ধি[২] হউক সদাএ ।

১। প্রথম থেকে এই পর্যন্ত গ'দার গ্রন্থে নেই ।

১। পাঠান্তর ঃ অলঙ্কার ।
২। ঐ ঃ আয়ুরন্তিবৃদ্ধি যশ ।

॥ একত্রিশ বাব — হুকুম ॥

একত্রিশ বাবে কথা শুনহ সুবোধ।
যেন মতে আজ্ঞা পালি হইব নিরোধ ॥
যে কিছু করিছে আজ্ঞা হইবে প্রকট।
ধিক কর না যাইঅ নিরোধ নিকট ॥
কর্তব্যাকর্তব্য যথ কহিছে ঈশ্বর।
সে সব কর্তব্য জান মুমীন উপর ॥
কিবা বৃদ্ধ যুবক ঈশ্বর কিবা দাস।
সকল উপরে ফর্য জানিঅ প্রকাশ ॥
প্রভুর স্মরণকথা শুন এক মনে।
যেই ভাল রাখ মন্দ ফেলাঅ তখনে॥
আলিমে যে কিছু কহে নীতিশাস্ত্র কথা।
অতি ভক্তিভাবে চিত্তে রাখিব সর্বথা ॥
আলিমের কুকর্মেত দৃষ্টি না করএ।
এলেম মহিমা মাত্র মনেত ভাবএ ॥
নীতি জানাইতে যেই হএ রুষ্ট মন।
শাস্ত্রকথা তাকে না কহিব কদাচন ॥
পন্থনীতি দিতে আগে দেঅ আপনারে।
তার পাছে নারী পুত্র কহিঅ কন্যারে ॥
আর যেই ভক্তিচিত্তে শুনে শাস্ত্রনীত।
কহ তাকে, খলকে না কহ কদাচিত।
না লেপিঅ ঘর বেড়া গোলাদ[১] মিশ্রিত।
ফেরেস্তা না আসে কাছে জানহ নিশ্চিত॥
ঘুটি জ্বালে অন্ন আদি না রান্ধ স্বরূপে।
নাপাক কহিছে ভক্ষ্য ইমাম ইস্তুফে ॥
রান্ধিলে গোলাদ জলে নাপাক কেবল।
গোলাদে লেপিলে ঘর শ'তান দখল ॥
নাপাক ঠামেত্ত সার নহে এবাদত।
নাপাক জাগাতে থাকে ইব্লিস সতত ॥
ইব্লিসের দখলে ফেরেস্তা না ঘনাএ।
সেবা ইসলাম কর্ম সকল হারাএ ॥
বৃষ আদি অজা অশ্ব যে ঠামে নিবাস।
ফেরেস্তা না থাকে যথা দুর্গন্ধ প্রকাশ ॥
এক রাত্রিদিন পশু থাকে যেই ঘরে।
তথাতে না করে সেবা মুসলমান নরে ॥
গ্রামমাঝে কেহ আজ্ঞা লঙ্ঘি কৈলে গুণা।
উত্তমে দেখিলে যদি না করএ মানা ॥
দেখাদেখি কুকর্ম প্রচারে দশগুণ।
এথেকে মহন্ত নিষেধএ পুনঃপুন ॥
মুখ চাহি সুজনে না কহি সহি থাকে।
সে সবের সমান লিখৌক আপনাকে॥

॥ বত্রিশ বাব — সুস্বর ॥

বত্রিশ বাবেত শুন শব্দের কথন।
যেন মতে সুজনে করিব আলাপন ॥
সুস্বর ঈশ্বর-দান বড়হি পদার্থ।
শ্রুতিমাত্র মনেত উপজে পরমার্থ ॥
হাদিসে খবর দিছে রসুল-ঈশ্বর।
তুমি সবে নিজ কণ্ঠ করহ সুস্বর ॥
মধুর সুস্বর জান প্রাণের আহার।
মহৎ চরিত্র শুদ্ধ ভাব জন্মে যার ॥
ভাব উপজিলে মন উর্দ্ধ গতি হএ।

১। গোলাদ—গোবর।

না মরে জলেত ডুবি অগ্নি না দহএ ॥
সারে প্রবেশিব মন অসার তেজিয়া।
অশ্রুস্রোত শ্বাস রোখে[১] না দিবে ছাড়িয়া॥
এমত হইলে তারে বোলে শুদ্ধ ভাব।
কপটে নাচিলে হানি বিন্দু নাহি লাভ॥
'ছরুদ' খোদার ছিরি জানিঅ নিশ্চএ।
মহৎ পুরুষে তার মরম জানএ॥
কোন্ রস নীরস না জানি তার মর্ম।
সুজনে না গাহে গীত ভাবিয়া কুকর্ম॥
গাহিতে শুনিতে কামভাব না ভাবিব।
প্রভুভাবে মগ্ন মন হইয়া শুনিব॥
সুস্বর শুনিয়া কহে হামদ্ সলওয়াদ।
যদি দেখে চিত্তে ভাব উপজে তাহাত॥
একভাব হন্তে যদি আন হএ চিত।
রহিতে পারিলে না নাচিব কদাচিত॥
আপনা বিস্মৃত হৈলে দৈবে সে নাচিব।
নহে অশ্রুপাতে প্রভু স্মরণে রহিব॥
ছরুদ হারাম হৈছে শাস্ত্রের বচন।
হাসিবাজি কামরস পাপের লক্ষণ॥
যন্ত্রকুল হারাম হইছে এহি রীত।
তবলা বাহিতে[২] মাত্র গাজীর উচিত॥
নিঃস্বার্থে ডম্বরু ঢোল বাহনলেখে দোষ।
বিবাহ উৎসবে মাত্র বাহন সন্তোষ॥
নারীকুল মোহন সুস্বর মহামন্ত্র।
সেভাবে না গাহিব না বাহিব যন্ত্র॥

১। পাঠান্তর : অঙ্গে শ্বাস রাখে নিজ।
২। বাহিতে (বাহন) <বাজাইতে <বাজতে

এহি ভাবে ধিক দোষ জানিঅ নিশ্চএ।
নানান পাষণ্ড পড়ে অতিপাপ হএ॥
রাগগীত শুনি যদি কেহ 'আহা' মারে।
সত্য কিবা ভণ্ড বুঝি আদরিব তারে॥
সুস্বর মনের সনে বহুল মিত্রতা।
শ্রুতিমাত্র সর্বকর্ম তেজি যাএ তথা॥
সুস্বর শুনিতে চিত্ত হএ বেয়াকুল।
যন্ত্র-গীত সুস্বরের মহিমা অতুল॥
শ্রীযুত সোলায়মান নৃপতি-অমাত্য[১]।
অধিক বুঝএ রাগ-গীতের মাহাত্ম্য॥
ঈশ্বর-প্রদত্ত কণ্ঠ পরম সুস্বর।
শ্রুতিমাত্র অশ্রু স্রবে নহে চিত্তাতুর॥
অন্যভাবে না গাহন্ত না শুনন্ত গীত।
কেবল ঈশ্বর ভাবে মহন্ত চরিত॥
তাহান আদেশে হীন আলাওলে গাএ।
সর্বত্রে বিজয় হউক ঈশ্বর কৃপাএ॥

॥ তেত্রিশ বাব—ক্রীড়া ॥

তেত্রিশ বাবেত শুন খেলার কথন।
শাস্ত্রকথা শুনিয়া না হৈঅ রুষ্টমন॥
হারাম সকল খেলা শাস্ত্রের বচনে।
আপনা রমণী সনে কেলিরস বিনে॥
না শুনি যে জনে খেলে শাস্ত্রের বিধান।
তাহারে জানিঅ বৃষ-গর্দভ সমান॥
নর্দ্দ শতরঞ্চ খেলা যেই হস্তে ধরে।
শূকরের রক্ত মাংস যেন লাগে করে॥

১। পাঠান্তর : নৃপ-মহামাত্য।

আপনি না খেলে কেহ খেলা দিকে হেরে।
জননীর লজ্জাস্থান যেন দৃষ্টি করে ॥ ৯৩০
ইমাম সাফিএ কহিছন্ত কদাচিতে।
যদি কেহ খেলা বিনে না পারে রহিতে ॥
দুইদিকে কোন বস্তু না ধরৌক বাদ।
না কৌরক ভঞ্জন না করৌক বিসংবাদ॥
মুমীন বান্দার প্রতি প্রভু করতারে।
দিনপ্রতি সপ্তবার কৃপাদৃষ্টি করে ॥
শতরঞ্চ আদি খেলা খেলে যেইজন।
সে পুনি নহে এ কৃপাদৃষ্টির ভাজন ॥
হাসিবাজি ধিক কৈলে মুখে কিবা হাতে।
উত্তমে দেখিলে মানা করৌক তাহাতে ॥৯৩৫
অশ্ব ধাপাইতে কিবা তীর চালাইতে।
কিবা পদব্রজে দোহে চাহএ ধাইতে ॥
এহি সব কর্মে বাদ ধরিতে পারএ।
কৈতর উড়ানে বাদ উচিত না হএ ॥
দুইদিকে বাদ ধরে হারাম নিশ্চিত।
কিন্তু মাত্র হালাল জানিঅ তিন রীত ॥
একে বন্দিআল হএ মাগিয়া না পাএ।
আপনারে ক্ষুদ্র হেন জানিয়া খেলাএ ॥
সঙ্গে করি রক্ষক যদি সে খেলা খেলে।
প্রাণরক্ষা পাএ খেলা জিনি ধন পাইলে॥৯৪০
দ্বিতীয় যাহার পরিবারে উপবাস।
কোন হেতু ভক্ষণের নাহি তার আশ ॥
খেলা খেলি জিনি যদি ধন কিছু পাএ।
তার পরিবারের জীবন রক্ষা হএ ॥
তৃতীয় জালিমে যদি দণ্ডন করএ।
না দিলে তাড়না পাএ বন্ধনে পড়এ ॥
সর্বস্ব হরিল, কিছু নাহিক উপাএ।
খেলা জিনি ধনে যদি বন্ধন এড়াএ ॥
এহি তিনজনের হালাল খেলা-বাদ।
অন্য বাদ করিলে পশ্চাতে পরমাদ ॥৯৪৫

॥ চৌত্রিশ বাব — শিকার ॥

চৌত্রিশ বাবের কথা শুনহ পণ্ডিত।
শিকার জবেহ যেন হএ শাস্ত্ররীত ॥
শাস্ত্রে কহে হংস আদি কুক্কুট কৈতর।
পার যদি পুষি রাখ থাকিব নিয়ড় ॥
শিকারে বহরী বাজ হুমা তিল গর।
ওক্কাবা বহরা বাসা মুস্কিনি সাগর ॥
শিকার-বহরী হাতে লই কর খেলা।
কুকুরের সঙ্গে খেলা কভু নহে ভালা ॥
শ্বন পোষে গৃহরক্ষা শিকারের আশে।
খেলা কৈলে শ্বন সঙ্গে শত কর্ম নাশে ॥৯৫০
শিকার অধিকারে তীর, কুকুর এড়িতে।
বিসমিল্লা আগে তাত পড়িবে তুরিতে ॥
মুসলমান কুকুরে শিখাই যদি রাখে।
শিকার এড়িয়া যদি ফিরি আসে ডাকে॥
অঙ্গে ঘাত হইয়া শিকার যদি মরে।
জবেহ সমান তাকে খাইবারে পারে ॥
জবেহ কারণে নর ধাইব তৎকাল।
জীবনে জবেহ আছে, মইলে সে হালাল॥
বিসমিল্লা পড়িয়া যে ঠেঙ্গার বাড়ি মারে।
ঘাও না হইয়া মৈলে খাইতে না পারে ॥ ৯৫৫

বিসমিল্লা পড়িয়া শিকার এড়ি দিলে।
খাইতে না পারে যদি পড়ি মরে জলে॥
পশু-পক্ষী জবেহ করএ যেই সবে।
ইচ্ছাগতে বিসমিল্লা না পড়ি করে জবে॥
সেই পশু-পক্ষী হএ জানিঅ মুর্দার।
ভ্রমে যদি না পড়এ পারে খাইবার॥
মুসলিম রমণী যদি সে জবে করে।
নতুবা বালক হৈলে মনে বুদ্ধি ধরে॥
এ সবের জবেহ হালাল হএ জান।
জরুরত হৈলে বস্তু না হএ যে আন॥
দুই 'শাহ্ রগ' 'হুলকুম' আর 'মিরি'।
উচিত তকবীরে কাটিবারে এই চারি॥
তিন রগ কাটে যদি ভ্রমে এক রহে।
তথাপি খাইতে পারে শাস্ত্রে হেন কহে॥
যে সকল কর্মে হএ জবেহ হারাম।
মন দিয়া শুন তার একে একে নাম॥
দূরেত গমন কিবা[1] কূপ পুষ্করণী।
বিবাহ করিয়া ঘরে আনিলে রমণী॥
গৃহে 'সঙ্করণ'[2] কিবা গৃহকার্য কালে[3]।
নতুবা সফর হন্তে নিজ ঘরে আইলে॥
আরোগ্য সিনান কিবা কৃষি বাগোয়ান।
কিবা নবগ্রাম বৈসাইতে কোন স্থান॥
হাকিম দেশের মাঝে প্রবেশএ যবে।
'মকরুহ' জবে কৈলে এ সকল ভাবে॥

১। পাঠান্তর : জর আর ব্যাধি কিবা।
২। গৃহে সঙ্করণ—গৃহ-প্রবেশ (উৎসব)
৩। পাঠান্তর : গৃহ রেমুকালে।

চারিদন্তে নখে ধরি যে জন্তুএ খাএ।
খাইবারে সেই সবের মাংস না জুয়াএ॥
যেই পক্ষী নখে ধরি ভুজ্যে ছিঁড়ি খাএ।
সে সবের মাংস না খাইব সর্বথাএ॥
গর্দভ খচ্চর না খাইব কদাচিত।
অশ্ব মাংস মকরুহ ভক্ষ্য অনুচিত॥
পশু-পক্ষী যথ চরে বেড়াইয়া।
শীঘ্র-ভক্ষ্য মকরুহ খাইব বান্ধিয়া॥
তিন যাম বান্ধি হংস কুক্কুট খাইব।
ছাগল সপ্তম গরু দশম বান্ধিব॥
না খাইব ফেকুদর[1] যদি স্বাদ হএ।
সুপক্ক খাইলে মাংস নাহিক সংশয়॥
জলজন্তু না খাইব জল-হংস বিনে।
ইচা মৎস্য[2] না খাইব 'তাপিয়া' সুজনে॥
বিনু ঘাএ বড় মৎস্য মরি ভাসে জলে।
আরবীর ভাষেত 'তাপিয়া' তারে বোলে॥
মৎস্য আর পতঙ্গ[3] জবেহ বিনু খাএ।
হালাল কলিজা তিলি নীতিশাস্ত্রে কএ॥[4]
মীনের কলিজা জান হারাম সে ধরে।
পশুর কলিজা তিলি খাইবারে পারে॥
হালাল কলিজা তিলি পশুর জানিবা।
ষষ্ঠ কিতাব মানিলে তাহা না খাইবা॥
পিত আর গিলা, ফোক্না, অণ্ডকোষ

১। ফেকুদর—নাড়ী-ভুড়ি।
২। ইচা মৎস্য—চিংড়িমাছ।
৩। পাঠান্তর : মলখ।
৪। পাঠান্তর :
হারাম কলিজা-তিলি শাস্ত্রের আজ্ঞাএ।

দোন লজ্জাস্থলী—এহি ষষ্ঠ ভক্ষ্য দোষ ॥
কোমল হইলে অস্থি খাইব চিবাইয়া।
কঠিন হইলে, মজ্জা খাইব শুষিয়া ॥

॥ পঁয়ত্রিশ বাব—চন্দ্র ॥

পঁয়ত্রিশ বাবের কথা শুন দিয়া মন।
দেখিলে নবীন চন্দ্র করিব কেমন ॥
কোন চন্দ্র দরশনে কি বস্তু দেখিব।
সে সকল শাস্ত্র কথা বিচারি কহিব ॥
দেখিলে নবীন চন্দ্র বিসমিল্লা সহিত।
ত্রিশবার আল্‌হামদু পড়িব তুরিত ॥
সুরাত ফাতেহা যদি সে রাত্রি পড়এ।
সে চান্দে না পড়ে বিঘ্ন পাএ অতি জএ ॥
মোহরমে স্বর্ণ দেখ সফরে দর্পণ।
রবিউল আউআলে স্রোতজল নিরীক্ষণ॥
রবিউল আখেরেত অজা নিরীক্ষিব।
জমাদিউল আউআলে রজত হেরিব ॥
জমাদিল আখেরে বৃদ্ধ পুরুষ দেখন।
রজবেত কোরান করিব নিরীক্ষণ ॥
সাবানেত সবুজ তৃণ, খড়গ রমযানে।
শওয়ালেত সবুজ বস্ত্র দেখ তুষ্ট মনে ॥
জিল্‌কদে নিরক্ষিব সুন্দর ছাবাল।
জিলহজে শিশু, নারী[১] দেখে অতি ভাল ॥
বৎসরের আদ্য চন্দ্র জান মোহরম।[২]
প্রথম দিবসে রোযা রহিলে উত্তম[৩] ॥
জিলহজে দশ দিন বৎসরের অন্ত।
সে দিনে রাখিলে রোযা হএ পুণ্যবন্ত ॥
রজব চান্দের যে প্রথম গুরুবারে।
সে দিনে রাখিলে রোযা বহু পুণ্য বাড়ে ॥
লাইলতুল গায়েব সে রাত্রির নাম।
মগরিব শেষে কর নামায তামাম ॥
এশার সময় হৈলে ইফ্‌তার করিব।
স্বর্গপুরে প্রভুস্থানে তাকে আরাধিব ॥
রজবের মধ্যভাগে খানা করিবেক।
সেই দিনে বৃষ্টি-রক্ষা দোয়া মাগিবেক॥
এই চান্দ আদ্য মধ্য শেষেত গোছল।
করিলে খণ্ডিব পাপ, পাএ নবজল ॥
অবিরত পড়িব কোরান রমযানে।
নবীর দরুদ শুধু পড়িব সাবানে ॥
সমস্ত রজনী ভরি পড়ি প্রভু নাম।
ভক্তিভাবে কুশল মাগিব মনস্কাম ॥
সাবানের চন্দ্র ভরি মাগিব আমান।
'বরাতে'ত দশকর্ম করিব বিধান ॥
করিব গোসল চক্ষে সুরমা পড়িব।
সে নিশি প্রভুক ভাবে জাগিয়া রহিব॥
ঘরের দুর্লভ বস্তু যে থাকে সমস্ত।
সর্ব ভাণ্ড উপরেত বুলাইব হস্ত ॥
মৃতের কবরে করিব জেয়ারত।
শুনিবেক আলিমের পন্থ নসিহত ॥
ভাবে দোয়া পড়িব নামায গুজারিব।
মা-বাপ নিজ আত্মীয় আমান মাগিব ॥
দুই ঈদে স্নান করি সুগন্ধি মাখিব।

১। পাঠান্তর : কেশরী।
২। ঐ : বৎসরের অর্ক জান চান্দ রমযান।
৩। ঐ : কল্যাণ।

রোযার ঈদেত তুঙ্গ খোরমা ভক্ষিব।
সুরাত 'আম্বিয়া' হজে কিবা আরফাএ।
পড়এ 'উমরা হজ্ব' পুণ্য সেই পাএ ॥
কোরবানী করিতে শক্তি নাহিক যাহার।
সুরা 'কওসর' পড় দশ-বার বার ॥
জিলহজ্জে দশদিনে দিবসে রাত্রিত।
সুরাত 'ফজর' পড়ে পুণ্য অতুলিত ॥
আশুরার দিনেত করিবা দশকাজ।
গোসল, সুরমা, রোযা চতুর্থে নামায ॥
এতিমেরে তৈল আর যেই পারে দিব।
বিসম্বাদী জন সঙ্গে তুরিতে মিলিব ॥
আলিম দেখিব গিয়া হাদিয়া সহিতে।
ব্যাধিবন্ত জনেরে যাইব সম্ভাষিতে ॥
আশুরাতে দোয়া ভক্তিভাবেত পড়িব।
পরিবার সবেরে সম্পূর্ণ ভুঞ্জাইব ॥
না হইব সফর চান্দেতে মুসাফির।
কার সঙ্গে কলহ না করি রহ স্থির ॥
বার চন্দ্র মধ্যেত সফর অতি কষ্ট।
শত লক্ষ নামে 'বলা'[1] হেতু লোক নষ্ট ॥
আখেরি 'চাহার শোম্বা' গোসল করিবা
কাটাইয়া চুল নখ বসন ধুইবা ॥
সফর চান্দের সে আখেরি বুধবারে।
'হাজামত' গোসল করিছে পয়গাম্বরে।
শেষ বুধে যদি লোকে এই কর্ম করে।
সহস্র লক্ষ 'বলা' শীঘ্রে যাএ দূরে ॥

১। বলা—বালাই, বিপদ।

আপনার ঘরেত রহিব সুখ রঙ্গে।
ভুঞ্জিবেক উপহার মিত্রগণ সঙ্গে ॥
শনিবারে বনপন্থে[1] করিব আখেট[2]।
সেদিনে শিকার সঙ্গে হএ বহু ভেট ॥
রবিবারে গৃহ সজ্জা কৃষির বাগোয়ান।
আরম্ভএ কূপ পুষ্করণী অকল্যাণ[3] ॥
গৃহ তেজি দূর গ্রামে কার্য হেতু যাএ।
সোমবারে অতি ভাল সিদ্ধি ফল পাএ ॥
মঙ্গলে খেউর কর্ম করে অমঙ্গল।[4]
যেন শরীরের রক্ত পড়এ সকল ॥
বুধেত গোসল করে ব্যাধির ঔষধি।
রাজপাত্র ভেটিবারে গুরুবারে সিদ্ধি ॥
শুক্রবারে স্নান করে ভুঞ্জি সুখ রতি।
পাএ বহু পুণ্য, হএ উত্তম সন্ততি ॥
শনি মঙ্গলেত বস্ত্র পরে কিবা ফাড়ে।
নানা ব্যাধি সঙ্কট আসিয়া শীঘ্র ধরে ॥
তিন, অষ্ট, তের, অষ্টদশ, বিংশতিন।
অষ্টবিংশ, মাসে অমঙ্গল ছয়দিন।
কনিষ্ঠ অঙ্গুলি হস্তে গণিয়া আসিব।[5]

১। পাঠান্তর: মৎস্য আদি।
২। আখেট—শিকার।
৩। পাঠান্তর:
কূপ পুষ্করণী আদি আরম্ভ কল্যাণ।
৪। ঐ: মঙ্গলে খেউর কর্ম করিলে মঙ্গল।
৫। পুনঃ পুনঃ কনিষ্ঠ অঙ্গুলি থেকে বৃদ্ধা পর্যন্ত গণনা করলে ৩, ৮, ১৩, ১৮, ২৩, ২৮ তারিখ মধ্যমায় পড়ে। মাসের এ কয়দিন অশুভ।

'মধ্যমা'এ যেই পড়ে সেদিন রাখিব ॥
এহি ছয় 'নহস' জানিবা গুণিগুণে।
কদাচিত কোন দিকে না যাএ এদিনে ॥
কোন নব কর্ম আরম্ভ না করিব।
নহস বিফল জানি ক্ষেমা দি' রহিব ॥

॥ ছত্রিশ বাব — বার্ধক্য ॥

বৃদ্ধের চরিত্র শুন ছত্রিশ বাবেত।
বয়সের অবশেষে থাকিব কেমতে ॥
চল্লিশ বৎসর যদি হইল বয়স।
একতিল না রহিব করিয়া আলস ॥
যথ কর্ম তেজিয়া পুণ্যেত কর কাম।
উলটা করিলে হৈব নরকেত ঠাম ॥
একাঙ্গে অধিক কর যথ পার পুণ্য।
এহলোকে পরলোকে হৈব ধন্য ধন্য ॥
একভাগ শৈশবতা যাএ খেলা রসে।
আর ভাগ 'যৌবনতা' মত্ত কাম বশে ॥
শেষকালে জরা ব্যাধি ধরিব আসিয়া।
কোন্‌কালে পুণ্য হৈব বুঝহ ভাবিয়া ॥
ক্ষেণে শিরপীড়া ক্ষেণে জ্বরা কফ বায়ু।
যবে অঙ্গে রোগ হএ তিক্ত লাগে আয়ু ॥
সোয়াস্তি নাহিক তিল নাহি নিদ্রা সুখ।
উষ্ণধিক শীতধিক সর্বমতে দুখ ॥
ভক্ষ্যেত না পাএ সুখ স্বাদ শুদ্ধরস।
উঠিতে বসিতে দুঃখ অধিক কর্কশ ॥
শ্রবণেহ শ্রুতিহীন আঁখি হীন জুতি।
কার্যহেতু জিজ্ঞাসিলে না চলে যুকতি ॥
নারী পাশে লজ্জিত থাকএ অনুক্ষণ।
বুদ্ধি টুটি যাএ বাক্য না হএ স্মরণ ॥
শত্রুগণে দেখি মনে না করে তরাস।
অবিরত দুঃখবৃদ্ধি সুখ হয় নাশ ॥
যুবতী রমণীদিকে বৃদ্ধ যদি চাএ।
উপহাস্য করি পাশে না যাএ ঘৃণাএ ॥
না ঘনাএ যুবতী সে অবজ্ঞান করে।
বৃদ্ধরূপ, কুষ্ঠভাবে সবে ঘিন্না ধরে ॥
সপ্তদ্বীপ-স্বামী যদি হএ বৃদ্ধ কালে।
কোন সুখ নাহি অঙ্গে জীবন জঞ্জালে ॥
কেহ না বোলাএ কাছে সকলে খেদাএ।
কেবল জীবএ বৃদ্ধ ঈশ্বর কৃপাএ ॥
যদি কেহ বৃদ্ধ হএ জরাজীর্ণ কাএ।
তার প্রতি দয়া করি বোলন্ত খোদাএ ॥
'কাল কেশ হৈল শ্বেত শক্তি হৈল ক্ষীণ।
কর্ণেত না শুন শব্দ চক্ষু জুতিহীন ॥'
কটিমুখ ভগ্ন বলহীন পদ কর।
কস্তুরী কাপুর হৈল কুসুম[১] কেশর ॥
শর-প্রায় অঙ্গ হৈল ধনুর আকার।
অঙ্গের নাড়িকা সব গুণ হৈল তার ॥
শত্রু না ডরাএ তারে মিত্র না পুছএ।
ভক্ষ্য দিয়া সেবা হেতু কেহ না থাকএ ॥
প্রভু বোলে 'মোর ভিতে আইসহ পালিমু।
হুরগণ সহিতে রতন টঙ্গী দিমু ॥
বৃদ্ধজন উপরে মোহর কৃপা অতি।
কুবুদ্ধি খণ্ডিয়া নিত্য বাড়এ সুমতি ॥
তোমার ধবল কেশ মোর হএ নূর।

১। পাঠান্তর ঃ কুমকুম।

নূরের মহিমা অতি আমার হুজুর ॥'
বিধাতা রাখিছে বৃদ্ধ পুণ্য বৃদ্ধি ভাবে।
যৌবনের কর্ম স্মরি পুণ্য কর এবে ॥
যৌবনের কারণে না বুঝিলা তখন। [1]
বৃদ্ধেরে যৌবনে কোথা পুছে যুবাজন ॥
বৃদ্ধজন দেখি যেবা মান্য করে অতি।
সে সব হৈব বৃদ্ধ জরাজীর্ণ মতি॥
দুঃখ পীড়া জানিঅ প্রভুর নেয়ামত।
শত্রুরে না দেএ প্রভু এ সুখ সম্পদ।
যে মুমীন-মনেত ধিক ঈশ্বর-ভাব।
দুঃখপীড়া দেএ তারে মুক্তি হৈতে লাভ ॥
দুঃখলাভ যে সকলে পাএ প্রভু পাশে।
অতি কৃপা করে পাপ সমুলে বিনাশে ॥
যদি অঙ্গে পীড়া হএ শীঘ্রে দেএ দান।
তাতধিক নাহি কোন ঔষধে কল্যাণ ॥
দুঃখ পীড়া দেএ প্রভু মহৎ জনেরে।
বিষয় দেয়ন্ত নৃপ বড় অমাত্যেরে ॥
দুঃখপীড়াহীন অঙ্গ বরকত না পাএ।
যাকে দয়া তারে দুঃখ দেয়ন্ত খোদাএ ॥ [2]
দুঃখ পীড়া কৃপা দান না দেএ শত্রুস্থানে।
'জাকেরিয়া' 'ইনুস' 'আয়ুবে' মাত্র জানে ॥
শত্রুরে দিয়াছে প্রভু শতগুণে সুখ।
ভক্ষ্য হেতু ভক্তজনে পাএ কথ দুঃখ ॥
ভক্তজনে জানে মাত্র দুঃখের মরম।
সুখ দিয়া শত্রুকূলে রাখিছে ভরম ॥
মৎস্য না জানে ফান্দে দুঃখের সম্ভব।
পতঙ্গ না জানে অগ্নিদহে দুখলাভ ॥

যেই অঙ্গে দুঃখ পীড়া ভোগ নাহি পাএ।
ইমা দৃঢ় নহে তার জানিঅ সর্বথাএ ॥
অঙ্গেপীড়া যাহার গৃহেত ধন হীন।
দুঃখ রসে লব্ধবস্তু থাকে অনুদিন ॥
মনে চিন্তাবৃত্তি হেন ব্যাধি চিহ্ন গাএ।
তার সঙ্গে মিত্রভাব প্রভুর সদাএ ॥
ফেরাউন অঙ্গেত না ছিল কোন রোগ।
চারিশত বরিষ করিল রাজ্য ভোগ ॥
সুস্থে কর সোকর ব্যাধিএ কর ক্ষেমা।
কাকেনাকহিঅপ্রভুপীড়াদিছেআমা॥
ব্যাধিএ ঔষধ দিতে মানা নাহি করে।
কিন্তু আশা না করিঅ ঔষধ উপরে ॥
ঈশ্বর দাওয়াই মাত্র করিব প্রয়োগ।
সেই শুধু পারএ খণ্ডাইতে রোগ ॥
বহু পুণ্য পীড়া যদি সহিয়া থাকএ।
ধিক লাভ হএ যদি লোকেত না কহে ॥
ঔষধ না দিয়া যদি ক্ষেমা ধরে মনে।
সর্ব দুঃখে ঔষধ নাহিক প্রভু বিনে ॥
যদি শুন ব্যাধিএ পীড়িত কোন জন।
শীঘ্রে গিয়া তাহারে কর সম্ভাষণ ॥
বহু দূর পন্থ হইলে যাইতে উচিত।
না গেলে মহিমা নাহি ঈশ্বর বিদিত ॥
বিম্বু-মুখে বলে প্রভু 'রিপু হৈল মোর।
তিলেক দেখিতে ইচ্ছা না হৈল তোহর॥'
ব্যাধিবন্ত দেখিলে যে-কিছু পারে দিব।
কল্যাণের আশীর্বাদ তাহা তু মাগিব॥
পীড়া হৈলে না তেজিব ঈশ্বরের সেবা।

১। পাঠান্তর :
যৌবনের কর্ম নাহি বুঝিলা তখন
বৃদ্ধেরে যৌবন-কথা পুছে যুবাজন
২। আল্লাহ যাকে কৃপা করেন, তাকে দুঃখ-বিপদ দান করেন।—হাদিস।

বসি পার স্তুতি পার নামায পড়িবা ॥
দুঃখেতে সুজনে করে ধিক এবাদত।
'জখম'ত জানিঅ খোদার নেয়ামত ॥
ফরয তরকে অতি প্রভু হএ রোষ।
যতনে আদায় কৈলে ঈশ্বর সন্তোষ ॥
শীঘ্রে দাও সদ্‌কা অসুস্থ হৈলে গাএ।
তাতধিক ঔষধ নাহিক সর্বথাএ ॥

॥ সাইত্রিশ বাব — চিন্তাশোক ॥

চিন্তাশোকের কথা শুন সপ্তত্রিংশ বাবে।
বান্ধব মরণে রহিবেক যেই ভাবে ॥
বান্ধব বিয়োগে যেবা রহে ক্ষেমা মনে।
নবীকুল সম পুণ্য পাএ সেইজনে ॥
মনেত ভাবিয়া দেখ সাধুগণ ভাই।
ক্ষেমা ধরি ছিল নবী কথ শোক পাই ॥
চারি পুত্র আদি যথ মরিল বান্ধব।
কথ দুঃখ সহিছন্ত কথেক লাঘব[১] ॥
ঈশ্বর স্মরিয়া মনে ছিল ক্ষেমা ধরি।
আছিলেন্ত না কান্দিয়া ধৈর্যতা আচরি ॥
না কান্দিব অতিশয় করি উচ্চ রাও।
বুকে মুখে ললাটেত না হানিব পাও ॥
না ফাড়িব বস্ত্র না উপাড়িব কেশ।
জ্ঞান তেজি না হইব পাগলের বেশ ॥
বুকেত মুটকি হানি না করিব 'হাএ'।
ভূমিপাক না দিব জাহিল নারী প্রাএ ॥
একসর না থাকিব তেজি জ্ঞাতি শয্যা।
না থাকিব অনাহারে না তেজিব লজ্জা ॥
গৃহ অন্ধকার না রাখিব কদাচন।
না তেজিব নিজ গৃহের ঝাড় লেপন ॥
অপবিত্র বসন কদাপি না পরিব।
বেগর গোসল-অযু কভু না রহিব ॥[২]
না ফেলিব মস্তক-বসন কদাচন।
রহিতে না পারিলে ধীরে করিব রোদন ॥
দ্বীন-ছত্র-মোহাম্মদী আলিমে সে জানে।
বেকত শোচন মাত্র আলিম মরণে ॥
আলিমে ইসলাম তত্ত্ব করে প্রকাশিত।
আলিম সবের লাগি কান্দিতে উচিত ॥
পণ্ডিতের লাগি বড় কান্দে যেই জন।
পাপ নাশে, বহু পুণ্য পাএ সেই জন ॥
যেই চিন্তা ক্লেশ ঘটে সংসারের রীতে।
ঈশ্বর ভাবিয়া থাক ধৈর্য ধরি চিতে ॥
গৃহেত প্রদীপ হীন ভগ্ন পাত্র যার।
ক্ষুধাবন্ত থাকে কিবা জালিম প্রহার ॥
এইসব দুঃখ চিন্তা সুখ পরমাণ।
প্রভুতে থাকিলে রাজি শেষেত কল্যাণ ॥
মুমীন-ওফাত শুনি তুরিতে যাইবা।
দফনে হাজির হই সুন্নত পালিবা ॥
পাপিগণ লাগি যদি এবাদত করে।
শাস্ত্রে পুণ্য আছে দেখ 'হেদায়া' ভিতরে ॥
জানাজার পাছে পাছে করিবা প্রয়াণ।
অন্য কথা না কহিবা পড়িবা কোরাণ ॥

১। লাঘব—লাঞ্ছনা।

২। পাঠান্তর:
শ্বেত তেজি শ্যাম নীল বস্ত্র না পরিব।

হাটে ঘাটে ডাকি ডাকি না কহিবা কথা।
'মরিছে অমুক জন শীঘ্রে আইস এথা ॥'
অঙ্গে ঘাও হানি না কান্দিব উচ্চরাএ।
ফল্স ফুল কিছু না রাখিবা জানাজাএ॥১১০৫
চৌকোণা তেজিয়া গোর মৎস্যপৃষ্ঠ প্রাএ।
না কর সরবত পান, না নিব তথাএ ॥
শরীর তেজিয়া প্রাণি যাইতে সমএ।
অল্প অল্প জল মুখে দিতে যুক্ত হএ ॥
ফল আদি কোন বস্তু না নিব না খাব।
হাসি বাজি না করিব বস্ত্রে না ঢাকিব ॥
হেটে বামে দক্ষিণে না হএ শোভামান।
কেবল শিয়রে বসি পড়িব কোরাণ ॥
গোরে চুম্ব সেজদা নাদানে মাত্র করে।
মা বাপের গোরে পুনি চুম্ব দিতে পারে॥১১১০
না করিব উর্দ্ধ ভাগে গম্বুজ[১] ছাপর।
পাপ নাশে যদি লাগে পবন বাদর ॥
ইটের বন্ধনে গোর পাকা না করিব।
বিষ্টিবাদল পরসনে পাপ বিনাশিব ॥
মকরুহ নক্সা লেপন ঘট কৈলে।
সে ধন খয়রাত কৈলে বহু পুণ্য মিলে ॥
গোর সম্ভাষণ জান নবীর সুন্নত।
পড়িব ফাতেহা দোয়া গিয়া অবিরত ॥
তিন দিন সপ্ত দিন করি নিয়মিত।
যাইতে গোরের কাছে আছএ উচিত॥১১১৫
তিন, সপ্ত, চল্লিশ অবধি অন্ন দান।
ফকিরে ভুঞ্জাইলে অধিক কল্যাণ ॥

১। পাঠান্তর : গোপট।

এক সিকি দান কৈলে মওতার লাগি।
হেমতঙ্কা দান সম হএ পুণ্যভাগী ॥

॥ আটত্রিশ বাব — শহীদ[১] ॥

অষ্টত্রিংশ বাবে কথা শুন বিদগণ।
যে যে মৃত্যু হন্তে হএ শহীদ সম্পদ ॥
কাফিরের যুদ্ধে মৈলে ঈশ্বরের বাটে।
যদি কিবা জালিমে জুলুম করি কাটে ॥
খাইতে না পারে কিছু না নিঃসরে কথা।
মহৎ শহীদ সেই. জানিঅ সর্বথা ॥১১২০
আর যে যে মতে পয়গাম্বরে কহিছন্ত।
মন দিয়া শুন কহি শহীদের অন্ত ॥
অনলে দহএ কিবা জলান্তরে ডুবে।
রক্ত শ্যাম উদর পীড়াএ যেই সবে ॥
জন্মিয়া মরএ কিবা সফরেত দুঃখে।
যুমা রাত্রি দিনে মৈলে শহীদেত লেখে ॥
আশক হইয়া যদি শুদ্ধভাবে মরে।
পীতের ভাবেত মৈলে শহীদ হই তরে ॥
শহীদের গতি নারী গর্ভবতী মৈলে।
দেয়াল পর্বতে চাপি কিবা করীতলে॥১১২৫
অশ্বপদতলে যেবা পয়মাল হএ।
বজ্র খাই তুরিতে যাহার মৃত্যু হএ ॥
কূপেত পড়িয়া যদি মরে কোন জন।
ব্যাঘ্র শূকরের দন্তে যাহার মরণ ॥
ঈশ্বরের পন্থে, দ্বীন্ ইসলাম লাগি।

১। গ'দার গ্রন্থে শহীদের বর্ণনা রয়েছে ৪০তম বাবে।

সত্য ভাবে কাটা গেলে শহীদের ভাগী ॥
ঈশ্বরের বৃত্তি খাই [১] কাফিরের হাতে।
যুদ্ধে মৈলে শহীদ মর্তবা অল্প তাতে ॥
পঞ্চশত অব্দ আগে যাইব স্বর্গেতে।
স্বর্গেত যাইব সব শহীদের অন্তে ॥
যদি কোন মুমীন মনের অনুরাগে।
সত্যভাবে ঈশ্বরেত শাহাদত মাগে ॥
সেই ভাবে জ্বর শিরপীড়াএ মরিলে।
গণিব তাহারে প্রভু শহীদের মেলে ॥
শহীদের মৃত্যু নাহি শুন বুধ লোক।
জীবন সমান সুখ স্বর্গে আছে ভোগ ॥

॥ ঊনচল্লিশ — চল্লিশবিধ সুখ[২] ॥

দীর্ঘছন্দ

একুণে চল্লিশ বাবে শুন সাধু সত্যভাবে
চল্লিশ অবধি সুখরীত।
করিলে এসব কাম লক্ষ্মী নাই সেই ঠাম
তেহি না করিবা কদাচিত ॥
চল্লিশ ভিতরে বিভা সাধুলোকে না করিবা
করিলে মগজে ঘুন ধরে।
বৃক্ষসার-গুণ-রীত, চল্লিশেত সুপূর্ণিত।
অপূর্ণ বীর্যের ফল মরে ॥
গোসল হাজত যবে, কিছু না ভক্ষিব তবে

১। ঈশ্বরের বৃত্তি খাই—মনীবের বেতন ভোগী হইয়া।
২। গ'দার গ্রন্থে এ বাবে দরবেশী ও মোদাব্বেরী (গাম্ভীর্য) সম্বন্ধে আলোচনা রয়েছে।

তৃষ্ণা হৈলে খাইবেক জল।
ভগ্ন ঘট না রাখিব, শূন্য ঘরে না সুতিব
বিনি বস্ত্রে না কর গোসল ॥
গৃহে যথ ভাণ্ড থাকে, না ঢাকি না রাখ তাকে
নারীর নাম ধরি না বোলাএ ॥
অন্যে অন্যে পতি নারী, কিবা পুত্র সুকুমারী
মা বাপের নাম না ধরএ ॥
আদর বিহীনে জান, না ডাকিব কদাচন
পুত্র কন্যা কভু না শাপিব।
ভগ্ন রুটি ভিক্ষা দিব, পাইলে ভিক্ষুক সব
কভু তাহা কিনি না খাইব ॥
ইজার না পিন্দ উঠা পাগরী না বান্ধ বৈঠা
অযোগ্য গোপন ব্যক্ত করে।
দাণ্ডাই আউল কেশে সিতা না করিব পাশে
ভাঙ্গা ফনী না রাখিব ঘরে ॥
কটিস্থল অধদেশ লজ্জাস্থানে যেই কেশ
চল্লিশ দিনে তু না রাখিব।
না হাটিব বৃদ্ধ আগে না বসিব উর্ধ্ব ভাগে
সর্বকাষ্ঠে দন্ত না ঘষিব।
রসুন পিঁয়াজ ছাল পুড়িলে সে নহে ভাল
না রাখ মর্কটজাল ঘরে।
যদি সে উকুন পাও জীববস্তু না ফেলাও
নামাযে আলস্য-সুখ হরে ॥
মিছাবাক্য প্রতিনিত না অভ্যাস কদাচিত
লজ্জাস্থলে দৃষ্টি না করিব।
দাউনে[১] না মুছ মুখ আসিয়া ঘটিব দুঃখ
পিন্দিয়া বসন না সেলাইব ॥

১। পাঠান্তর : দামনে।

ফযর গুজার যবে মসজিদ হন্তে তবে
শীঘ্রগতি বাহির না হৈঅ।
বিনি সূর্যোদয় হৈলে না সুতিঅ প্রাতঃকালে
ছিঁড়ি দন্তে নখ না কাটিঅ॥
ফল-বীচি দন্তে ভাঙ্গি না খাও কৌতুক লাগি
দিব্য না করিও সত্য হৈলে।
পরিবার ভক্ষ্য-কষ্ট কৈলে হএ লক্ষ্মী ভ্রষ্ট
ভক্ষ্যে কিবা হস্তে দুঃখ দিলে।১১৫৫
পতি-নারী অনুক্ষণ কলহ করিলে ঘন
গৃহ হন্তে লক্ষ্মী দূরে যাএ।
কহিলুঁ চল্লিশ কথা যেহেন রতন গাঁথা
একচিত্তে রাখিবা হৃদএ॥
লহরীতে দান-সিন্ধু শরণ জনের বন্ধু
শ্রীযুত সোলায়মান ধীর।
তার আজ্ঞা পরমাণে হীন আলাওলে ভাণে
মধুর পয়ার সুরুচির॥
চন্দ্রারুণ বায়ুজল যাবৎ আছে ভূমণ্ডল
নিত্য সুখযশ হৌক বৃদ্ধি। ১১৬০

॥ চল্লিশ বাব — ধনসঞ্চয়[১] ॥

চল্লিশ বাবেত মন দিয়া শুন ধীর।
যে যে কর্মে লক্ষ্মী বাড়ে রহএ সুস্থির॥
চাষের নামায করিবেক প্রতিদিন।
'আইয়ম বয়জ' রোযা প্রতি চান্দে তিন॥
প্রাতঃকালে নিদ্রা তেজি সত্বরে উঠিবা।
বাহির হইয়া অযু নিয়মে করিবা॥
শেষ রাত্রি ঘর ছাড়ি বাহিরে ফিরিব।
শরীরে বহুলগুণ আপদ হরিব॥
শরীরেত প্রভাতে পবন সুখ লাগে।
কৃপা-সুর-বৃষ্টি প্রভু করে অনুরাগে॥১১৬৫
অবিরত প্রভাতে জিকির দোয়া পড়ি।
শুদ্ধ মনে আমান মাগিব ভক্তি করি॥
ঈশ্বরের সোকর করিবা অনুক্ষণ।
মুসাফ[১] হাদিয়া কর দিয়া পূতধন॥
গুণ সঙ্গে কামান কিনিয়া রাখ ঘরে।
জনক জননী সেবা কর নিরন্তরে॥
নিশিতে "সুরত যুমা" পড় ভক্তি মনে।
সুরা 'মোজাম্মিল' শুদ্ধ পড় প্রতি দিনে।
পঞ্চ ওক্তে পঞ্চ সুরা আদায় করিবা।
প্রথমে কহিছে 'তাহা' সদাএ পড়িবা॥১১৭০
গুরুবারে নিয়মিত নখ ফেলাইঅ।
কৌশ মৌজা পর যদি জরদ পরিঅ॥
অঙ্গুরী নিদানে প্রাপ্তি রাখ নিজ করে।
উপকার যত্নে কর শরণ যেই ধরে॥
কার সঙ্গে নিয়ম বচন না ভাঙিব।
ঝাড় করে মসজিদ[২] বৈভবধিক পাইব॥
মক্কা যাও নিতান্ত যাইতে যদি পার।
মদিনাতে জেয়ারত মোস্তফার গোর॥
করিবা তর্তিব ভাবে শুদ্ধ কায় মতি।
অতুলিত গুণ ধরে কি কহিমু অতি॥১১৭৫
খয়রাত করিব সদা, দিব ফকিরেরে।

১। গদার গ্রন্থে ৪২তম বাব।

১। মুসাফ < মুসহাফ = কোরআন।
২। পাঠান্তর : মেরামতে মসজিদ।

সিকি কড়ি[১] ঘরেত রাখিব অনিবারে ॥
ধনের বর্কত হৈতে ছাগল পুষিব।
যুমা, বুধে অখণ্ডিত গোছল করিব ॥
ভৈক্ষ বস্তু আশুরার দিবসে রাখিয়া।[২]
গুন্দম গেঁও রুটি খাইব রান্ধিয়া ॥
রুটি সঙ্গে মিশাই রন্ধন করি খাএ।
রসুলের হাদিস, অতুল পুণ্য পাএ ॥
শস্য আদি আড়ি-মাপে ওজন করিয়া।
গুণাগার হএ জান ওদাতে[৩] বেচিয়া ॥
না বেচিব না কিনিব টানের ওজনে।
মাপিয়া বেচিতে আজ্ঞা শাস্ত্রের বচনে ॥
দুই হস্ত ধোনা খাইবার আগে পাছে।
ভক্ষ্যশেষে খিলাল করিতে যুক্ত আছে ॥
উচিত সে রক্ষিবারে ধুইয়া খিলাল।
একসর পাইলে নারী করিব হালাল ॥
কুল কিবা অকুলীন হৈলে রূপগুণ।
শরণে রাখিতে কহে শাস্ত্রেত নিপুণ ॥
পুরুষের শরণ যদি সে নারী লএ।
পুরুষে তেজিতে নারী উচিত না হএ ॥
এই ত্রিংশ কর্মে লক্ষ্মী বাড়ে নিত্যনিত।
ভক্তিভাবে শাস্ত্রকথা করিঅ প্রতীত ॥

॥ একচল্লিশ বাব — ভেহেস্ত ॥

একধিক চল্লিশ বাবেত শুন ভাই।
যে যে কর্ম করি হএ ভেহেস্তেত ঠাঁই ॥
ভেহেস্ত জানিঅ সত্যবাদী সব স্থল।
সতত তাহার হেতু কর নেক আমল ॥[১]
স্বর্গ পাইবার কর্ম আছএ বহুল।
তার মধ্যে সপ্তবিংশ কথা শুন মূল ॥
প্রথমে কলেমা কহ দিলে-মুখে সার।
জীবন অবধি ভ্রম না হইব তার ॥
যথ পার মুমীনেরে সন্তোষ করিবা।
প্রতিনিতি প্রভুপন্থে অন্ন ভুঞ্জাইবা ॥
শরা-মতে হুকুম-বসন পিন্ধ অঙ্গে।
অতিথিরে ভক্তি, যুদ্ধ কাফিরের সঙ্গে ॥
কেহ গোপ্ত কহিলে প্রচার না করিবা।
'জোহমত' দিলে প্রভু কাকে না কহিবা ॥
এই মতে সর্ব দুঃখ মনেতে রাখিবা।
যথ ইতি সৎকর্ম প্রভুতে সঁপিবা ॥
যে সকলে মন্দ করে ভাল কর তারে।
উপরে বসিতে স্থল দিবে ফকিরেরে ॥
প্রভু-সেবা-হেতু অঙ্গে দিবা বহু দুঃখ।
সত্য সে কহিব ভণ্ড বাক্য বন্ধ মুখ ॥[২]
যে ভক্ষ্য হারাম কদাপি না ভক্ষিবা।
দুঃখিত পড়শী সব সদাএ তুষিবা ॥
ব্যাধিবন্ত জনেরে দেখিবা যত্ন করি।
লোক প্রতি ক্ষেমা কর ক্রোধ পরিহরি ॥
ভক্তজন সঙ্গে থাক ঈশ্বর স্মরিয়া।
আশ্রয় দিবা নির্বলীরে জালিমে তজিয়া ॥

১। পাঠান্তর : সিক্কাকাঞ্জি।
২। ঐ :
দুইগুণ রান্ধিব ভৈক্ষ্য আশুরা দিবসে।
৩। ওদা—অশুদ্ধ, ভিজা

১। পাঠান্তর :
নিত্য হুরের হেতু কর নেক আমল।
২। ঐ :
জেনা না করিঅ মন্দ বাক্য বন্ধ মুখ।

অন্তকালে পড়িবা কলেমা শাহাদত।
কদাচিত না তেজিবা 'আসর' সুন্নত॥
কার স্থানে কিছু না মাগিব প্রভু বিনে।
ঈশ্বরের সোকর করিবা রাত্র দিনে॥
পড় 'কুরসী' দোয়া ফর্য নামাযের শেষ।
দোলে চাড়ি[1] স্বর্গে যাত্র শাস্ত্রের আদেশ॥
শ্রীযুত সোলায়মান ঈশ্বরের ভক্ত।
সেই এক সত্যচিত্ত মনে অনুরক্ত॥
সতত অতিথি ভক্তি নিত্য ভুঞ্জে লোক।
উপকারী, তোষকর্তা যার মনে শোক॥
বলবন্ত হন্তে নির্বলীরে উদ্ধারিয়া।
আনন্দেরাখেন্তনিজগাঁইঠবৃত্তিদিয়া॥
আলাওলে পাই তান মহৎ আরতি।
রচিলা পয়ার ছন্দে শাস্ত্রের নিয়তি॥

॥ বিয়াল্লিশ বাব – নরক ॥

মন দিয়া শুন সাধু বিয়াল্লিশ বাবে।
যেই কর্মে নরকেত পড়ে লোক সবে॥
মোশরেক কাফির থাকিবে নিরন্তর।
পুরুষ অল্প নরকে রমণী বিস্তর॥
নবশত নিরানব্বই রমণী যাইব।
জনৈক পুরুষ দিয়া সহস্র পূরিব॥
ভেহেস্ত জানিঅ তাহার বিপরীত।
এক নারী দিয়া হৈব সহস্র পূরিত॥
যে যে কর্মে হএ নরকে গমন।
মন দিয়া শুন তার যথ বিবরণ॥

১। পাঠান্তর : ঢোল বাহি।

বহুল প্রকারে হএ নরক প্রকৃতি।
তবে কহি চতুর্বিংশ রূপে অদগতি॥
একস্বামী আছে মাত্র ত্রিজগ ঈশ্বর।
মনেত না রাখ তান আছএ দোসর॥
যদি জানে এক নহে জগতের পতি।
মনে রাখি যে সবে দোসর ভাবে নিতি॥
দুই প্রভু সেবে যেই বান্ধিয়া ইমান।
ভুঞ্জিব নরক ভোগ নাহিক এড়ান॥
কৃপণতা অধিক থাকএ যার মনে।
আপে বড় সর্ব হন্তে জানে যেই জনে॥
প্রভু-আজ্ঞা না মানি কুকর্ম সঙ্গে রহে।
ভিক্ষুক দ্বারে আইলে না দি মন্দ কহে॥
পারিতে না পড়ে গিয়া যুমার নামায।
সালাম উত্তর না দে বড়হি অকাজ॥
কর্জ লই পারিতে না করএ শোধ।
নিত্য মন্দ বাক্য মুখে আরতি বিরোধ॥
অনুচিত বাক্য কহে[1] অধিক সাহস।
অতিথিরে শত্রুভাব অধিক প্রকাশ॥
মৃত লাগি হিয়া কুটে বদন আছাড়ে।
বসন ফাড়ন্ত দুঃখে কিবা চুল ছিঁড়ে॥
সকলেরে মন্দ কিবা মনে অল্প ভাব।
লোকেরে বোলএ মন্দ খাএ ধনলাভ॥
পারিতে নামায কভু না তেজে সুজন।
মনেত না দিব ঠাঁই এ সব বচন॥
নরকে পড়িতে কর্ম আছএ বিস্তর।
তার চতুর্বিংশ এহি অতি গুরুতর॥

১। পাঠান্তর : কর্ম করে।

নিস্তার পাইতে কর্ম শুন মন দিয়া।
ঈশ্বরের আজ্ঞা পাল গুমান তেজিয়া॥ ১২২৫
মৌনরূপে থাক তেজি নিঃস্বার্থ বচন।
লোক দেখি নম্রভাব হৈবা অনুক্ষণ॥
জনক জননী সেবা কর অনুদিন।
স্বর্গেত যাইতে জান এই সব চিন॥

॥ তেতাল্লিশ বাব — সুন্নত[১] ॥

নবীর সুন্নত দশ তেতাল্লিশ বাবে।
অবশ্য পালিবা তাকে মুসলমান সবে॥
কেহ বোলে ইব্রাহিম খলিল সুন্নত।
পয়গাম্বর সকলে করিছে এই মত॥
কপালের পর্যন্ত গর্দানি অবশেষ।
ক্ষুর দিয়া ফেলাইব মধ্যভাগ কেশ॥ ১২৩০
অযুকালে মুছিতে লাগএ যেন পানি।
নারী সবে সীমন্ত রাখএ অনুমানি॥
কেবল মক্কাতে গেলে মুণ্ডন করিব।
কিবা কোন পীড়া হৈলে ক্ষুরে ফেলাইব॥
ক্ষুরে ফেলাইতে গোঁফ সভান জুয়াএ।
যদি রাখে রাখিব ভুরুর লোম প্রাএ॥
মেছোয়াক প্রতি ওযু কালেত করিবা।
কটিতল লোম সব উপাড়ি ফেলিবা॥
শাস্ত্রে নাহি দোষ যদি ক্ষুর দিয়া ফেলে।
উখারিয়া ফেলিলে অধিক ভাল বোলে॥ ১২৩৫
পুত্রের সুন্নত কর সপ্তম বৎসরে।
সপ্ত আদি অযুক্ত বার অব্দের ভিতরে॥
বার অব্দ গেলে সুন্নতের যুক্ত নএ।
সুন্নত কারণে জান ফর্য নষ্ট হএ॥
ফর্য ভঙ্গে প্রভুর নিকটে গুণাগার।
হিন্দু দ্বীনে আসিলে সুন্নত যুক্ত তার॥
সুন্নত না করে বার অব্দ বহি গেলে।
অতি দোষ ভাগী হৈব ফরয নাশিলে॥
কিতাবে এমত আজ্ঞা সুন্নতের তরে।
হেট-ক্ষুরে ফেলে দিব চল্লিশ ভিতরে॥ ১২৪০
অযুতে গরগরা, নাসা-অন্তরেত পানি।
এই দশ সুন্নত পালিবা মনে মানি॥

১। গ'দার গ্রন্থে ৪৪তম বাব।

॥ চুয়াল্লিশ বাব — হত্যা[১] ॥

চুয়াল্লিশ বাবে কথা শুন অনুভাএ।
যে জনেরে মারিলে খুনের নাহি দাএ॥
রজঃস্বলা নারীরে যদি সে মাগে রতি-।
খুনের নাহিক দায়, যদি বধে পতি॥
নারীরে দাসীরে রতি করিবারে চাএ।
সে পুরুষে বধিলে খুনের নাহি দাএ॥
যদি সে একেরে একে আসে বধিবার[২]।
সে তারে মারিলে আগে পাপ না হি তার॥ ১২৪৫
কাক চিল কুকুরে মনুষ্যে কামড়াএ।
এই সব 'মুজি'রে মারিব যদি পাএ॥

১। গ'দার গ্রন্থে ৪৫তম বাবের অংশ বিশেষ।
২। পাঠান্তর:
চাহিলে একেরে একে সরম দিবার।

সর্প বিছু পাইলে মূষিক শীঘ্রে মার।
মশা মার[1] কিতাবেত খুনী নাহি তার॥
'মুক্তি' যথ লাগ পাও পশুপক্ষী নর।
শীঘ্রগতি মারহ খুনীর নাহি ডর॥
কৈতর কুক্কুট পক্ষী যে মার্জারে মারে।
তাহাকে মারিলে ধিক পাপে নাহি ধরে॥
ভক্ষ্যবস্তু নষ্ট করে গৃহেতে থাকিয়া।
দোষনাহিসেবিড়ালফেলিলেমারিয়া॥
তাহাকে মারিলে ধিক পাপ নাহি তাত।
করিব দেরম দশ তাহার খ'রাত॥
কিতাবে হুকুম করে মারিতে তাহারে।
অধিক সোয়াব যদি পরাণে না মারে॥
গর্ভপাত রমণীর পারে করিবারে।
যাবতে না হই থাকে জীবন সঞ্চার॥
কিতাবে কহিছে জান দোষ নাহি তাএ।
কিন্তু যদি রাখএ অধিক পুণ্য পাএ॥
রমণ সমএ কিবা অন্দরে বাহিরে।
নারীআজ্ঞাবিনুরূপেযাইতেনাপারে॥
নিজনারী হএ কিবা দাসী পরাঙ্গনা।
না লই নারীর আজ্ঞা যাইবারে মানা॥
যদি দাসী সঙ্গম ঈশ্বর ইচ্ছা হএ।
কিতাবের কথা মিছা না জান নিশ্চএ॥
কিতাবেত সাক্ষি কথা মিছা না জানিঅ।
সর্বত্তে কুশল হৈব যত্তনে পালিঅ॥

॥ পঁয়তাল্লিশ বাব—বিবিধ ব্যবস্থা ॥

নানান ব্যবস্থা পঞ্চ চল্লিশের বাবে।
একে একে কহি শুন গুণীগণ সবে॥
অভ্যাস জ্যোতির শাস্ত্র একারণে করে।
নামায-সময়, ভালমন্দ চিনিবারে॥
সফরে যাইতে, পূর্ব-পশ্চিম চিনিতে।
তথধিক যদি শিখে পেটের নিমিত্তে॥
নৃপতি করিতে দান লইতে উচিত।
না লৈব জালিম দুষ্ট ধন কদাচিত॥
কেহ কেহ বোলে না লইলে অতি ভাল।
কিছু না লইব জানি নাপাকির মাল॥
দূর হন্তে আসি শীঘ্রে না যাইব ঘরে।
পরিবারে জানাইয়া প্রবেশ অন্দরে॥
অতিজীর্ণ মুসাফ পড়িতে যদি নারে।
বসনে লেপটি পুনি দফনিব তারে॥
যুদ্ধে যাইতে সৈন্যমাঝে মুসাফ, রমণী।
এই দুই না নিব সঙ্গে মনে অনুমানি॥
আপনার সৈন্য যদি বলবন্ত হএ।
তথাপি না নিব সঙ্গে শাস্ত্রে নিষেধএ॥
নিজ হস্তে মাগে যদি পানি তৃষ্ণাকুল।
অর্দ্ধরাত্রি উঠিয়া করাইলে পান জল॥
জন্মার্জিত পাপ তার সব নাশ হএ।
এহি উপদেশ সদা রাখিবা মনএ॥
অঙ্গে দুঃখ দেঅ পরিবার-পোষ্য আশে।
দান সম পুণ্য পাএ ঈশ্বরের পাশে॥
জালিমে জুলুম করি সিকি যদি লএ।

১। পাঠান্তর : মোশরেক।

প্রভুপাশে হেমতঙ্কা-দান পুণ্য হএ।।
এথা যেই পাটবস্ত্র পিন্ধে, মদ্য খাএ।
স্বর্গ না পাইব দোহজনে সর্বথাএ।।
ফকিরে মাগন হস্তে যেই অতি ভাল।
কহি শুন যে যে বস্তু তাহার হালাল।।
যদি কেহ ভাঙ্গা[১] বস্ত্র পন্থে ফেলি থাকে।
তুলি নিব সেলাইয়া পিন্ধিব তাহাকে।।
ভাঙ্গা ফল যদি কেহ ফেলি থাকে দ্বারে।
তুলি নিয়া মনসুখে খাইব তাহারে।
খরমুজা আনার লেবু যে ফল পাইব।
তুলি নিয়া সুখে বেচি তাহাকে খাইব।।
ছাগল গরুর লাদি যেই পাএ যথা।
লই যাই তাহারে বেচি খাইব সর্বথা।।
তার স্বামী আসি যদি কৃপণতা করে।
তবে পুনি তুলি নিতে না পারে তাহারে।।
এই মতে হালাল সে জানিও নিশ্চিত।
'নিছিনার' ফেলা বস্তু পারয় খাইতে।।
স্বামী আজ্ঞা বিনে সেই খাইবারে পারে।
আর যার ইচ্ছা তুলি খাইব তাহারে।।
ফকিরেরে খয়রাত করিতে যেই ধন।
যার হস্তে দিল সে না রাখে কদাচন।।
যদি বা দুঃখিতে বাঁটে খয়রাতের মাল।
ধন-স্বামী-আজ্ঞা বিনে নাহিক হালাল।।
শিষ্যরে পড়াএ কিবা আযান কহিলে।
অতিবড় দোষ সে মুলুয়া[২] ধন লৈলে।।

১। ভাঙ্গা—ছেঁড়া (বস্ত্র)।
২। মুলুয়া—মূল্যবাবৎ, মূল্যস্বরূপ, মজুরী।

ফটকের ধারে যদি আটা পড়ি থাকে।
তার স্বামী আজ্ঞা বিনে না খাএ তাহাকে।।
কার ঘরে অন্ন খাইতে হই মেহমান।
নিজইচ্ছাআনেরেকরিতেনারেদান।।
ভারী মেহমানিএ[১] যে মুৎসুদ্দি হৈব।
স্বামী আজ্ঞা লই যোগ্যযুক্ত ব্যবস্থিব।।
নিজ ইচ্ছা আপনা মিত্র ভাবি কারে।
স্বামী আজ্ঞা বিনে বাড়া দিবারে না পারে।।
মেহমান হৈলে আপে যে পাএ খাইব।
নিজ মন মতে ভিন্নজন না ডাকিব।।
আপনা উচ্ছিষ্ট মাত্র দিব কুকুরেরে।
স্বামী আজ্ঞা বিনে কোন বস্তু দিতে নারে।।
যথজনে স্বামী আজ্ঞা বিনে বস্তু নাড়ে।
এক লক্ষগুণ দাবী দিবেক আখেরে।।
বিনু 'কস' না দিয়া বেচিতে নারে চর্ম।
যথজনে চর্ম বেচে অনীতি সে কর্ম।।
নবীন ভাণ্ড-ভাঙ্গা কী মাটি যদি খাএ।
সে সবের মতি ভাল নহে সর্বথাএ।।
মৃত্তিকা ভক্ষিতে দেখি ছাড়িঅ উপরোধ।
মহাজনে তারে দেখি করিব বিরোধ।।
বহু মাটি খাএ হায়ওয়ান ফিরোয়ান।
সেই লাগি তাকে না খাইব মুসলমান।।
যে যে মতে দাস কিনি ফেরিতে পারে।
মন দিয়া শুন একে একে কহি তারে।।
অন্নজলে দাসে যদি বহুল ভক্ষএ।
ফেরাইতে সেই দাস শাস্ত্রে হেন কএ।।

১। মেহমানি—জেয়াফত।

মসজিদ তুলিতে জাগা তঙ্ক[১] না করিব।
মূল্য দিয়া চারিদিকে মৃত্তিকা কিনিব॥
মসজিদ নিজ তঙ্কাএ যে উদ্ধারএ।
ফরাগতে[২] মাতা পিতা সংহতি রাখএ॥
নবীর আসহাব সব মক্কীর লাগিয়া।
চারিদিকে ধরণী কিনিলে মূল্য দিয়া॥
মুমীনে দেখিয়া যেই করএ আদর।
পাপ সব নাশ করে পুণ্য বহুতর॥
মন্দকারী দেখি বেনে মন্দ আচরিব।
ফটকেরে কদাচিত ভাল না বলিব॥
ক্রোধে কম্পমান হএ প্রভু সিংহাসন।
ফটকেরে 'বাখান' করিলে কোন জন॥
ধর্ম তেজি যে সবে কুকর্ম আচরন্ত।
কাফিরেরে বাখানিলে প্রভু ক্রোধবন্ত॥
নষ্ট দুষ্ট কুজন প্রশংসা না করিব।
কুফর বাখানে ক্রুদ্ধ নিরঞ্জন হৈব॥
প্রভু দয়ালেত জাহিলে মাগ বর।
নিজ কৃপা হস্তে সর্বস্থান রক্ষা কর॥
ধনীজন দেখিয়া করিও মন্দাদর।
নির্ধনীরে দেখি কর কৃপা বহুতর॥
কাতরের কাকুতি শুনহ করতার।
দোষ ক্ষেমি কৃপা কর সেবক তোমার॥
কৃপাসিন্ধু তুমি এক ত্রিজগৎ-পতি।
বিশ্ব-লক্ষ্য মহিমা-উজ্জল জগ-জ্যোতি॥

নাহিক দাসের লক্ষ্য তুমি বিনু আর।
ঘোর পাপ হস্তে মোরে করহ উদ্ধার॥
হীন মতি বহু মোর বুত্তি দাগা বাজি।
ক্ষেমাদানে ফকির ফোকরা কর রাজি॥
চিত্তে হোতে খণ্ডাও যথেক ধন্ধ ভাব।
দ্বীন-দ্বারে ইমা হৈলে মূলাধিক লাভ॥
ভক্ষ্য লাগি মন না করিঅ ছত্রাকার।
তুমি বিনু অন্য আশা খণ্ডাউ আমার॥
সবর-সোকর প্রভু কর মোরে দান।
এ দোন প্রসাদে পাইমু দুই কূলে মান॥
দৈবে মহাপাপী আমি নাহি পুণ্য আশা।
কেবল করিম-কৃপা পাপীর ভরসা॥
তুমি শক্তি না দিলে উচিত বাক্য ধন্ধ।
পুস্তক রচিলুঁ যে বলোক ভালমন্দ॥
নিজ জ্ঞাতা ধরএ "জাবুক" কষ্টে তন্ত্রে।
যে বোল বলোক সে বলোক নানা যন্ত্রে॥
ত্রিজগতে যথ বিন্দু সিন্ধু জপে সব।
যেন এক বৃক্ষ পরে সহস্র পল্লব॥
এক প্রভু ত্রিজগতে ব্যাপিত সমস্তে।
কাষ্ঠের পোতলি যেন শিল্পকার হস্তে॥
জ্ঞানবন্ত জনের মনেত এক ভাব।
দুই ভাব ভাবিলে তন্ত্রেত নাহি লাভ॥
আগে রব্ব শেষে মোহাম্মদ সে রসুল।
আর যথ পয়গাম্বর শুদ্ধ ওলিকুল॥
সকলের মনে প্রবেশোক এই গ্রন্থ।
মুক্তা-প্রায় কর্ণে কণ্ঠে পরোক মহন্ত॥
শ্রীযুত ইস্থফ গদা মহাসত্য ওলি।

১। তঙ্ক < তন্‌কিস—খাট, অপ্রশস্ত।
২। ফরাগতে (আঃ)—স্বচ্ছন্দে, এলিয়ে ছড়িয়ে (থাকা), বিস্তৃত।

রচিল বয়েত ছন্দে মনেত আকলি ॥
সপ্তশত একাশী বয়েত কৈলা সার।
রবিউল আখের দশদিন সোমবার ॥
তান পদে ভক্তি করি হৈয়া পৃষ্ঠগামী।
ঘৃত অবশেষ ঘোল ছানি লৈলুঁ আমি ॥
বিশেষ মহন্ত আজ্ঞা না যাএ লঙ্ঘন।
তেকারণে কষ্ট-পন্থে করিলুঁ গমন ॥
শ্রীযুত সোলায়মান জ্ঞানে সুপণ্ডিত।
যদ্যপি সংসারে ভোর প্রভুগত চিত ॥[১]
দৌত্য, সত্য, লোক-উপকার, ভাব, রস।
এ সকল বিধাতা করিলা তান বশ ॥
শিষ্টাশিষ্ট পুষ্ট-হৃষ্ট[২] মিষ্ট সম্ভাষণ।
বাক্যে ধনে মুক্তকরে যে লএ শরণ ॥
না আঁটি কহিতে আমি মহিমা অবধি।
আশীর্বাদ সিদ্ধি কর প্রভু কৃপানিধি ॥
সপুত্র বান্ধব হৌক অরুগী চিরায়ু।
কীর্তি পুণ্যমতী যশঃ অগ্নি জল বায়ু ॥
সন্তোষ রাখৌক বিধি যাবত জীবন।
বাড়ৌক বৈভব বংশ সানন্দ অনুক্ষণ ॥

১। পাঠান্তর ঃ
শ্রীযুক্ত সোলায়মান সুপণ্ডিত দাতা।
আপে সৎগুণ বস্ত গুণী পালাইতা ॥
২। ঐ ঃ কুশট্।

তান পোষ্য হীন আলাওল জীর্ণ কাএ।
রচিল কেতাব কথা পয়ার ভাষাএ ॥
তান দান স্মরিয়া যে জল বরিখএ।
তেকারণে মুক্তাপুঞ্জ বাক্য নিঃসরএ ॥
এহি পুস্তকের কথা কৈলে দঢ় ভাব।
না থাকে আপদ তার হএ স্বর্গলাভ ॥[১]
পরিশ্রমে রচিলাম মনে ভাবি উক্তি।
যেবা পড়ে যেবা শুনে অন্তে হৈব মুক্তি ॥
পুস্তক সমাপ্ত সংখ্যা সন মুসলমানি।
রাম সিন্ধু নবধিক লও পরিমাণি ॥
সাবানের চতুর্দশ দিন সোমবার।
সম্মুখে 'বরাত নিশি' শুভযোগ সার ॥
তরুণ অরুণ সমে বেলা দুই যাম।
তত্ত্ব উপদেশ এহি পুস্তকের নাম ॥
মঘদের সন সংখ্যা বুঝহ নির্ণএ।
ঋতু যুগ অভ্র এক বসন্ত সমএ ॥
ফাল্গুন মাসেত জান চতুর্বিংশ সোম।
সমাপ্ত হৈল এহি পুস্তক মনোরম ॥

তামাম শোদ

১। পাঠান্তর ঃ
এ পুস্তকের কথা যে রাখে শুদ্ধভাব।
দ্বীন দুনিয়ায় দুই হইবেক লাভ ॥

সংশোধন

পৃষ্ঠা	পংক্তি	মুদ্রিত পাঠ	শুদ্ধ পাঠ
৭১	৮	বাক্য সর্বহএ	বাক্যে সব হএ
৭২	১১	নমরাণী	নগরাণী
৭৮	১৮	অধিবাসী নির্বিশেষে	অধিবাসীনির্বিশেষকে
৭৯	১২	কালিমা শাহ্	কলিমা শাহ্
৮০	৭	(১৭৩৮-৪৫ খৃঃ)	(১৬৩৮—৪৫ খৃঃ)
৮৩	১৩	প্রভাতে	প্রভৃতে
৮৪	৬	'ক্রমান্বয়ে'-এর পরে 'রাজধানী' লোপ পাবে	'যোহংএ'—এর পরে 'রাজধানী করে' বসবে।
ঐ	বংশলতিকা	থিরিসান্দ থুধম্মা (১৬২৫-৮৪ খৃঃ)	থিরিসান্দ থুধম্মা (১৬৫২—৮৪ খৃঃ)
৯০	৯	জালালপুর	ফতেয়াবাদ
৯৫	২১	গৌড়বাড়ী	গৌড়বাসী
৯৬	বংশলতিকা	'জয়গুপ্ত'এর জ্যেষ্ঠা	'অজ্ঞাতনামা'র নীচের রেখা লোপ পাবে
৯৯	৪নং	১৬৬০ খৃঃ	১৬৬৩ খৃঃ
১০০	৬	রস	রত
১০২	১৯	সেনাপতি	সৈন্যমন্ত্রী
১০৫	১৪	বাম	বামে
১১০	১৮	১০১৯ মঘী সন বা ১৬৫৭ খৃষ্টাব্দ পাওয়া যায়	১০২৫ মঘী সন বা ১৬৬৩ খৃষ্টাব্দ পাওয়া যায়। সম্ভবতঃ এ তারিখটিই যথার্থ।
১১১	৭	কাব্যের সঙ্গে	কাব্যের নামের সঙ্গে
১২৮	২২	৮ই জুলাই ১৬৬৩খৃষ্টাব্দ থেকে ১৯শে জুলাই ১৬৬৪ খৃষ্টাব্দ	১৯শে জুলাই ১৬৬৩ খৃষ্টাব্দ থেকে ৮ই জুলাই ১৬৬৪ খৃষ্টাব্দ।
১৩২	১৮	জরাজন্ম বায়ু	জর-কফ-বায়ু
১৪২	১১	ভবিয়া	ভাবিয়া
১৪৪	১৯	অল্পপড়ি মূর্খ সব ভূত কাছে কাছে	অল্পপড়ি মূর্খ সব ঘুরে ভূত কাছে।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	মুদ্রিত পাঠ	শুদ্ধ পাঠ
১৪৫	৫	ছটক	চটক (চড়ুই পাখী)
১৫৯	১	কছর	কছব
১৬১	২২	জমাএ	জম্মাএ
১৬৬	১১ এর পরে সংযোজন ঃ		রাজার সমাজ হএ সাগরের তুল। অগাধ সাগরে পৈলে যেন নাহি কুল ॥
		এর পরবর্তী দুচরণের পাঠান্তরঃ	যথধিক লাভ দেএ তথধিক হানি। অপমান পাএধিক তিলে যাএ প্রাণি ॥
১৬৮	৪	যে থাএ দেখইবা	যে থাএ দেখাইবা
ঐ	৮	বাঞ্চা বস্তু লভ্য ধনে	বাঞ্চাবস্তু-লভ্য-ধনে
১৭০	২৩	ছদগা	সদ্কা
১৭১	৮	গাঁথিবা, পথ	গাঁথিব, পদ
১৭৪	১১	দোহা জোগে	দোহ জগে
১৭৫	১৭	বিধানা	বিধাতা
ঐ	২০	কর্ণবাড়	কর্ণ বাড়
১৭৭	৬,১৮	ছরুদ	সুরুদ (সুর)
১৮৪	৩	‘জখমত’	জোহ্মত (দুঃখকষ্ট)